Contents

অষ্টম বর্ষ

অষ্টম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ।০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৩।০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

অষ্টম বর্ষ— ৯ম সংখ্যা

বৈশাখ ১৩৬৬ বাং   মার্চ—এপ্রিল ১৯৫৯ ইং

বিষয় সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কোরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আল্‌কুরায়শী	৩২৯
২। স্পেনের একজন বিপ্লবী চিন্তানায়ক (জীবনী)	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,	৩৩৭
৩। ওয়াহাবীবিদ্রোহের কাহিনী প্রতিপক্ষের যবানী	মূলঃ স্যার উইলিয়ম হাণ্টার অনুবাদ : মওলানা আহমদ আলী—মেছাঘোণা	৩৪১
৪। কাউন্সিল অধিবেশনে প্রেসিডেন্টের অভিভাষণ	পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের প্রেসিডেন্ট	৪৩৫
৫। ঝরণা রাণী (কবিতা)	জসিমুদ্দীন	৩৫২
৬। হাদীস সংগ্রহের ভূমিকা (প্রবন্ধ)	মোঃ মেহরাব আলী, বি, এ,	৩৫৪
৭। জন্মনিরোধ (যুক্তি ও ধর্মের দৃষ্টিতে) (প্রবন্ধ)	মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী	৩৫৯
৮। সাময়িক পত্রসমূহের আদর্শ ও তাহাদের ভবিষ্যৎ	তর্জুমানুল হাদীস ও সাপ্তাহিক আরাফাত সম্পাদক	৩৬৫
৯। সাময়িকপ্রসঙ্গ (সম্পাদকীয়)	তর্জুমান-সম্পাদক	৩৬৯
১০। প্রাপ্তিস্বীকার	মুহাম্মদ আবদুলহক হক্কানী	৩৭৩

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত

১। "গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র এবং বায়তুলমালের জমা ও বর্ণ্টন ব্যবস্থা" মূল্য চারি আনা মাত্র

২। "তিনতালাক প্রসঙ্গ" মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল সতন্ত্র।

পুস্তকাকারে নূতন সজ্জায় বাহির হইয়াছে, এখনই অর্ডার দিন !

আল্‌-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দ্দু

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দর ও সুলভে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

কোরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহলেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

অষ্টম বর্ষ	মার্চ্চ ও এপ্রিল ১৯৫৯ খৃস্টাব্দ, শওওয়াল ১৩৭৮ হিঃ, বৈশাখ ১৩৬৬ বংগাব্দ	৮ম সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত-আল্-ফাতিহার তফ্সীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৫৬)

"মগ্যুব" "গযবের" **object**, অর্থাৎ ক্রোধ-ভাজন হইয়াছে বা ক্রোধে নিপতিত হইয়াছে যে ব্যক্তি বা জাতি, সমাজ বা দল, তাহাকে "মগ্যুব" বলা হয়। "মগ্যুবের" তাৎপর্য যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রথমে "গযবের" অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক।

গযবের তাৎপর্য, ইমাম রাগিব তাঁহার কোরআনের অভিধানে লিখিয়াছেন, প্রতিশোধের উদগ্র স্পৃহায় হৃত্পিণ্ডে রক্ত- الغضب ثوران دم القلب ارادة الانتقام - স্ফীতি হওয়াকে "গযব" বলা হয়। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমরা গযব পরিহার করিও, উহা এরূপ اتقوا الغضب فانه جمرة توقد فى قلب ابن آدم - একটি জ্বলন্ত অঙ্গার, যাহা মানুষের হৃৎপিণ্ডে প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে [১]। ইমাম কুর্তবী বলেন, গযবের অর্থ হইতেছে কঠোরতা। কঠোর প্রকৃতির মানুষকে "রজ-

১) মুফ্রদাতুলকুরআন ৩৬৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লুন গযুব" বলা হয় আর অতি বিষাক্ত সর্পকেও "গযুব" নামে অভিহিত করা হয় ২।

والغضب فى اللغة الشدة ورجل غضوب اى شديد الخلق، والغضوب الحية الخبيثة لشدتها -

আল্লাহর পবিত্র সত্তা সকলপ্রকার প্রতিক্রিয়াশীল গুণাবলী হইতে মুক্ত, সুতরাং মানুষের ক্রোধ বা গযবের বেলায় তাহার হৃৎপিণ্ডে যে রক্তক্ষীতি ঘটিয়া থাকে বা সে যেরূপ কঠোর, রুদ্র ও জিঘাংসু হইয়া উঠে, আল্লাহর গযবের বেলায় সেরূপ অবস্থা কল্পনা করা অস্বাভাবিক ও অবৈধ। "গযবে"র পরিণতি বা ফল যাহা, আল্লাহর "গযব" বা ক্রোধের তাৎপর্য শুধু তাহাই। আল্লামা যমখ্‌শরী তাঁহার কাশ্‌শাফে লিখিয়াছেন, আল্লাহর গুণরূপে কথিত "গযবে"র অর্থ হইতেছে অবাধ্য পাপাচারীদের নিকট প্রতিশোধ গ্রহণের অভিপ্রায় আর তাহাদের শাস্তি-বিধান করা। কুর্তবী বলেন, শাস্তিবিধানের অভিপ্রায় অথবা স্বয়ং শাস্তি হইতেছে আল্লাহর ক্রোধ বা গযবের তাৎপর্য৩।

ومعنى الغضب فى صفة الله ارادة الانتقام من العصاة وانزال العقوبة بهم -

الغضب فى صفة الله ارادة العقوبة فهو صفة ذاته اونفس العقوبة -

আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয় কাহারা? সমগ্র কুরআনে-পাক মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে "গযবে-ইলাহী"র ষড়বিধ মৌলিক কারণ নির্ণয় করা যায়। অন্যান্য বহুবিধ কারণও রহিয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলি প্রকৃতপক্ষে এই ষড়বিধ মৌলিক কারণেরই শাখা প্রশাখা। প্রথমে এই মৌলিক কারণগুলি আমরা পবিত্র কুরআন হইতে উদ্ধৃত করিব:

প্রথম কারণ, শির্ক বা বহুঈশ্বরবাদ। সূরত আল্-আ'রাফে উক্ত হইয়াছে, যাহারা সেই গোবৎসের পূজায় রত হইয়াছে, তাহারা নিশ্চিতরূপে তাহাদের রব্বের ক্রোধ অর্জন করিবে আর পার্থিব-জীবনেও তাহদিগকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।

ان الذين اتخذوا العجل سينا لهم غضب من ربهم وذلة فى الحيوة الدنيا وكذلك نجزى المفترين -

আর দেখ, মিথ্যা সজ্জিত করে যাহারা, এই রূপেই আমরা তাহাদের প্রতিফল দিয়া থাকি,—১৫২ আয়ত।

দ্বিতীয় কারণ, কুফ্‌র বা ধর্মদ্রোহিতা। সূরত-আন্‌নহলে বলা হইয়াছে:—অথচ যাহারা কুফ্‌রের জন্য তাহাদের বুক খুলিয়া দিয়াছে, তাহারা আল্লাহর ক্রোধলাভ করিবেই আর তাহাদের জন্য বিরাট শাস্তি অবধারিত—১০৬ আয়ত।

ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم -

তৃতীয় কারণ, আল্লাহর নিরপরাধ ভক্তবৃন্দকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকরা। আল্লাহ বলেন, যেকেহ কোন বিশ্বাসপরায়ণকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিবে, তাহার প্রতিফল হইতেছে দুযখবাস, তথায় সে চিরবাস করিবে। তাহার উপর আল্লাহর ক্রোধ আর তাঁর অভিসম্পাৎ! তিনি তাহার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন—আন্‌নিসা, ৯৩ আয়ত।

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا اليما -

চতুর্থ কারণ, আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ। হযরত মূসা তাঁহার ভক্তদের বলিয়াছিলেন, তোমরা কি ইচ্ছা করিয়াছ যে, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর গযব অবতীর্ণ হউক আর এইজন্যই কি তোমরা আমার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছ? সূরত তা-হা, ৮৬ আয়ত।

ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدى ؟

পঞ্চম কারণ, যাহা সত্য-সঠিক, তাহা প্রকাশলাভ করা সত্ত্বেও কলহ ও তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া। আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, দেখ, যাহারা আল্লাহ সম্পর্কে অনর্থক কলহ আর বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, অথচ তাহা পূর্বেই সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের এসব তর্ক বিতর্ক তাহাদের প্রভুর নিকট একদম বাতিল, তাহাদের প্রতি গযব আর তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।—আশ্‌-শুরা, ১৬ আয়ত।

والذين يحاجون فى الله من بعدما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد -

২) শওকানী, ফত্‌হুলকদীর (১) ১৪ পৃঃ।

৩) ফত্‌হুলকদীর (১) ১৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ষষ্ঠ কারণ, আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পালাভ করার পর কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে হঠকারিতা ও বিদ্রোহ প্রদর্শন। সূরত তা-হায় আল্লাহ হযরত মূসার অনুসারীদলকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া- দিয়াছিলেন যে, দেখ, আমরা যে বিশুদ্ধ খাদ্য তোমাদের দান করিয়াছি, তোমরা তাহা গ্রহণ কর আর এ বিষয়ে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিওনা। নচেৎ আমার ক্রোধ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইবে আর যাহার প্রতি আমার গযব নামিয়া আসে সে নেস্তনাবুদ হইয়া যায়—৮১ আয়ত।

كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى -

যাল্লীনের তাৎপর্য, "যলালে"র (ضلال) ইস্‌মে ফাএল বহুবচন হইতেছে—যাল্লীন। সঠিক ও সরল পথ হইতে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সামান্য বা অধিক মাত্রায় অপসৃত হওয়াকে "যলাল" বলা হয় ৪। কুর্তবী বলেন, যলালের অর্থ উত্তম তরীকা ও সঠিক পথ হইতে সরিয়া যাওয়া অর্থাৎ সঠিক পথ হারাইয়া ফেলা। "যল্লাল লাবানো ফিল্ মায়ে" বাক্যের অর্থ হইল দুগ্ধ পানিতে অদৃশ্য হইয়াছে। কুরআনে পুনরুত্থান সম্বন্ধে কাফেরদের সন্দেহ এইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাহারা বলে, আমরা মাটিতে মিলাইয়া যাওয়ার পরও কি পুনরায় উত্থিত হইব? অর্থাৎ মৃত্যু দ্বারা যখন আমরা মাটিতে অদৃশ্য এবং স্বয়ং মাটিতে পরিণত হইব ৫? তাজুলউরূসে "যালালে"র অর্থ করা হইয়াছে এমন পথে চলা যাহা ইপ্সীত স্থানে পৌছায়না।

الضلال : العدول عن الطريق المستقيم، الضلال لكل عدول عن المنهج عمدا كان او سهوا يسيرا كان او كثيرا -

هو الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق ومنه ضل اللبن في الماء اى غاب، ومنه اذا ضللنا في الارض اى غبنا بالموت وصرنا ترابا -

সঠিক পথের সন্ধান না পাওয়াকে আর উহার জন্য হয়রানীকেও যলাল বলা হয় আবার বিস্মৃতি, বিভ্রান্তি, বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া হারাইয়া যাওয়া, হারাইয়া ফেলা, অদৃশ্য হওয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া, শয়তান অথবা প্রবৃত্তির প্ররোচনায় ধর্মবিশ্বাস বা আচরণে বিপথগামী হওয়া ইত্যাদি সমুদয় ভাব ও কার্যকে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে "যলাল" বলা হইয়াছে। যলালের আভিধানিক তাৎপর্যের উল্লিখিত ব্যাপকতা নিবন্ধন নবী ও রসূলগণেরও কতক কার্যকে "যলাল" রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। ইস্‌লামের শত্রুদল তাহাদের মূর্খতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নবীগণের 'যলালাত'কে ধর্মভ্রষ্ট ও সত্যপথবিচ্যুতদের 'যলালতে'র শামিল করিতে চাহিয়াছে অথচ ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট আর নবী ও রসূলগণের যলালতের মধ্যে আকাশ পাতালের চাইতেও অধিকতর পার্থক্য ও ব্যবধান বিদ্যমান।

রসূলুল্লাহ (দঃ) নবুওতলাভ করার পূর্ববর্তী যুগে যতদিন পর্যন্ত ঐশী হিদায়ত অবতীর্ণ হয়নাই, সেই যুগে তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসার আকুলিবিকুলি সম্বন্ধে কুরআনে বলা হইয়াছে, আর আল্লাহ আপনাকে পথহারা দেখিতে পাইয়া সঠিক পথের সন্ধান প্রদানকরেননাই কি? সূরত-আয্‌যুহা। রসূলুল্লাহ (দঃ) সম্পর্কিত "যলালতের" উপরিউক্ত তাৎপর্য ছাড়া অন্য কোন অর্থ যে সঠিক নয়, কুরআনের অপরাপর আয়তসমূহ দ্বারা তাহা সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত হয়। হযরত ইউসুফের উৎকৃষ্ট কাহিনীর (احسن القصص) মুখবন্ধে রসূলুল্লাহ (দঃ) কে এই বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, দেখুন হে রসূল, আমরা আপনার কাছে এই কুরআনের যে- প্রত্যাদেশ ওয়াহী করিয়াছি, তাহার মাধ্যমে আপনার নিকট একটি উৎকৃষ্ট কাহিনী বিবৃত করিতেছি, যদিও আপনি ইতিপূর্বে অজ্ঞদলের অন্তরভুক্ত ছিলেন। "গাফিল" শব্দের অভিধানিক অর্থ সম্বিৎহারা, কিন্তু ইউসুফের ইতিহাস আরবের বেদুইন ও কুরাইশদের মত রসূলুল্লাহর (দঃ)ও অজ্ঞাত ছিল বলিয়া হযরতের অজ্ঞতা "গফ্‌লত" রূপে আখ্যাত হইয়াছে। এ স্থলে রসূলুল্লাহর (দঃ) "গফ্‌লতে"র যে অর্থ, সূরত-আয্‌যুহায় কথিত "যালালতে"র তাৎপর্যও ঠিক তাহাই। সূরত আশ্‌শুরায় রসূলুল্লাহর [দঃ] গফ্‌লত

نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين -

৪) রাগিব, ১৯৯ পৃঃ।

৫) ফত্‌হুলকদীর (১) ১৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও যালালতের প্রকৃত তাৎপর্য দ্ব্যর্থহীন ভাবে বিঘোষিত হইয়াছে, আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, দেখুন হে রসূল (দঃ), ঐশী গ্রন্থ কি, আর ঈমান কাহাকে বলে, এসব বিষয় আপনি কিছুই অবগত ছিলেননা। অথচ আমরা এই ঐশীগ্রন্থ আলকুরআনকে মহাজ্যোতিতে পরিণত করিয়াছি, আমরা আমাদের দাসগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকেই এই জ্যোতির সাহায্যে সঠিক পথের সন্ধান দিয়া থাকি আর হে রসূল (দঃ), আপনি বাস্তবিকই সরল ও সঠিক পথেরই সন্ধান দিয়া থাকেন— ৫২ আয়ত।

وما كنت تدرى ماالكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وانك لتهدى الى صراط مستقيم !

অতএব মুর্খ ও ধর্মদ্রোহীরা রসূলুল্লাহ (দঃ) সম্পর্কে কুরআনে 'যালালত' শব্দ দেখিতে পাইয়া হযরতকে পথভ্রষ্ট প্রমাণিত করার যে উৎসব সাজাইতে বসিয়াছিল, স্বয়ং কুরানই তাহাদের সেই উৎসববাসরে আগুন লাগাইয়া উহাকে পোড়াইয়া সারখার করিয়াদিয়াছে। আধ্যাত্মিক ভাবে বিপথগামী হওয়া শুধু রসূলুল্লাহর (দঃ) পক্ষে কেন, কোন নবী ও রসূলের পক্ষেই সম্ভবপর নয়, নবুওতপ্রাপ্তির পূর্বে বা পরে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোন অবস্থাতেই নয়।

বনিইস্রাঈলদের আদি পিতা হযরত ইয়াকুব সম্বন্ধেও কথিত হইয়াছে যে, তাঁর পুত্রেরা হযরত ইয়াকুবকে বলিয়াছিল, আল্লাহর শপথ, আপনি এখনও আপনার পুরাতন বিভ্রান্তিতে পড়িয়া রহিয়াছেন [ইউসুফ]। হযরত ইয়াকুবের তদীয় পুত্র হযরত ইউসুফের প্রতি অত্যধিক বাৎসল্য ও মমত্বকে তাঁহার অন্যান্য পুত্রেরা হযরত ইয়াকুবের "যলালত" বা বিভ্রান্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। হযরত মূসার মুষ্টাঘাতে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের জনৈক ব্যক্তি নিহত হওয়ায় উক্ত কার্যের কৈফিয়ত স্বরূপ হযরত মূসা বলিয়াছিলেন, আমি যখন পথহারা ছিলাম, সেই (অজ্ঞতার) সময়ে আমি এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলাম (আশ্শু-আরা)।

قالوا تالله انك لفى ضلالك القديم

قال فعلتها اذا وانا من الضالين -

মিসরের শাসনকর্তার স্ত্রী হযরত ইউসুফের প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠায় তাহার এই অবস্থা সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল, ইউসুফের প্রেম তাহার অন্তরে গভীর ভাবে অংকিত হইয়াছে, আমরা (মিসরের পৌরমহিলারা) তাহাকে প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে নিপতিত দেখিতে পাইতেছি (ইউসুফ)।

قد شغفها حبا' انا لنراها فى ضلال مبين

কুরআনে বর্ণিত সাক্ষ্যআইনে দুই নারীর সাক্ষ্য একটি পুর্ণ সাক্ষ্য রূপে স্বীকৃত হইয়াছে আর ইহার কারণ স্বরূপ নারীর "যলালত" উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের দুইজনের একজন যদি ভুলিয়া যায়, তাহাহইলে অপরজন তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে (আলবাকারা)। এস্থলে ভুলিয়াযাওয়াকে কুরআনে "যলালত" বলা হইয়াছে। "যলালতে"র উল্লিখিত প্রয়োগগুলি লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হয় যে, সঠিক-পথ হইতে বিচ্যুতি ছাড়াও যলালতের অন্তবিধ বহু অর্থ রহিয়াছে আর ইহাও যুগপৎভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ), হযরত ইয়াকুব, হযরত মূসা আলায়হিমুস্সালাম সম্বন্ধে কুরআনে "যলালে"র যে প্রয়োগ রহিয়াছে, তাহার তাৎপর্য ধর্মপথের বিচ্যুতি নয়, সত্যের সন্ধান ও অজ্ঞতা তাঁহাদের যলালতের অর্থ।

ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى

সূরত-আলফাতিহায় "যাল্লীন" দলের পরিগৃহীত "যলালতে"র যে পথ হইতে রক্ষা পাওয়ার আকুল প্রার্থনা মানবসমাজকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, সেই "যলালতে"র তাৎপর্য বিশ্লেষণ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এসম্পর্কে অগ্রে কুরআনের নির্ধারণগুলি অবগত হওয়া আবশ্যক:

সূরত আন্নিসায় বলা হইয়াছে, দেখ বিশ্বাসপরায়ণতার দাবীদারগণ, তোমরা আল্লাহর প্রতি সত্যকার বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁহার রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফাকে আর তাঁর সেই রসূলের প্রতি যে কুরআন নামক ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যথার্থভাবে মানিয়া লও আর পূর্বেও যে তওরাত

يايها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى انزل من قبل' ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও ইঞ্জীল ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাও আন্তরিক ভাবে স্বীকার কর। দেখ, যেব্যক্তি আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশ্‌তাগণকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে, তাঁর রসূলদিগকে আর পরকালকে অস্বীকার করিবে, সে নিশ্চিন্তরূপে সুদূর বিভ্রান্তির পথে নিপতিত হইয়াছে—আন্‌নিসা, ১৩৬ আয়ত।

উল্লিখিত আয়তে আল্লাহ, রসূল, ফেরেশ্‌তা ঐশী-গ্রন্থ ও পরকালের অস্বীকৃতিকে "যালালাত" বলা হইয়াছে।

উক্ত আয়তের কিছুটা পূর্বে শিরক্ বা বহুঈশ্বরবাদ যালালত বা গোমরাহী রূপে নির্ধারিত হইয়াছে। বলা-হইয়াছে: দেখ, আল্লাহর সঙ্গে কাহাকেও শরীক করিলে সে মহাপাপ আল্লাহ কিছুতেই ক্ষমা করিবেন-না, অপরাপর অপরাধ-গুলি তিনি যাহার জন্য ইচ্ছা করিবেন, তাহাকে ক্ষমাদান করিবেন। দেখ, যেব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শিরকের মহাপাপকে লিপ্ত হইয়াছে সে গোমরাহীর সুদূর পথে বিভ্রান্ত হইয়াছে,—আন্‌নিসা ১১৬ আয়ত।

ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ـ

মানবসমাজের হস্তে জগতস্বামী আল্লাহ যে জীবন-ব্যবস্থা ও আইন অর্পণ করেছেন, তাহা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহী দুর্ধর্ষদের কাছে যাহারা বিচার প্রার্থী হয়, তাহাদের আচরণকেও "যালালত" বলা হইয়াছে। কুরআনে রসূলুল্লাহ (দঃ)কে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, হে রসূল, আপনি কি উহাদের আচরণ লক্ষ্য করিয়াছেন, যাহারা মুখে দাবী করিয়া থাকে যে, আপনার প্রতি যাহা অব-তীর্ণ করা হইয়াছে আর আপনার পূর্বে যাহা অব-তীর্ণ করা হইয়াছিল, সমস্তই তাহারা বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে অথচ বিদ্রোহী তাগুতের নিকট হইতে তাহারা বিচারপ্রার্থী হইতে সমুৎসুক। পক্ষান্তরে তাগুতকে অমান্য করিবার জন্যই প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা আদিষ্ট হইয়াছিল। বস্তুতঃ শয়তান তাহাদিগকে সুদূর বিভ্রান্তির পথে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক —আন্‌নিসা, ৬০ আয়ত।

الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ـ

হযরত মুহাম্মদ মুস্‌তফার (দঃ) নির্দেশে যাহারা আন্তরিকতার সহিত সম্মতি প্রদান করিতে দ্বিধাবোধ করে, কোরআনে তাহারাও পথভ্রষ্ট বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, দেখ, আল্লাহ ও তদীয় রসূল কোন বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিলে কোন মুসলিম নর-নারীর পক্ষে তাহা প্রতি-পালন করা-নাকরা সম্বন্ধে তাহাদের যদৃচ্ছ অধিকার নাই। সমুদয় আদেশই নতশিরে সকলকে মান্য করিতে হইবে আর যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অবাধ্য হইবে তাহারা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে বিপথগামী হইবে,—আল্‌আহযাব, ৩৬ আয়ত।

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ـ

পারলৌকিক জীবনের প্রতি অনাস্থাও বিপথগামী-দের অন্যতম নিদর্শন। সূরত সাবায় কথিত হইয়াছে, যাহারা পারলৌকিক জীবনে আস্থাবান নয়, তাহাদের জন্য সুদূর গোমরাহীর শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে,—৮ আয়ত।

بل الذين لايؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد !

ধর্ম সম্পর্কে অনর্থক বাড়াবাড়ি করাও যালালতের অন্যতম বিশিষ্ট নিদর্শন। খৃষ্টানদিগকে কুরআনে এই বলিয়া সতর্ক করা হইয়াছে যে, দেখ গ্রন্থধারী সমাজ, তোমাদের ধর্মে তোমরা অন্যায় বাড়াবাড়ি করিওনা, আর যে ইহুদীরা তোমা-দের পূর্বে পথভ্রষ্ট হই-য়াছিল, তোমরা তাহা-দের প্রবৃত্তির অনুগামী হইওনা, তাহারা অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করি-য়াছে আর স্বয়ং নিজেরাও সঠিক পথ হইতে বিপথগামী হইয়াছে,—আল্‌মায়েদা, ৭৭ আয়ত।

يااهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ـ

০০ ০০ ০০

সূরত-আল্‌ফাতিহার শেষার্ধে যে ত্রিবিধ পথের সন্ধান প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটি চরমপন্থীদের পথ। এই দুই পথের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একটি পথ ক্রোধভাজনদের আর অন্যটি বিপথগামীদের। এতদুভয়ের মধ্যভাগে অনুগ্রহভাজনদের পথকে "সিরাতে-মুস্তকীম" রূপে আখ্যাত করা হইয়াছে। উম্মতে মুস্-লিমার অপর নাম "উম্মতে ওয়াসতা"। সূরত আলবাকা-রায় কথিত হইয়াছে, وكذلك جعلنا كم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس - দেখ মুসলিম সমাজ, আমরা এই ভাবে তোমা-দিগকে এক মধ্যবর্তী জাতিরূপে উত্থিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানবজাতির সাক্ষ্যদাতায় পরিণত হইতে পার,—১৪৩ আয়ত।

যে বস্তুর উভয় দিক সরল ও সমান, وسط الشئ مالـه طرفان متساويا - আকারে ও পরিমাণে, তাহাকে "ওয়াসত" বলা হয়। কোন এক দিকে ঝুঁকিয়া না পড়িয়া বাড়াবাড়ি হইতে সুরক্ষিত থাকার অবস্থা ওয়াসত রূপে কথিত হইয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, পৃথিবীর সমুদয় পাপ ও অনাচারের মৌলিক কারণ একমাত্র বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বাড়াবাড়ির পরিণতি স্বরূপ এক দিকে যেমন অস্বী-কৃতি, বিদ্বেষ ও ক্রোধের উদ্ভব ঘটে, তেমনি অপর দিকে অন্ধভক্তি, অজ্ঞতা, গোঁড়ামি ও হীনমন্যতার বিকাশ সাধিত হয়। অনুরাগ ও বিরাগ উভয় গুণ স্বভাবদত্ত। যথাযথ ভাবে স্থান ও পরিমাণের তারতম্য অনুসারে উভয়-বিধ গুণের চর্চা ও সদ্ব্যবহার মনুষ্যত্বের উৎকর্ষসাধনের পক্ষে সহায়ক হয়, কিন্তু উহাদের অপপ্রয়োগ আর অমিত আচরণ ব্যক্তি ও সমষ্টির পক্ষে মহাঅনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

'মগ্‌যুব' আর 'যাল্লীন' উভয় দলের অপরাধ আর নৃশংসতা কুরআনে বর্ণিত নিদর্শন ও লক্ষণ অনুসারে সাধারণ দৃষ্টিতে অভিন্ন বলিয়া অনুমিত হইলেও সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিলে উভয় দলের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। ক্রোধভাজন জাতিসমূহ সত্যের সন্ধানলাভ করা সত্ত্বেও নীচাশয়তার বশবর্তী হইয়া তাহারা হামেশা উহাকে অবজ্ঞা ও পদদলিত করিয়াছে। কিন্তু পথভ্রষ্টের দল সত্যকে পদদলিত করার পরিবর্তে উহার প্রকৃতস্বরূপ হয় তাহারা চিনিতে পারেনাই, নয় বিকৃত আকারে তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছে। ফলতঃ সন্দেহ বনাম অস্বীকৃতি যেরূপ মগ্‌যুবদের ভূষণ, তেমনি প্রবৃত্তির অনুসরণ যাল্লীনগণের বিশিষ্ট আচরণ।

সূরত আলহজ্জে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত জাতি-বর্গের একটি ক্ষুদ্র তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) কে আল্লাহ সান্ত্বনা দান করিয়া বলিয়াছেন, দেখুন হে রসূল, মক্কাবাসীরা যদি আপনার বাণীকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, তাহাহইলে শুনুন, ইহা অভিনব ব্যাপার নয়। তাহা-দের পূর্বে নূহ, আদ ও সমুদের স্বগোত্রেরা আর ইব্‌রাহীমের জাতি ও লূতের জ্ঞাতি আর মদ-য়নের অধিবাসী সকলেই তাহাদের নবীদিগকে মিথ্যুক বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিল, মূসাকেও তাহার জাতি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছিল। আমরা বিদ্রোহীদিগকে প্রথমে মুহলৎ দিয়াছিলাম, অতঃ-পর তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম, তখন আমার শাস্তি কেমন ভয়াবহ আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল! তাহাদের অত্যাচারের দরুণ কতইনা জনপদ আমরা বিধ্বস্ত করিয়াছি, তাহাদের বাসভবনের ছাতগুলি আজও অধঃমুখে পড়িয়া আছে, কতইনা কূপ পরিত্যক্ত হইয়া রহিয়াছে, কতইনা প্রাসাদ জনমানবশূন্যে পরিণত হই-য়াছে—৪২—৪৫ আয়াত।

وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نـوح وعاد وثـمود وقوم ابـراهيم وقـوم لـوط' واصـحاب مدين' وكـذب موسـى فامليت للكافـرين ثـم اخذتهم فكيف كان نكير ؟ فـكاين من قرية اهلكناها وهـى ظالمـة فـهى خاويـة على عروشها وبئر معطلـة وقصر مشيد -

হযরত নূহের গোষ্ঠি, কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অভিশপ্ত জাতির যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে হযরত নূহের গোষ্ঠির সর্বপ্রথম উল্লেখ রহিয়াছে। হযরত নূহ যে সমাজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহারাই দুনিয়ায় সর্বপ্রথম প্রতিমাপূজার পত্তন করিয়াছিল। তাহাদের উপাস্য বিগ্রহগুলির মধ্যে ওয়াদ, সুওয়া, ইয়া-গুস, ইয়াউক আর নস্‌রের নাম কুরআনেই উল্লিখিত আছে [সূরত নূহ : ২৩ আয়ত]। শায়খুলইসলাম ইবনে-তয়মিয়া ইমাম ইবনেজরীর তাবারী প্রমুখ বিদ্বানগণের

www.ahlehadeethbd.org

সাক্ষ্য উধৃত করিয়াছেন যে, উপরিউক্ত ঠাকুরগুলি হযরত আদম ও হযরত নূহের মধ্যবর্তী যুগের সাধুপুরুষগণের নাম। তাঁহাদের মৃত্যুর পর ভক্তের দল প্রথমে তাঁহাদের কবরের পূজায় আত্মনিয়োগ করে। পরে ইবাদতে অধিকতর একাগ্রতা লাভ করার মানসে ভক্তবৃন্দ ওসীলা স্বরূপ তাহাদের প্রতিমূর্তি বানায়। পরবর্তী বংশধরদের শয়তান বুঝাইয়া দেয় যে, এই প্রতিমাগুলিই তাহাদের পূর্বপুরুষদের উপাস্য ছিল আর উহাদের কাছেই তাহারা বৃষ্টি যাচ্ঞা করিত। কতাদা প্রভৃতি বলেন যে, পরবর্তী যুগে এই প্রতিমাগুলি আরবে নীত হইয়াছিল[১]।

তওরাতের বর্ণনামত হযরত আদমের মৃত্যুর ১০২৬ বৎসর পর হযরত নূহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইব্‌নে-আসাকির বলেন, উল্লিখিত প্রতিমাগুলি সমস্তই আদমের পুত্রগণের নাম। তাঁহাদের মধ্যে ইয়াগুস ছিলেন সর্ব-জ্যেষ্ঠ। হাফিয ইব্‌নেকসীর কতিপয় বিদ্বানের উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, হযরত নূহ পাক ভারত উপমহাদেশের অধিবাসী ছিলেন আর এই দেশেই জননী হাউওয়ার চুল্লীতে মহাপ্লাবনের সূচনা হইয়াছিল[২]।

আদমের বংশধরদের মধ্যে শির্কের মহাপাপ বিস্তার লাভ করার ফলে হযরত নূহকে উত্থিত করা হইয়াছিল। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ সূরত হূদ ও সূরত নূহে হযরত নূহের আবির্ভাব, তদীয় গোত্রকে সরল ও সঠিক পথে আহ্বান, তাহাদের অবজ্ঞা, অহংকার ও অস্বীকৃতি আর সর্বশেষে তাহাদের আল্লাহর গযবে পতিত হইবার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে শুধু সূরত নূহে উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণটি উধৃত করিয়া দিতেছি। আল্লাহ বলেন,

انا ارسلنا نوحا الى قومه
ان انذر قومك من
قبلك ان ياتيهم عذاب
اليم - قال ياقوم انى
لكم نذير مبين ان
اعبدوا الله واتقوه واطيعون'
يغفر لكم من ذنوبكم
ويوخركم الى اجل مسمى'
ان اجل الله اذا جاء لايوخر'
لوكنتم تعلمون ! قال رب
انى دعوت قومى ليلا
ونهارا' فلم يزدهم
دعاءى الا فرارا وانى
كلما دعوتهم لتغفرلهم
جعلوا اصابعهم فى آذانهم
واستغشوا ثيابهم واصروا
واستكبروا استكبارا' ثم
انى دعوتهم جهارا' ثم
انى اعلنت لهم واسررت
لهم اسرارا -

আমরা নূহকে তাহার গোষ্ঠির কাছে প্রেরণ করিলাম যে, তাহাদের প্রতি বেদনাদায়ক শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি তোমার গোত্রকে সাবধান করিয়া দাও! তখন আল্লাহর আদেশক্রমে নূহ বলিলেন, ওহে আমার স্বগোত্ররা, আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ্য সতর্ককারীরূপে আগমন করিয়াছি। দেখ, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও উপাসনা কর, শুধু তাঁহাকেই ভয় করিয়া চল আর আমার অবলম্বিত পথে তোমরা আমার অনুসরণ কর। দেখ, তোমরা যদি আমার কথা মান্য কর, তাহাহইলে তোমাদের যাবতীয় অপরাধ আল্লাহ মার্জনা করিবেন, তোমাদের চরম মূহূর্তকে বিলম্বিত করিবেন অথচ অবধারিত মুহূর্ত যদি আসিয়া পড়ে তাহাহইলে আর মুহলৎ দেওয়া হইবেনা। দেখ, তোমরা আমার কথা বুঝিতে চেষ্টা কর!

কুরআনেপাকের বর্ণনা মত হযরত নূহ তাঁহার সাড়ে-নয়শত বৎসর জীবনের বহুলাংশ তাঁহার স্বগোত্রকে বহু ঈশ্বরবাদের মহাপাপ পরিহার করিয়া আল্লাহর পথে প্রত্যাগমন করার আহ্বান জানাইতে থাকেন কিন্তু তাহার ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কেহই তাঁহার আহ্বানে কর্ণপাত করেনাই। তখন নিরুপায় হইয়া হযরত নূহ আল্লাহর কাছে আবেদন করিলেন।

তিনি বলিলেন, প্রভুহে, আমি আমার গোষ্ঠিকে দিবস যামিনী আপনার পথে আহ্বান করিলাম, কিন্তু আমার ডাকে সাড়া দেওয়া দূরেথাক, তাহারা আমার নিকট হইতে পলায়ন করিল। যখনই আমি তাহাদিগকে আপনার ক্ষমালাভের জন্য আহ্বান করিলাম, তাহারা কানে আঙ্গুল দিয়া তাহাদের দেহে কাপড় মুড়ি দিতে লাগিল। তাহারা যিদ করিয়া বসিল আর দম্ভভরে সরিয়া গেল। অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে আহ্বান করিলাম, সমস্ত বিষয় খোলাখুলি ভাবে বুঝাইলাম, সঙ্গোপনেও তাহাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করিলাম,—৯—১০ আয়াত।

১) সিরাতিমুস্‌তকীম, ১৬০ পৃঃ।

২) তাবাকাতে ইবনেসঅদ [১] ১ম প্র; ১২পৃঃ; ইবনেজরীর [১] ৯৪পৃঃ; তুহ্‌ফেয়ে নব্‌রে [১] ৬১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া হযরত নূহ তারস্বরে যে মহবাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার শেষ পরিণতি দাঁড়াইয়াছিল কি ভাবে? নূহের গোষ্ঠির মোড়লরাও পাল্টা প্রোপাগাণ্ডা শুরু করিয়া দিল, তাহারা সকলকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া বেড়াইতে লাগিল, দেখ, সাবধান! তোমরা তোমাদের ঠাকুর-দেবতাদের কিছুতেই পরিহার করিওনা। وقالوا لاتذرن الهتكم ولاتذرن ودا ولا سواعا ولايغوث ويعوق ونسرا - তোমরা তোমাদের উপাস্যদেব ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকে ছাড়িওনা। পক্ষান্তরে হযরত নূহের কাছে আসিয়া স্পর্ধাভরে তাহারা তাঁহাকে চ্যালেঞ্জ করিল, ওহে নূহ, তুমি আমাদের সহিত কলহ করিয়াছ আর তোমার কলহ সীমালংঘন করিয়া গিয়াছে। এখন কলহ শেষ কর আর তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহাহইলে যে শাস্তির তুমি আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ, তাহা লইয়া-আইস,—হুদ, ৩২ আয়ত। يانوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين হযরত নূহের সহচর-দিগকে তাহারা ছোট-লোক বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল, هم اراذلنا بادى الرى নিজেদের মাতব্বরীর অহংকারে হযরত নূহ আর তার অনুগামীগণকে তাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রচার করিল। بل نظنكم كاذبين

ইহার পর আল্লাহর রুদ্র শাস্তি মহাপ্লাবনের আকারে নামিয়া আসিল। এই মহাপ্লাবনে হযরত নূহের মুষ্টিমেয় ন্যূনাধিক ৪০ জন সহচর, যাঁহারা তাঁহার নৌকায় সহযাত্রী হইয়াছিলেন, তাঁহারা ছাড়া গোটা জাতি ডুবিয়া-মরিল। নূহের মুক্তিতরি যে পর্বতশৃঙ্গে গিয়া থামিয়াছিল, কুরআনে তাহাকে জুদী বলা হইয়াছে। বাইবেলে ইহাকে আরারাত (Ararat) পর্বতমালার অন্যতম শৃঙ্গ বলা হইয়াছে। মুসলিম ভৌগলিকরা আরারাতকে দজ্‌লা ও ফুরাতের একটি দ্বীপ বলিয়া থাকেন, ইহা দিয়ারে বকর হইতে বাগদাদ পর্যন্ত প্রসারিত।

মহাপ্লাবনের ভয়াবহ ব্যাপার দুনিয়াজোড়া সংঘটিত হইয়াছিল, না কোন নির্দিষ্ট ভূভাগে, এসম্বন্ধে বিদ্বানগণের মতভেদ রহিয়াছে। কুরআন, বাইবেল ও হিন্দু-সাহিত্যে এই মহাপ্লাবনের উল্লেখ রহিয়াছে। কোন-কোন বিদ্বান হযরত নূহকে হিন্দু ইতিহাসে উল্লিখিত ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু সাব্যস্ত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু মুশকিল এইযে, পৌরাণিক গ্রন্থে চতুর্দশ জন মনু নিরূপিত হইয়াছেন। কেহকেহ অনুমান করেন, তখন আদমসন্তান-গণের সংখ্যা অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল আর হযরত নূহ যে ভূখণ্ডে বাস করিতেন তাহার পরিমাণ ফল ছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার কিলোমিটার স্কোয়ার মাত্র। আর প্লাবন আসিয়াছিল এই ভূখণ্ডে। ভূতত্ত্ববিদরা বলেন, পৃথিবীজোড়া মহাপ্লাবন ঘটিলে পৃথিবীস্থ বিভিন্ন পর্বতশিখরে তাহার চিহ্ন পাওয়া যাইত। জীববিদ্যার মহারথিরা বলেন, দজ্‌লা ও ফুরাতের মধ্যবর্তী দ্বীপ (জযীরা) ছাড়াও বহু পর্বত-শিখরে এরূপ জীবের কংকাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, যেগুলি এরূপ জলজন্তুর, যাহাদের স্থলভাগে জীবিত থাকার কোন উপায় ছিলনা, কোন অস্বাভাবিক দুর্ঘটনার ফলেই এই সকল প্রাণী পর্বতে উত্থিত হইয়াছিল। এচ, জি, ওয়েল্‌স তাঁহার ইতিহাসের পরিলেখে অনুমান করিয়াছেন, যীশু-খৃষ্টের আনুমানিক ১০ হাজার বৎসর পূর্বে ভূমধ্যসাগর মানব অধ্যুষিত ভূভাগ ছিল। আটলান্টিক মহাসাগরের প্লাবনে ভূমধ্য প্রদেশ সাগরে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে তিনি পৃথিবীর অদ্বিতীয় ঘটনারূপে অভিহিত করিয়াছেন।[১] দজ্‌লা ও ফুরাতের সহিত ভূমধ্যসাগরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। নূহের গোষ্ঠিকে বিধ্বস্ত করার জন্য আল্লাহর ভয়াবহ দণ্ড আটলান্টিকের প্লাবনরূপে যে আত্মপ্রকাশ করেনাই, সে-কথা কে বলিবে? অবশ্য এসমস্ত অনুমান মাত্র! কোর-আনেপাকে ও বিশুদ্ধ সুন্নতে কেবল এই টুকুই উল্লিখিত আছে যে, শির্‌ক, কুফ্‌র, দাম্ভিকতা ও আল্লাহর রসূল(দঃ)কে অস্বীকার করার শাস্তিস্বরূপ নূহের তুফান আল্লাহর গযবরূপে নামিয়া আসিয়াছিল।

১ H. G. Well's outline of History Ch. 9. P.P. 113.

www.ahlehadeethbd.org

স্পেনের একজন বিপ্লবী চিন্তানায়ক

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ

সুন্নী মতাবলম্বীদের মধ্যে পাঁচটি দল সমধিক প্রসিদ্ধ যথা হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী ও যাহেরী। হিজরী সনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে ইসলাম জগতে এমন আর বহু ইমামের আবির্ভাব হয় যাঁরা এক একটি নূতন মযহাবের প্রবর্তন করেন। এঁদের মধ্যে সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আওযায়ী ইমাম ইবনেজরীর তবরী প্রমুখের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। অনুকুল আবহাওয়া ও পরিবেশের অভাবে এঁদের প্রবর্তিত মযহবগুলি পরবর্তীকালে শুধু গ্রন্থের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

সুন্নী মতাবলম্বীদের সকলেই একবাক্যে শরীয়তের দৈনন্দিন সীমাহীন সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে কোরান, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস—এই চারিটিকে মূল উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই চারটি মূল উপকরণের মধ্যে কিয়াসের গুরুত্ব অসামান্য হলেও কিয়াস কোন স্বতন্ত্র উপকরণ বলে গৃহীত হয়নি। কিয়াসের অর্থ হল এই যে, শরীয়তে যদি এমন কোন নূতন সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধান কোরান, হাদীস অথবা ইজমায় না থাকলেও অনুরূপ সমস্যার সমাধান উপকরণত্রয়ের কোন একটিতে আছে, তাহলে অনুরূপ সমস্যা সম্বন্ধে আদেশ বা নিষেধের যে হুকুম বিদ্যমান আছে ঠিক তাই উদ্ভূত সমস্যার প্রতি আরোপ করা।

সুন্নী মতাবলম্বীদের প্রচলিত পাঁচটি মযহাবের অনুসারীগণ দু' ভাগে বিভক্ত হয়েছেন। যথা :— আহলেহাদীস ও আহলে রায়।

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, আহলেহাদীসরা তাঁদের শরীয়ত সংক্রান্ত সমস্যাবলির সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র হাদীস ও কোরান থেকে গ্রহণ করে থাকেন। কিয়াস বা যুক্তির অবতারণা তাঁরা করেননা। আর আহ্‌লেরায় এরূপ দলকে বলা হয় যাঁরা তাঁদের অনুরূপ সিদ্ধান্তে কিয়াস ও যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু আহ্‌লেহাদীস ও আহ্‌লেরায়ের মধ্যে এ পার্থক্য ঠিক নয়। কারণ যুক্তি, কিয়াস ও দেশাচারের (عرف) আহ্‌লেহাদীসরাও যে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন তার ভুরিভুরি নযীর দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

পাক-ভারতের খ্যাতনামা পণ্ডিত মওলানা শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী তাঁর "হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা" নামক বিশিষ্ট গ্রন্থে আহলেহাদীস ও আহলেরায়ের মধ্যে যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করেছেন তা' বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন :—

ইমামগণ স্ব স্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য দু'টী বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। একদল কোরান, হাদীস ও ইজমার যাবতীয় আহকামকে চোখের সামনে রেখে ওর মধ্য থেকে বিবেক সম্মত কতকগুলি "অছুল" (Cardinal principles) তৈরী করে নিয়েছেন। তারপর যে কোন নূতন সমস্যা তাঁদের সামনে উপস্থিত হয়েছে তাঁরা ঐ সব অছুলের সাহায্যে তার সমাধান করেছেন। অছুল নির্দ্ধারিত হওয়ার পর যদি কোন হাদিস অছুলের খেলাফ উপস্থিত হয়েছে তবে তাঁরা তাঁদের অছুলকে বহাল রাখার জন্য উক্ত হাদীসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেননি। আর দ্বিতীয় দলটী এমন কোন অছুল নির্দ্ধারিত করেননি। বরং প্রত্যেকটী হুকুম আর প্রত্যেকটী হাদীসকে তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে বিচার করেছেন। প্রথম দলটিকে আহলেরায় ও দ্বিতীয় দলটিকে আহলেহাদীস বলা হয়। ইমাম মালিক ইমাম আবুহানিফা এমন কি ইমাম শাফেয়ী আহলেরায় শ্রেণীভুক্ত আর ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমীযী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল প্রমুখ বিদ্বানগণ আহলেহাদীস। ¶

¶ ইয়াহ্‌য়া বিনে সঈদুল কাত্তান আর ইয়াহ্‌য়া বিনে মুঈন ইমাম মালিককে হাদীসের আমীরুল মু'মিনীন বলিয়াছেন। মুসাফ্‌ফা শরহে মুওয়াত্তা (শাহ ওলীউল্লাহ) ৫ পৃঃ।

শায়খুলইসলাম ইবনেতায়মিয়া লিখিয়াছেন, ইমাম শাফেয়ী আহ্‌লেহাদীস মযহবের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নিজের অনুসরণকল্পে উক্ত মযহব বাছিয়া লইয়াছিলেন—মিন্‌হাজুস্‌সুন্নাহ (৪) ১৪৩ পৃঃ।

৩৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পুনশ্চঃ ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে আমরা আর একটা বড় রকমের প্রভেদ দেখ্‌তে পাই, তা' হল এই যে, ইমাম মালিক ও ইমাম আবুহানিফা ছিলেন "আসারী" আর ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ছিলেন "আখবারী"। কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলি। হিজরী সনের দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত আলেমগণ রেওয়ায়তের সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন মুসলমানগণের আমলকেও দলীল স্বরূপ গ্রহণ করতেন। কারণ এ সময় পর্যন্ত রসূলুল্লাহর পুত-পবিত্র সহচরগণের জীবনালোকে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন যেসব পুণ্যাত্মা, তাঁদের অধিকাংশই জীবিত ছিলেন এবং রসূলুল্লাহর ও তদীয় সাহাবাগণের শিক্ষা ও নমুনা মুসলমানগণের দৈনন্দিন জীবনে অক্ষত অবস্থায় প্রতিফলিত হচ্ছিল। বহিরাগত মুসলমানদের জীবনধারা ও আচার পদ্ধতির দ্বারা সে আদর্শ ক্ষত বিক্ষত হয়নি। তাই আমরা দেখতে পাই ইমাম মালিক স্বীয় মযহাবের স্তম্ভ স্বরূপ এ "অছুল" নির্ধারিত করেছিলেন যে, عمل اهل المدينة حجة অর্থাৎ মদীনাবাসীদের আমল দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হবে। ইমাম মালিক ও ইমাম আবুহানিফা স্বীয় যুগের মুসলমানদের আমলকে রেওয়ায়তের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দান করেছেন।

এর পূর্ণ এক *generation* (পুরুষ) পর ইমাম শাফেয়ীর আবির্ভাব হয় এবং আরও এক *generation* (পুরুষ) পর আবির্ভাব হয় ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের। এযুগে মুসলমানদের দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতিতে বিভিন্ন তহযীব ও তমদ্দুনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আব্বাসীয় খেলাফতের যুগে ইস্‌লাম জগতে বিভিন্ন জাতির অবস্থান, নানাবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুবাদ, চিন্তা জগতের বল্‌গাহীন স্বাধীনতা এবং সর্বোপরী ধর্মদ্রোহীদের উত্থান মুসলমানদের শরীয়তী জিন্দিগীকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। তাই ইমাম শাফেয়ী তদানীন্তন মুসলমানদের আমলকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, রসূলুল্লাহর "কওল" ও আমলের বিদ্যমানতায় কাহারও "কওল" বা আমলের কোনই মূল্য নেই। ইমাম শাফেয়ী ইস্‌লাম জগতে সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি হাদিস শাস্ত্রে মরফু, মুসলসলকে,, মওকুফ, মুনকাতা ও মুরছাল ইত্যাদির তুলনায় অগ্রগণ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন, অন্যথায় তাঁর পূর্বে সর্বপ্রকার হাদীসকে একই পর্যায়ে বিবেচনা করা হ'ত।

উল্লিখিত আলোচনাদ্বারা একথা পরিষ্কার ভাবে বোঝা গেল যে, ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম মালিক ও ইমাম আবুহানিফা সাহাবা ও তাবেয়ীগণের কওল ও আমলকে দলীল বলে গ্রহণ করতেন তাই এঁদেরকে "আসারী" বলা হয়। "আসার" শব্দটির অর্থ হল সাহাবা এবং তাবেয়ীগণের কওল ও আমল। আর ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল শুধু রেওয়ায়তকে দলীল বলে গ্রহণ করতেন তাই তাঁদেরকে "আখবারী" বলা হয়, এস্থলে "আখবার" শব্দটী রসূলুল্লাহর হাদিস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম চতুষ্টয়ের পর ২০২ হিজরীতে কুফা নগরীতে আর একজন খ্যাতনামা ইমামের অভ্যুদয় হয়। ইনি হলেন ইস্‌হাক বিন রাহওয়ায়ের শিষ্য ইমাম আবুসুলায়মন দাউদ বিনে আলী যাহেরী। ইনি ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বিন হাম্বলের চেয়ে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে ঘোষণা করলেন যে, শরীয়তের মূল উপকরণ হল মাত্র তিনটী—কোরান, হাদিস ও ইজমা। কিয়াস ও ইজ্‌তেহাদের ধর্মীয় মূল্য কিছুই নেই। শরীয়তে যদি এমন কোন সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধান কোরান, হাদীস বা ইজমায় নেই তা' আইনতঃ সিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে কারণ এ'মূলনীতি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে যে প্রত্যেক জিনিষই মূলতঃ বিধি-সম্মত (اصل الاشياء الاباحة), যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়ত

---

৩৩৭ পৃষ্ঠার পর

ইমাম আহমদ বিনে হাম্বাল বলিয়াছেন, পৃথিবীতে এমন কোন আহ্‌লেহাদীস নাই যে দোওয়াত কলম স্পর্শ করিয়াছে অথচ তাহার স্কন্ধে ইমাম শাফেয়ীর অনুগ্রহ নাই। ইমাম যা'ফরানী বলেন, আহ্‌লেহাদীসগণ নিদ্রিত ছিলেন, ইমাম শাফেয়ী তাঁহাদিগকে জাগাইয়া দিয়াছিলেন। ফলকথা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ীর নাম আহ্‌লেহাদীস বিদ্বানগণের তালিকার বহির্ভূত বিবেচনা করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বরং অসুলেদ্বীনের দিক দিয়া আহ্‌লেহাদীসদের সহিত ইমাম আবুহানীফার শুধু একটি মস্‌আলা ছাড়া কোন বিরোধ নাই। আর যে মস্‌আলায় বিরোধ ঘটিয়াছে আমার বিবেচনায় তাহা শাব্দিক কলহ মাত্র। ইমাম আবুহানীফাও যে আহ্‌লেহাদীসগণের ইমাম, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। অবশ্য সমস্যাবলীর সমাধান ও কোন সিদ্ধান্তের গ্রহণ ও বর্জন সম্বন্ধে সমুদয় আহ্‌লেহাদীস অভিন্ন নিয়মের অনুসারী ছিলেননা। —আরাফাত সম্পাদক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তার অবৈধতা সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট ফরমান জারী না করে। অতএব যেসব জিনিষের উপরে শরীয়তের কোন নির্দিষ্ট বিধি নিষেধ আরোপিত হয়নি সেসব আইনতঃ বৈধ ও হালাল বলে বিবেচিত হবে।

ইমাম দাউদের এ' মতবাদ কম প্রসার লাভ করেনি, হিজরী সনের চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সুদূর সিন্ধু প্রদেশেও তাঁর অনুসারীগণের সংখ্যা কিছু নগণ্য ছিলনা। (১) পক্ষান্তরে ইস্‌লাম জগতের অপর প্রান্ত আন্দালুসিয়ায় তাঁর ভক্ত ও অনুরক্তের সংখ্যা ছিল অনুন। এখানেই যাহেরী মযহবের আলেম কুলমণি, ইসলাম জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্বাধীন চিন্তানায়ক ইবনে হযম যাহেরী জন্মগ্রহণ করেন। আন্দালুসিয়ার উজির বংশোদ্ভূত ইবনে হয্‌ম নিজেও জীবনের প্রথম দিকে মন্ত্রীত্বের গদীতে সমাসীন হন। হাদীস, রিজাল, কালাম ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আল ফিসাল ফিল মিলাল ওয়ান্নাহল" হাতে তুলে ধরলে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে চমৎকৃত হতে হয়। এ বই খানায় তিনি তদানীন্তন দুনয়ায় প্রচলিত প্রায় সব ধর্ম, মযহাব ও মতবাদের আলোচনা করেছেন এবং প্রত্যেকের মূলনীতি ও আদর্শগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। শুধু তাই নয়, খোদ মুসলমানদের ভিতরে তখন পর্যন্ত যেসব দল ও উপদল সৃষ্টি হয়েছিল যেমন শিয়া, সুন্নী আশয়ারী মু'তাযেলী, কাদ্‌রী, জাবরী, খারেজী ইত্যাদি ইত্যাদি, ইবনে হয্‌ম তাঁদের মতবাদের মূলনীতিগুলি আলোচনা করেছেন। তাঁর এ'বইয়ে আলোচনার পদ্ধতি হল এই যে, প্রথমতঃ তিনি কোন একটি ধর্ম, মযহব বা মতবাদের উল্লেখ করে তার স্বপক্ষে যেসব যুক্তির অবতারণা করা হয় তা' এক এক করে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি সেসব যুক্তির অসারতা প্রমাণের জন্য একটির পর আর একটির আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এভাবে সমস্ত ধর্ম মযহব ও মতবাদের আলোচনা করে তিনি যুক্তি দ্বারা আহ্‌লেসুন্নত-অলজামাতের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেছেন।

পূর্বেই বলেছি যে, ইমাম ইবনে হয্‌ম তাঁর চিন্তা ধারায় ছিলেন অতি মাত্রায় স্বাধীন। কোরআন ও সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কাহারও মতের তিনি মোটেই পরওয়া করতেননা। বড় বড় ইমাম এমন কি অনেক ক্ষেত্রে সাহাবাগণের মতামতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। দলীল ও প্রমাণাদির দ্বারা তিনি যে সত্য উপলব্ধি করতে পারতেন তা' প্রকাশ করতে তিনি দুনয়ার কোন শক্তিকেই পরওয়া করতেন না। সর্বসাধারণের ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করে মতামত প্রকাশ করতে তিনি কোনদিন সুবিধাবাদিতা, স্বার্থপরতা (مصلحت وقت) কিংবা জনসাধারণের ভাবপ্রবনতার তওয়াক্কা করেননি। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী দেখলে মনে হয় যে, তাঁর লিখনী যেন একখানা উলঙ্গ তরবারী যা অগ্র, পশ্চাৎ, ডান ও বামে নির্বিচারে অবিরাম কেটে চলেছে সকলের গর্দান। তাই কৌতুক প্রিয়রা বলে থাকেন, "ইউসুফ বিন হাজ্জাজের তরবারী ও ইবনে-হয্‌মের কলম সহোদর ভাই"।

ইসলাম জগতের চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয় ও চির-অনুকরণীয় ইমাম ও সাহাবাগণের বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য এবং জনসাধারণের ভাবপ্রণয়তার প্রতি লক্ষ্য না করেই তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ অবশেষে ইবনে হয্‌মের নির্বাসনের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নির্বাসনে অতিবাহিত হয় এবং তিনি একস্থান হতে অন্যস্থানে যাযাবরের ন্যায় ফিরতে থাকেন। তাঁর নির্ভিক লিখনীর প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য তদানীন্তন কোন গবর্ণমেণ্টই তাঁকে স্থান দিতে স্বীকার করেননি। অবশেষে হিজরী সনের ৪৫৬ সালে নির্বাসন অবস্থায় ইসলামজগতের এই স্বাধীন ও নির্ভিক চিন্তানায়ক চিরনিদ্রায় শায়িত হন। দ্বীনী এলমের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অগণিত দান রয়েছে। তবে কালাম শাস্ত্রে "মিলাল ওয়ান্নাহ্‌ল" অছুলশাস্ত্রে "ইহকাম" এবং ফেকা শাস্ত্রে "মহল্লা"—তিনখানি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান নিবন্ধে আমরা তাঁর মহল্লা সম্বন্ধে দু'চারটা কথা আলোচনা করব মাত্র।

মহল্লা ১৩ খণ্ডে বিভক্ত। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২৮—২৯ সালে মিসরের মনিরিয়া পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। মিসরের ধর্ম সংক্রান্ত আদালতের কাযী আহমদ মুহম্মদ শাকের বইখানা এডিট্ করেছেন। এই বইখানার মধ্যে যতগুলি হাদীসের উল্লেখ

(১) সঙ্কর নাম ই-বাশ্‌শারী মাকদিসী।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হয়েছে তার প্রত্যেকটীর "তখ্রীজ"—হাদীসগ্রন্থের কোন্টীর কত পৃষ্ঠায় তার উল্লেখ রয়েছে ইত্যাদির বরাত সাহাবা, তাবেয়ী এবং অন্যান্য রাবীদের অবস্থার আলোচনা এবং উহার সূত্র, কঠিন শব্দাবলীর ব্যাখ্যা এবং সর্বোপরি ইমাম ইব্নে তায়মিয়ার কটাক্ষগুলির উত্তর প্রদান ইত্যাদি কাযী সাহেবের এডিটের বিষয়বস্তু। আমাদের যতদূর জানা আছে মিসরে ইতিপূর্বে এত সুন্দর এডিট সহকারে আর কোন বই প্রকাশিত হয়নি। *

(ক্রমশঃ)

* মযহবসমূহের পরিচয় ও বিভাগ সম্পর্কে প্রবন্ধকার যেসব কথা লিখিয়াছেন, সেগুলি আরও স্পষ্টতর হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে সাহাবাগণের যুগ হইতেই রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর বৈষম্য ও মতবাদের চুলচেরা পার্থক্য লইয়া মুসলমানদের মধ্যে নাসেবী, রাফেযী, মুর্জিয়া, জহমিয়া, কদরীয়া, জবরীয়া, মুশাব্বিহা ও মুতাযিলা প্রভৃতি বহুসংখ্যক ফির্কার উদ্ভব ঘটে। এই ফির্কাগুলি পরস্পরের সহিত সর্বপ্রকার বিরোধিতায় প্রবৃত্ত থাকিলেও একটি বিষয়ে তাহারা সকলেই একমত হইয়াছিল। সাহাবীগণের মাধ্যমেই রসূলুল্লাহর হাদীস ও সুন্নতের সহিত তাবেয়ী ও তবএ-তাবেয়ীগণ পরিচিত হইয়াছিলেন এবং সাহাবীগণের কোন দলই উল্লিখিত নবাবিষ্কৃত ফির্কাগুলির বিষনজর হইতে পরিত্রাণ পায়নাই। হযরত আলীর তথাকথিত ভক্তের দল হযরত আবুবকর ও হযরত উমর হইতে আরম্ভ করিয়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত সমুদয় সাহাবীকে মহাপাপী এমনকি নারকী ও কাফির বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতনা। ইহাদের মুকাবেলায় নাসেবীরা হযরত আলী ও হাসনায়েনের তকফীর করিতে আর ইয়াযীদকে মহাপুরুষের আসন দিতে লজ্জাবোধ করিতনা। "তক্ফীরে মুসলিমীনে"র এই মরুভূমিতে মুর্জিয়ারা নূতন আশার যে মরুদ্যান রচনা করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহার ফলে "ঈমানে"র সহিত "আমল" অর্থাৎ ভক্তিযোগের সহিত কর্মযোগের সূত্র ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই সন্ধিক্ষণে বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম হাসান বসরীর ছাত্র ওয়াসিল বিনে আতা তদীয় উস্তায এবং অন্যান্য বিদ্বানগণের বিরুদ্ধে ইতিযালের পতাকা উত্তোলিত করেন। ইতিযালের গোড়াপত্তন যেভাবেই হউক না কেন, উত্তরকালে তথাকথিত যুক্তিবাদের দুর্গ রসূলুল্লাহর পবিত্র হাদীসের দুর্দম আক্রমণের ফলে ধুলায় লুটাইয়া পড়ার উপক্রম করিলে মু'তাযিলারা হাদীসের প্রামাণিকতাকেই অস্বীকার করিয়া বসে। খলীফা মা'মুন ও মু'তাসিমদের আমলে ই'তিযাল খিলাফতের সিংহাসনে স্থানলাভ করার সুযোগ পায় এবং উহার বজ্ররোষে সর্বাপেক্ষা ভীষণভাবে পতিত হন আহ্লেসুন্নতগণের একচ্ছত্র অধিনায়ক, দশ লক্ষ হাদীসের হাফেয ইমাম আহ্মদ বিনে হাম্বল। তাঁর পবিত্র নগ্নপৃষ্ঠে রামাযানের শেষ দশকে খলীফা মু'তাসিমের সম্মুখে তাঁহার জাল্লাদরা ৮০ দির্রা হানিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছিল। ফলকথা, সাহাবাগণের যুগ হইতে যেসকল বিদ্বান হাদীস অমান্যকারী বিদ্আতী ফির্কাসমূহের মুকাবিলায় হাদীসের প্রামাণিকতাকে মান্য করিয়া আসিয়াছেন, ব্যাপক অর্থে তাঁহারা সকলেই আহ্লেহাদীস। সাহাবাগণের পর মক্কায় আতাবিনে আবিরিবাহ, তাউস, আস্ওয়াদ, মুজাহিদ, আম্রবিনেদীনার, আক্রামা, ইবনেজুরায়জ, সুফ্য়ান বিনে উআয়না, ইমাম শাফেয়ী, হুমায়দী, ইবনো আবিল জারূদ আর মদীনায় সঈদ বিনুল মুসাইয়েব (হযরত আবুহুরায়রার জামাতা), উরওয়া বিনুয্যুবায়ের, কাসেম বিনে মুহাম্মদ, উবায়দুল্লাহ বিনে আবদুল্লাহ, খারিজা বিনে যয়েদ, সুলায়মান বিনে ইয়াসার, আবুবক্র বিনে আবদুর্রহমান, আবান বিনে উস্মান, আবদুল্লাহ বিনে আবদুল্লাহ; সালিম বিনে আবদুল্লাহ বিনে উমর, আবুসলমা, আলী বিনুল হুসাইন, আবুবক্র বিনে আবি খয়সামা, নাফে' মওলা ইব্নে উমর, আমরা বিন্তে আবদুর্রহমান, আবুবক্র বিনে হয্ম ও তদীয় দুই পুত্র, হযরত উস্মানের পৌত্র আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ বিনুল হানাফীয়ার দুই পুত্র আবদুল্লাহ ও হাসান, জা'ফর বিনে মুহাম্মদ বিনে আলী বিনুল হুসায়েন, আবদুর্রহমান বিনুল কাসেম, মস্ঊদ বিনে মুহাম্মদ, মুহাম্মদ বিনুল মুনকদির, মুহাম্মদ বিনে মুস্লিম বিনে শিহাব যুহ্রী, ইয়াহ্য়া বিনে সঈদ আনসারী, আবুয্যনাদ, রবীআ বিনে আবি আবদুর্রহমান,

(৩৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটি গভীর পুরাতন ষড়যন্ত্র

(১২)

মূল—স্যর-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহমদ আলী
মেছাঘোনা, খুলন

উইলিয়ম হাণ্টারের "ভারতীয় মুসলমান" গ্রন্থখানা ১। ভারতসীমান্তে একটি বিদ্রোহ ঘাটি, ২। একটি গভীর পুরাতন ষড়যন্ত্র ৩। উলামাবৃন্দের ফতওয়া এবং ৪। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভারতীয় মুসলমানদের সম্বন্ধে অবিচারমূলক কার্যাবলী এই চারিটি পরিচ্ছদে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদের তরজমা "তর্জুমানুলহাদীসে" প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের তরজমা এই সংখ্যা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

দীর্ঘকাল হইতে সীমান্তস্থিত মুজাহিদ দল এক বিস্ময়কর শক্তির কেন্দ্রস্থল হইয়া রহিয়াছে। আমরা পাঞ্জাব অধিকার করার পূর্বে সেখানে যে রাজশক্তি বিদ্যমান ছিল, (শিখরাজ রঞ্জিত সিংহ) সেই শক্তি তিনবার আক্রমণ করিয়া মুজাহিদ দলকে ছত্রভঙ্গ করিয়াছে এবং ইংরাজের নিকটও তাহারা তিনবার পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও আজও তাহারা যথাস্থানে স্বীয় শক্তিতে বিদ্যমান থাকিয়া বিদ্রোহ-তৎপরতা চালাইয়া যাইতেছে। সত্যবটে, আমরা যখন তাহাদের আবাসস্থল আক্রমণ পূর্বক ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াছি ভাবিয়া আত্মতুষ্টি উপভোগে মশ্‌গুল রহিয়াছি, তখন আমাদের ভারতীয় বিদ্রোহভাবাপন্ন দ্বীনদার মুসলমান প্রজাসাধারণ তাহাদিগকে অপরিমিত লোক ও অর্থ যোগাইয়া সেই ভস্মস্তূপকে ভয়াবহ অনলকুণ্ডে রূপান্তরিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতীয় মুসলমান সাধারণ সরল ভাবেই এরূপ বিশ্বাস পোষণ করিতে অভ্যস্থ হইয়াছে যে, মুজাহিদবৃন্দ যখন অলৌকিক শক্তি বলে ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়িয়া এতকাল টিকিয়া রহিয়াছে, তখন পরিণামে তাঁহাদের জয় অবধারিত এবং তাঁহারা নিশ্চয়ই ভারতভূমি হইতে ইংরাজ কাফেরদিগকে চিরদিনের তরে বিতাড়িত করিয়া পিতৃভূমিকে দাসত্ব-মুক্ত করিতে সমর্থ হইবেই।

১৮২১—২২ সাল পর্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সৈয়েদ আহমদ সাহেবের গতিবিধি ও জেহাদ প্রচারণার প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করেননাই। তিনি স্বীয় অনুগত ভক্তবৃন্দসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া জেহাদের প্রচারণা চালাইয়াছেন এবং দলে দলে মুসলমান সাধারণ তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়া জেহাদের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। তিনি এই ভাবে শক্তিশালী হইয়া একটি নিয়মিত সামরিক কেন্দ্র স্থাপন পূর্বক সেই স্থান হইতে শাসনের আদেশ জারী করিয়াছেন এবং ধর্মযুদ্ধে চাঁদার নামে নিয়মিত ভাবে টাকা পয়সা সংগ্রহ করিয়াছেন। সৈয়েদ আহমদ সাহেব যখন এইভাবে জেহাদের প্রস্তুতি চালাইতেছিলেন, আমরা তখন রাজ্যে শান্তি স্থাপন, ব্যবসায়ে উন্নতি এবং অর্থ সংগ্রহের ধাঁধাঁয় লিপ্ত থাকিয়া তাঁহার কার্যাবলী সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছি। কিন্তু ১৮৩১ সালের একটি ধাক্কায় যখন আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন আমরা চোখ মেলিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমাদিগকে বিস্ময়-বিমূঢ়ের দশাপ্রাপ্ত হইতে হইল। সৈয়েদ আহমদ সাহেব সাধুপীরের বেশে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া যে মুজাহিদ দল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমাদের রাজধানী কলিকাতার অতি নিকটেই সেই দলেরই একজন অভ্যুত্থিত হইলেন। এই ব্যক্তির নাম তিতুমীর (তাহার প্রকৃত নাম নিছার আলী, বারাসাতের অন্তর্গত চন্দনপুর গ্রামে ইহার বাসস্থান। কলিকাতা রিভিউ সি, আই খণ্ড এবং পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্ট হইতে তিতুমীরের বৃত্তান্ত সংগৃহীত) এই তিতুমীর ছিলেন একজন কুস্তির আখড়ার পাহলোয়ান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এবং তিনি কলিতায় সৈয়েদ আহমদ সাহেবের নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন। তিনি স্বচ্ছল অবস্থার সম্ভ্রান্ত কৃষক-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং যৌবনে জনৈক ক্ষুদ্র কিন্তু সম্ভ্রান্ত জমিদারের কন্যার পানিগ্রহণ করায় যথেষ্ট পরিমাণে তাঁহার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কুস্তির আখড়ায় ওস্তাদি করার দরুণ অনেক পাহলোয়ান ও লাঠিয়াল তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠে এবং তাহাদিগকে লইয়া তিনি একটি শক্তিশালী লাঠিয়াল দল গঠন করিয়া তাহাদের দলপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সময়ে আপনাপন জমিদারীর সীমানা এবং পারিবারিক কলহে লিপ্ত জমিদারগণ তিতুমীরের সাহায্যে কার্যোদ্ধার করিবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়া উঠেন এবং তাহাতে তিতুমীরের যথেষ্ট আর্থিক লাভ হয়। কিন্তু এই লাঠিয়ালি পেশা অবলম্বন করিতে গিয়া তিতুমীরকে একবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইল। দণ্ডকাল পূর্ণ হওয়ার পর কারামুক্ত হইয়া তিনি হজ্জব্রত পালনোদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কাধামে গমন করিলেন। সৈয়দ আহমদ সাহেব যেকয়েক শত অনুচর সঙ্গে লইয়া কলিকাতার পথে মক্কা ধামে গমন করিয়াছিলেন তিতুমীর সেই সঙ্গে ছিলেন অথবা উহার পরের বার গমন করেন সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা না গেলেও মক্কাধামে তিনি যে সৈয়েদ আহমদ সাহেবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

যাহা হউক, হজ্জব্রত উদযাপনান্তে তিনি যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন আর তিনি লাঠিয়াল দলপতি তিতুমীর নহেন, তিনি রূপান্তরিত জীবনে পবিত্র হাজী উপাধিধারী এবং সেই সঙ্গে মুজাহিদ-দলপতি সৈয়েদ আহমদ সাহেবের একজন অনুগত ভক্ত ও তাঁহার মতবাদের একজন অতিউৎসাহী প্রচারক! তিনি কলিকাতার উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চল ভ্রমণ পূর্বক দলে-দলে লোকদিগকে মুরিদ করিতে এবং গোপণে তাহাদিগকে কাফেরের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৩০ সালে সৈয়েদ আহমদ কর্ত্তৃক পেশোয়ার অধিকৃত হওয়ার সংবাদ পাইয়া তিতুমীর আনন্দে অধীর হইয়া যেসমস্ত হিন্দু জমিদার তাঁহার কৃষক মুরিদবৃন্দের উপর জুলুম করিতেছিলেন, কৃষক আন্দোলনের ভিত্তিতে তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ কৃষকনিপীড়নের ওজুহাতে তিনি কৃষকবিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। [দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইছামতি নদীর কূলে অবস্থিত গোবরডাঙ্গা গ্রামের কৃষ্ণরায় নামক জনৈক পরাক্রান্ত জমিদারের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেসমস্ত মুসলমান কৃষক প্রজা তিতুমীরের নিকট মুরিদ হইয়াছিল, কৃষ্ণরায় তাহাদের মাথাপ্রতি পাঁচ শিলিং করিয়া ট্যাক্স ধার্য করেন। অপর একজন জমিদার নিজের ব্যক্তিগত জেলখানায় কতিপয় মুসলমান কৃষক প্রজাকে বন্দী করেন।] এই সকল কারণে নানা স্থানে কৃষক-বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হইল এবং তাহাতে তিনি যে শক্তি অর্জ্জন করিলেন সেই শক্তির সংরক্ষণার্থ একটি কেন্দ্রীয় বিদ্রোহী মোর্চ্চা স্থাপন করিলেন। তিনি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং যেসমস্ত ইংরাজ রাজকর্মচারী তাহাতে বাধা দিতে গেলেন তাহাদিগকে হতাহত করিয়া পশ্চাৎবর্তী হইতে বাধ্য করিলেন। কলিকাতার উত্তর ও পূর্ব্ব অংশের কয়েকটি জেলার অনেক স্থান বিদ্রোহীগণ অধিকার করিয়া ফেলিল, ফলে সেই সমস্ত এলাকার অধিবাসীবৃন্দের জীবন মরণ তাহাদের অনুগ্রহ ও নিগ্রহের উপর নির্ভরশীল হইল। এই বিদ্রোহীদের সংখ্যা চারি হাজার জন পর্যন্ত পৌছিয়াছিল। (২৪ পরগনা, নদীয়া ও ফরিদপুর জেলা ব্যাপীয়া) একটি গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ বিদ্রোহীদের আধ্যাত্মিক গুরুকে মানিতে অস্বীকার করায় তাহারা সেই গ্রামটিকে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল অপর একটি জেলায় আর একটি গ্রামকে লুণ্ঠন করিয়া লইল। (নদীয়া জেলার অন্তর্গত সরদারাজপুর গ্রাম) তিনি স্বীয় দ্বীনদার মুসলমান মুরিদগণের উপর টাকা পয়সা ও মুষ্টিভিক্ষার ভিত্তিতে চাঁদা ধার্য করিলেন। ১৮৩১ সালের ২৩শে অক্টোবর তারিখে বিদ্রোহীগণ একটি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া সেইস্থানে একটি মজবুত বাঁশের কেল্লা প্রতিষ্ঠিত করিল। ৬ই নবেম্বর পাঁচশত সশস্ত্র বিদ্রোহী কেল্লা হইতে বাহির হইয়া একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের উপর অভিযান চালাইয়া গ্রামের জমিদারের পুরোহিত ঠাকুরকে হত্যা করিয়া সেই স্থানে দুইটি গরু জবেহ করিয়া প্রমোদ ভোজনে লিপ্ত হইল। এই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাবে তাহারা গ্রামের পর গ্রামের উপর আক্রমণ পূর্বক হত্যা ও লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে রহিল। হিন্দুর গ্রামে গিয়া গরু জবেহ করাকে তাহারা একটি সাধারণ নিয়ম করিয়া লইয়াছিল। তাহারা যেমন হিন্দু জমিদারদের প্রতি বিরূপ ছিল তেমনি মুসলমান জমিদারগণও তাহাদের আক্রমণের হস্ত হইতে নিস্তার পায়নাই। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জমিদার মাত্রকেই তাহারা কৃষক-স্বার্থবিরোধী শক্তি মনে করিয়া তাহাদিগকে নিপাত করার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিল। তবে একটি ক্ষেত্রে উহাতে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়। একজন ধনবান মুসলমান জমিদার বিদ্রোহীদের একজন নেতার সহিত স্বীয় দুহিতাকে বিবাহিত করায় তাহারা তাঁহার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন হইতে বিরত থাকে।

বিদ্রোহী দমনে জেলা শাসক অপারগ হওয়ায় ১৮৩১ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখে তাহাদের বিরুদ্ধে কলিকাতা হইতে মিলিসিয়া ফৌজের একটি অংশ প্রেরিত হয়। সেনাপতির পক্ষ হইতে মিটমাটের প্রস্তাব উপস্থিত করা হইলে তিতুমীর ঘৃণাভরে তাহা উপেক্ষা করেন। রক্তপাত এড়াইবার জন্য সেনাপতি বিদ্রোহীদের প্রতি বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিবার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু বিদ্রোহীগণ তাহাতে ভয় পাওয়া দূরের কথা, তাহারা তড়িৎবেগে আমাদের সৈনিকদলের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের অনেককেই হতাহত করিল। কলিকাতা হইতে একজন অশ্বারোহী মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছিতে পারে, আমাদের রাজধানী হইতে মাত্র এতটুকু দূরে এই অঘটন সংঘটিত হইতেছিল। ১৭ই নবেম্বর ম্যাজিষ্ট্রেট নানা স্থান হইতে আরও সামরিক সাহায্য সংগ্রহ করিলেন এবং তন্মধ্যস্থিত ফিরিঙ্গী দলকে হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন। বিদ্রোহীগণ এক সহস্র সৈন্যের একটি বাহিনী লইয়া ক্ষিপ্রগতিতে আমাদের সৈনিকদলের প্রতি তীব্র আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য করিল এবং পশ্চাদ্ধাবন পূর্বক নদী কূলে অবস্থিত নৌকা পর্যন্ত খেদাইয়া লইয়া চলিল। পক্ষান্তরে যে কেহ পলায়নে শৈথিল্য করিল তাহাকেই শত্রুর তরবারির আঘাতে প্রাণাহুতি দিতে হইল। এই প্রকার শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারার্থ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে পূর্ণোদ্যমে তৎপর হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। সুতরাং কলিকাতা হইতে নিয়মিত পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর একটি অংশ কামানাদি ও আগ্নেয়-অস্ত্রে সুসজ্জিত অবস্থায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। বিদ্রোহীগণ নিজেদের শক্তির উপর ভরসা-পূর্বক আস্ফালন সহকারে ময়দানে উপস্থিত হইয়া এই নূতন সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগ আক্রমণ করিল এবং পূর্ব দিন তাহাদের হস্তে নিহত জনৈক ইংরাজ সৈনিকের মৃত দেহকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তাহাদের কাতারের সম্মুখভাগে লটকাইয়া রাখিল। কিন্তু এবারের প্রবল আক্রমণের মুখে পড়িয়া তাহাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিতে বিলম্ব হইলনা। অতঃপর নিরুপায় হইয়া তাহারা নিজেদের কেল্লায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। আমাদের সৈনিক দল দ্রুত বেগে ধাবিত হইয়া তাহাদের কেল্লার উপর আক্রমণ চালাইয়া নিমিষের মধ্যে উহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিল। তিতুমীর সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হইলেন। অবশিষ্ট ৩৫০ জন বন্দীর মধ্যে ১৪০ জনের প্রতি আদালত হইতে বিভিন্ন প্রকারের দণ্ড প্রযুক্ত হইল আর তিতুমীরের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ গোলাম মাসুমকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। (সরকারি কাগজপত্র মোতাবিক ৫০ জন অনুচর সহ তিতুমীর সমরক্ষেত্রে শাহাদৎ বরণ করেন। ধৃতদের মধ্যে ১১ জনের যাবজ্জীবন দীপান্তর এবং ১২৮ জনের প্রতি বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড প্রযুক্ত হয়। অনুবাদক)

এই ঘটনার পর বিদ্রোহীগণ সমূলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধারণা করার সঙ্গত কারণ ছিল। কারণ পাঞ্জাব সীমান্তস্থিত মুজাহিদ দল সম্পূর্ণতঃ পরাজিত হইয়াছিল এবং তাহাদের ইমাম (সৈয়েদ আহমদ) সমর ক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ বঙ্গেও যখন বিদ্রোহীগণ এই প্রকার শোচনীয় দশার মধ্যে সম্পূর্ণতঃ বিলুপ্ত হইয়া গেল তখন তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? কিন্তু বিদ্রোহীদের এই চরম নিরাশার মধ্যেও ইমাম সাহেব পাটনায় যাঁহাকে স্বীয় খলিফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন তিনি (মাওলানা বেলায়েত আলী) আশার আলোক বর্তিকা হাতে লইয়া কর্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হতোদ্যম বিদ্রোহীদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া তিনি এই মর্ম্মে প্রচার আরম্ভ করিয়া দিলেন যে, ইমাম সাহেব (সৈয়দ-আহমদ) মরেনও নাই, শহীদও হন নাই, বরং যুদ্ধক্ষেত্র যখন ধূলিঝঞ্ঝায় আচ্ছাদিত হইয়াছিল সেই সময়ে তিনি আমাদের অলক্ষ্যে গায়েব হইয়া গিয়াছেন। সেই সঙ্গে তিনি জনতার সম্মুখে এমন কথাও বলিলেন যে, এইভাবে অদৃশ্য হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং ইমাম সাহেব করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইমাম সাহেব স্বীয় কবর সম্বন্ধে আল্লাহর দরবারে যেরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, উহারই উপর ভিত্তি করিয়া এই কাহিনী রচিত হইয়াছিল। মুসলমান জনসাধারণকে পীরের কবর-পূজায় লিপ্ত হইতে দেখিয়া তিনি প্রায়ই এই মর্ম্মে প্রার্থনা জানাইতেন যে, আল্লাহ যেন তাঁহার কবরকে লোকের দৃষ্টির অন্তরালে স্থাপিত করার ব্যবস্থা করেন, তাহাহইলে হযরত মুছার (আঃ) শিষ্যবর্গ যেভাবে তাঁহার অস্থি পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া শের্‌কে লিপ্ত হইয়াছিল, আজ মুসলমানদিগের অনেকে যেভাবে পীরের কবর-পূজায় লিপ্ত হইয়া গুরুতর শের্‌কের অপরাধে জড়াইতেছে, তাঁহার কবর সম্বন্ধে সেই প্রকার গুরুতর অপরাধ করার সুযোগ কেহ পাইবেনা। এই প্রার্থনার উপর রং চড়াইয়া খলিফা সাহেব আরও প্রচার করিলেন যে, তিনি (ইমাম সাহেব) আরও প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে, আল্লাহ যেন তাঁহাকে বর্ত্তমানের চরিত্রহীন, স্বার্থপর, আদর্শভ্রষ্ট ও দুর্বল-ঈমান মুসলমানদিগের মধ্য হইতে তুলিয়া লইয়া অলক্ষ্যস্থানে রাখিয়া দেন, তারপর মুসলমানগণ যখন চরিত্র অর্জ্জন পূর্বক আদর্শের অনুসরণ করিয়া ইংরেজ কাফেরদিগকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য সাহস সহকারে সংঘবদ্ধ হইবে, সেই সময় আমি আবির্ভূত হইয়া তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক মুজাহিদদিগকে বিজয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত করিব। এই সকল কথার মধ্যে এমন কিছু ছিলনা যাতে একজন সরলচিত্ত মুসলমানের পক্ষে উহার প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে বেগ পাইতে হয়। কারণ অতীতে অনুষ্ঠিত অলৌকিক ঘটনাবলীর সহিত উহার সামঞ্জস্য রহিয়াছে। হজরত ইউনুস সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি কিছুদিনের জন্য একটি মৎস্যের উদরে আত্মগোপন করিয়াছিলেন এবং উপযুক্ত সময়ে পুনরাবির্ভূত হইয়াছিলেন। হজরত মুছা সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি যখন খোদার বাণী গ্রহণের জন্য সীনা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন তখন তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন। জুলকারনায়েনও লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিয়া ইয়াজুজ মাজুজদিগকে বন্দী করিয়াছিলেন এবং হজরত ঈছাও মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম পূর্ব্বক অলক্ষ্যস্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন (১৮৭০ সালের কলিকাতা রিভিউয়ের সি, আই খণ্ড ১৮৭ পৃষ্ঠা)। সুতরাং প্রত্যেক দ্বীনদার মুসলমানের পক্ষে একান্ত উৎসাহ, উদ্যম ও সাহস সহকারে জেহাদের জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। খলিফা সাহেব আরও একজন আধ্যাত্মিক গুরু আবিষ্কার করিয়া তাঁহাকেও প্রচার কার্যে নিযুক্ত করিলেন (মওলবী নাসিরুদ্দিন)। এই প্রকার প্রচারণার ফলে প্রচুর সংখ্যক মুজাহিদ সংগৃহীত হইল এবং তাহাদের মধ্য হইতে ধর্ম্ম ও আজাদির জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এক বিপুল সংখ্যক সাহসী বীরের দলকে সঙ্গে লইয়া তিনি মওলানা (বেলায়েতআলী) উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন।

মুসলমান সাধারণের মধ্যে ইমাম সাহেবের (সৈয়েদ আহমদ) অদৃশ্য হওয়ার কথা এরূপ দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, কাহারও পক্ষে উহার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ মোটেই নিরাপদ ছিলনা। সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য পূর্ণোদ্যম সহকারে জেহাদের প্রস্তুতি চলিতে রহিল। এই প্রকার প্রচারের দ্বারা বাংলা দেশ হইতে কি আন্দাজ লোক সংগৃহীত হইয়া সীমান্তে প্রেরিত হইয়াছিল একটি ঘটনা দ্বারাই উহার কিছুটা আন্দাজ করা যাইতে পারে। পূর্ববাংলার জন্য যাঁহাদিগকে জেহাদের প্রচারক নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র একজন প্রচারক একবারের প্রচারের ফল স্বরূপে ঢাকা ও শ্রীহট্ট জেলাদ্বয় হইতে এক সহস্র মুসলমান যুবক সংগ্রহ পূর্বক বাংলা হইতে ১৮০০ শত মাইল দূরে সীমান্তস্থিত মুজাহিদ ঘাঁটিতে পৌছাইয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু দীর্ঘদিন অতীত হইতে চলিয়াছে ইমাম সাহেব পুনরাবির্ভূত হইতেছেন না দেখিয়া অনেকেরই মন সন্দেহ দোলায় দোলায়িত হইয়া উঠিল। এই প্রকার সন্দেহপ্রবণ একব্যক্তি সীমান্ত অঞ্চলে গিয়া অনুসন্ধান পূর্বক স্বীয় কলিকাতাস্থিত অনুগামীদের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন নিম্নে উহার মর্ম উল্লিখিত হইতেছে :—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

পূর্বপাকিস্তান জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীস
ত্রয়োদশ বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন ১৩৬৫
জম্‌ঈয়ত প্রেসিডেন্টের অভিভাষণ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، لاسيما على حبيبه المجتبى، سيدنا محمدن المصطفى
وعلى آله واصحابه مصابيح الدجى -

বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ ও সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ,

ইংরাজী ১৯৪৬ সনের ১৮, ১৯ ও ২০শে এপ্রিল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন অবিস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। এই ঐতিহাসিক দিনগুলিতে পূর্ব পাকিস্তানের রংপুর যিলা টাউন থেকে ১০ মাইল দূরবর্তী হারাগাছ বন্দরে কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, কুষ্টিয়া, মুর্শিদাবাদ, বগুড়া, পাবনা, বাকেরগঞ্জ, রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ত্রিপুরা, কামরূপ, গোয়ালপাড়া, সিলহেট, বর্ধমান, বীরভূম, ময়মনসিংহ, ২৪ পরগণা জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, কোচবিহার, নওগাঁও, ফরিদপুর, খুলনা, পুর্ণিয়া, মালদহ—মোট ২৮টি যিলার সর্বশুদ্ধ ১১ শত ডেলিগেট ও ৩২ হাজার দর্শক সমবেত হয়ে জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মহতী সম্মেলনে বাঙ্‌লা ও আসামের সীমানার বাহির থেকে যেসব মনীষী যোগদান করেছিলেন, তন্মধ্যে হযরত আল্লামা আবুলকাসিম সয়েফ বানারসী মরহুম, তদানীন্তন অলইণ্ডিয়া আহ্‌লেহাদীস কন্‌ফারেন্সের প্রেসিডেন্ট হযরত মওলানা আবদুলওয়াহ্‌হাব আরাভী, মওলানা মুহাম্মদ ইস্‌মাঈল গোজ্‌রানওয়ালা, পাটনার মওলানা হেকীম আবদুলখবীর সাদেকপুরী, মওলানা ফয্‌লেইলাহী ওয়াজিরাবাদী মরহুম, মওলানা আবদুলহাকীম কস্‌রী, মওলানা সিদ্দীক নাগপুরী প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। সুতরাং যাঁর শুভ ইংগিতে ও অসীম দয়ায় আমরা সেই জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের ত্রয়োদশ বার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনে আজ পুনরায় সমবেত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি, সর্বপ্রথম সেই সর্বসিদ্ধিদাতা, মঙ্গলকারণ রহমানুররহীমের উদ্দেশ্যে আমি শতলক্ষ সজুদ নিবেদন করছি আর যাঁর পরিত্যক্ত আমানত কোরআন ও সুন্নাহ্‌র আদর্শগত ও সক্রিয় হিফাযত আর প্রতিষ্ঠার উদ্দাম বাসনা নিয়ে পূর্বপাকিস্তান জম্‌ঈয়তে-আহলেহাদীসের কাফিলা তার কর্মপথের ১২টি মনযিল অতিক্রম করে এখন ত্রয়োদশ মনযিলও অতিক্রম করার উপক্রম করেছে, ধরণীর সেই গৌরব, বিশ্বের মূর্তিমান করুণা, "সালারে কাফিলা" হযরত মুহাম্মদ আন্‌নবী-উল-উম্মী, আল্‌আরাবী-উল-হাশিমীর পবিত্র সকাশে আমি অগণিত দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি।

اللهم صل وسلم وبارك على محمد كلما ذكره الذاكرون وصلى اللهم وسلم وبارك عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون وعلى آله واصحابه واتباعه التحيات الزاكيات مادامت الارض والسموات،

কিন্তু আসুন বন্ধুগণ, এই এক যুগের চলার পথে আমাদের যেসকল সঙ্গী সাথী ও সারথী স্বস্ব কর্তব্য সমাপন করে তাঁদের প্রভুর আহ্বানে কাফেলার মায়া ছিন্ন করে অনন্তের যাত্রী হয়েছেন তাঁদের কথাও আমরা ক্ষণিকের জন্য স্মরণ করে নেই। আমরা যেমন আজ সকলে এখানে উপস্থিত আছি, অল্প কিছুদিন আগে তাঁরাও তেমনি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁদের সান্নিধ্য ও সহায়তায় আমরা উৎসাহিত হ'য়েছি, প্রেরণা লাভ করেছি, আমাদের বাহুবল বৃদ্ধি হয়েছে। আজ তাঁরা নেই! তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালন করে চলে-

www.ahlehadeethbd.org

গেছেন। আগামী বর্ষের সম্মেলন পর্যন্ত এই কাফেলার আরও যে কে কে তাঁদের অনুসৃত পথ ধরার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে কে জানে ?

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه' فمنهم من قضى نحبه' ومنهم من ينتظر' وما بدلوا تبديلا

বন্ধুগণ, আমাদের কাফেলা থেকে যারা রুখ্‌সত হ'য়ে চলে গেছেন, জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের বুনিয়াদ শক্তিশালী করার কার্যে তাঁদের দান অপরিসীম। আসুন, আমরা তাঁদের কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি,

ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان' ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا' ربنا انك رؤف رحيم -

আর আপনারা জমঈয়ত কাউন্সিলের সদস্যগণ জমঈয়তের এই বার্ষিক সমারোহে যোগদান করার জন্য যে পথশ্রম, অর্থব্যয় ও সময় ক্ষেপণ করেছেন, তজ্জন্যও আমি আপনাদিগকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইদানীং যখন মানুষেরা বস্তুতান্ত্রিক তাকীদ ছাড়া অন্যকোন প্রয়োজনকে বড় বেশী আমল দিতে চায়না, বস্তুতান্ত্রিক সম্পর্ক ছাড়া অন্যকোন সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করেনা, বৈষয়িক স্বার্থ ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় স্বার্থের মূল্য প্রত্যাখ্যান করে চল্‌তে অভ্যস্ত, এমনি দিনে শুধু দ্বীনের সেবার তাকীদ নিয়ে কেবল অভিন্ন মতবাদ আর আদর্শের সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখার স্পৃহায় পকেটের পয়সা ব্যয় করে দূর-দূরান্তর থেকে যাঁরা জামাতের ডাকে সাড়া দিয়ে একত্রিত হন, তাঁরা যে সত্যই ধন্যবাদার্হ, সেবিষয়ে দ্বিমত থাক্‌তে পারেনা। কিন্তু বন্ধুগণ, একথাও অনস্বীকার্য যে, ঢাকা সহরের গায়রতমন্দ ও বাহিম্মত আহ্‌লেজামআত ভাইরা যদি বিগত দুই বৎসরের মত এবারেও কাউন্সিলের অধিবেশন আহ্বান করার জন্য তাঁদের আর্থিক ও কায়িক শ্রমের হস্ত দারাজ না করতেন, তাহলে কয়েকজন বহিরাগত প্রবাসী খাদিমের পক্ষে এই দ্বীনী "মওসম"কে কাম্‌য়াব করার কোন সম্ভাবনাই ছিলনা। বিশেষতঃ নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতে যখন সহরের ব্যবসায়ীদের অবস্থা সন্তোষজনক নয়, এরূপ পরিবেশে আমাদের রাজধানীর আহ্‌লেআমাআত বন্ধুরা যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন, তজ্জন্য আমাদের আর সমাগত মেহ্‌মানগণের সকলেরই তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

فجزا هم الله عنا وعن الاسلام احسن الجزاء ووفقهم الله سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى -

ভ্রাতৃগণ, জমঈয়তের এই যে বার্ষিক ইজ্‌তিমা, একে আপনারা তুচ্ছ মনে করবেননা। এর বহুবিধ উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে যদি কেউ নাও পারেন, তথাপি শুধু জামাতের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার অভ্যাস, সমষ্টিগত স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত কাজকর্ম স্থগিত করার ইচ্ছা, বিভিন্ন স্থানের মহৎ, প্রধান, শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত মেলামেশার সুযোগ আর একই উদ্দেশ্যে সকলে সম্মিলিত হয়ে অভিন্ন দৃষ্টিভংগী নিয়ে ভাবের আদান প্রদান সমষ্টিগত অর্থাৎ জামাআতি জীবনকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে শুধু অশেষ মূল্যবান নয়, বরং অপরিহার্য! যাদের জামাআতি সমাবেশে যোগদান করার অভ্যাস নেই, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাদের "জামাআত" বলেও কোন কিছু নেই। জামাআতি সম্মেলনের গুরুত্ব সম্পর্কে পাক-কুরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দেখ, মুমিন কেবল তারাই, যারা আল্লাহ আর তার রসূলের (দঃ) প্রতি আস্থাশীল হ'তে পেরেছে। তারা কোন সম্মিলিত কার্যের জন্য যখন রসূলুল্লাহর (দঃ) সঙ্গে একত্রিত হয়, তখন তারা তাঁর অনুমতি ব্যতীত সভাস্থল পরিত্যাগ করে চলে যায়না। এই আয়তে "আমরি-জামি" বল্‌তে জামাআতি স্বার্থ সম্পর্কিত কার্য বুঝায় আর এরূপ অনুষ্ঠানে যোগদান করার অনিবার্যতা ও বিনানুমতিতে সভাস্থল পরিত্যাগ করার নিষিদ্ধতাও প্রতিপন্ন হয়। এই আয়তের সাহায্যে একথাও বুঝা যায় যে, ব্যক্তিগত কার্যকলাপ ব্যতীত মুসলমানদের কতকগুলি সামাজিক কর্তব্যও রয়েছে আর তাদের মাঝে মাঝে নমাযের জামাআত ছাড়া এই সকল কর্তব্যের খাতিরেও সম্মিলিত হওয়া আবশ্যক। রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্রযুগে আর খুলাফায়েরাশেদীনের আমলে "সালাতে জামেআ"র আহ্বান জানিয়ে মুসলমানদের একত্রিত করার রীতি বিদ্বানগণের অবিদিত নেই।

انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله' واذا كانوا معه على امر جامع' لم يذهبوا حتى يستاء ذنوه - (النور)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বন্ধুগণ, এতগুলি কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের মধ্যে কে বেঁচে থাকবে আর কে কখন মরে যাবে, তার ঠিক নেই, কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ, আপনারা অন্ততঃ প্রাদেশিক ভিত্তিতে জামাআতের মনোনীত ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে একত্রিত হওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করবেননা। এই উদ্দেশ্যে প্রতিবৎসর প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রস্থানে প্রাদেশিক সম্মেলন আহ্বান করা যরূরী ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পর থেকে দশ বৎসর কালের মধ্যে প্রাদেশিক সম্মেলন আহ্বান করা সম্ভবপর হলনা। ময়মনসিং, পাবনা আর রাজসাহীর বন্ধুদের সাধ্য-সাধনা করেও ফল পাওয়া যায়নি। আমি শারীরিকভাবে যে পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছি, তাতেকরে পূর্বের অনুষ্ঠিত কন্‌ফারেন্সগুলির মত স্বয়ং দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ানোর মত শক্তি সামর্থ আর আমার নেই। وما ذلك على الله بعزيز

বন্ধুগণ, জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। পবিত্র মন্ত্র "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহো—মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ" —কে জীবনের প্রত্যেক স্তরে বাস্তবায়িত করে তোলাই মুহাম্মদী বা আহলেহাদীস আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য। জমঈয়তে আহলেহাদীস চারিটি রুকন অবলম্বন করে উপরিউক্ত লক্ষ্যে পৌঁছুতে চায়: প্রথম, তন্‌যীম; দ্বিতীয়, তব্‌লীগ; তৃতীয়, তস্‌নীফ; চতুর্থ, তালীম।

"তন্‌যীমে"র উদ্দেশ্য হ'ল পূর্বপাকিস্তানে আহ্‌লেহাদীস-আদর্শে আস্থাসম্পন্নদের একটি অখণ্ড জামাত গঠন করা। আমি পূর্বেই বলেছি, সূরত আন্‌নূরে উল্লিখিত "আমরে-জামি" বল্‌তে জামাতি কর্তব্যকেই বুঝায় আর একথা বলা বাহুল্য যে, জামাত না হ'লে জামাতি কর্তব্য বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারেনা। বহু বিশুদ্ধ হাদীসে জামাত প্রতিষ্ঠা করা আর জামাতের অনুসরণ করা ওয়াজিব হওয়া সম্বন্ধে রসূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ মওজুদ রয়েছে। খারেজী ফির্কা ব্যতীত মুসলমানদের কোন দলই এই ওজুবকে অস্বীকার করেনা। হযরত উমরের মত রাষ্ট্রনীতি বিশারদ ব্যক্তির উক্তি দারেমী তাঁর মুস্‌নদে সংকলিত করেছেন যে, لا اسلام الا بجماعة জামাত ব্যতিরেকে ইস্‌লামের কোন কাজই চলতে পারেনা। পীর সাহেবদের বিচ্ছিন্ন টোলাগুলি যেরূপ জামাত নয়, ফিক্‌হী মাসায়েলের ভিত্তিতে যেসব ফের্কা গড়ে উঠেছে, সেগুলিও তেম্‌নি জামাত পর্যায়ভুক্ত নয়। ইস্‌লামের জামাতকে নু'মান বিনে বশীরের হাদীসে রসূলুল্লাহ (দঃ) এক অখণ্ড দেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন —আহমদ ও মুস্‌লিম। তাবারানীর হাদীসে প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় মুসলমানদের هم يد على من سواهم সংহতিকে হস্তের বজ্রমুষ্টি বলে অভিহিত করেছেন। কনিষ্ঠ আঙুলটাও বাদ পড়েগেলে যেমন বজ্রমুষ্টি শিথিল মুষ্টিতে পরিণত হয়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন গোঠে সমাজ বিভক্ত হ'য়ে পড়্‌লে সামাজিক মর্যাদা বিপন্ন হতে বাধ্য।

তাই জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস গোড়াগুড়ি থেকেই জামাতি তন্‌যীমের জন্য চেষ্টা করে আস্‌ছে। ইমামত বা নেতৃত্বের পদ্ধতির পরিবর্তে জমহুরী নিযামের অনুসরণ করে জমঈয়তের মাধ্যমে গোটা সমাজকে এক কেন্দ্রাভিগ করার জন্য জদ্দ ও জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। শতধাবিচ্ছিন্ন গোঠপ্রিয় সমাজকে কেন্দ্রীভূত করা সহজ-সাধ্য নয়, প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থবাদীদের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করাও বিরাট সমস্যা। তন্‌যীমের অভাবে আনক জায়গায় বহু আহ্‌লেহাদীস শির্ক, বিদআত, ন্যাড়া, বাউল আর কাদিয়ানীদের খপ্পরে পড়েছে, দ্বীনদারী ব্যাপকভাবে শিথিলতাপ্রাপ্ত হয়েছে। এসবের উপর রাজনৈতিক বিভিন্ন পার্টির প্ররোচনায় গোটা সমাজটা সম্পূর্ণ ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে পড়েছিল, কলহ-বিবাদের আগুণে ভস্মীভূত হয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম করেছিল। জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস নীতিগত ভাবে সব সময়ে মযহবী ও রাজনীতিক ফির্কাবন্দীর বিরোধ করে এসেছে কিন্তু রাজনীতিক দলাদলির প্রখরস্রোতে আমাদের চেষ্টাচরিত্র উচ্চাভিলাষী ও শক্তিপ্রিয়রা সবসময়ে ভাসিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে, এই অদলীয় নীতির দরুণে জমঈয়তে আহ্‌লে-হাদীস কোন কোন মহলের বিরাগভাজনও হ'য়ে পড়েছিল। আল্লাহ পাকের হাজারো শোক্‌র, আমরা বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা করেও যা কর্‌তে সমর্থ হয়নি, সদরে রিয়াসতে-পকিস্তান জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খানের প্রবর্তিত সামরিক শাসনের কল্যাণে তা সম্ভবপর হয়েছে। আজ পাকিস্তান থেকে রাজনৈতিক দলাদলির

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অভিশাপ বিদূরিত হয়েছে। জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের কর্ম্মীগণ চেষ্টা করলে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে জামাতি-তন্‌যীমের কাজ অতঃপর অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হ'তে পারে। ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত গোটা প্রদেশে ২৩টি ইলাকা জমঈয়ত আর ৬ শত আটত্রিশটি শাখা জমঈয়ত গঠিত হ'য়েছে। আপনাদের অবগতির জন্য নিম্নে একটা যিলাওয়ারী তালিকা প্রদত্ত হল : মুমিনশাহী যিলা, ৮টি ইলাকা, ১ শত ৭৭টি শাখা জমঈয়ত। ঢাকা, ৩টি ইলাকা, ৮৬টি শাখা জমঈয়ত। ত্রিপুরা, ২৯টি শাখা-জমঈয়ত, খুলনা-যশোর ১টি যিলা, ৩১টি শাখা জমঈয়ত, কুষ্টিয়া, ২৩টি শাখা জমঈয়ত, ফরিদপুর ৭টি শাখা জমঈয়ত, দিনাজপুর একটি ইলাকা, ১৮টি শাখা জমঈয়ত, বরিশাল ১টি শাখা জমঈয়ত, পাবনা, ১৩টি শাখা জমঈয়ত, বগুড়া ৮৮টি শাখা জমঈয়ত, রংপুর ৮টি ইলাকা ও ৭৮টি শাখা জমঈয়ত, রাজশাহী ১টি ইলাকা ও ৮৮টি শাখা জমঈয়ত।

তন্‌যীমের এই তাৎপরতা আশাপ্রদ বলে মনে হলেও কার্যতঃ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কারণ কেন্দ্রের সঙ্গে এই জমঈয়তগুলির সম্পর্ক এখনও যথোচিত ভাবে দৃঢ় হয়নি, দ্বীনদারীর অবস্থা উন্নত করাই তন্‌যীমের মূল উদ্দেশ্য, সেদিকে অধিকাংশ জমঈয়তের পরিচালকবর্গ বিশেষভাবে মনোযোগী হননি, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের প্রাপ্য পরিশোধ আর হিসাবপত্র পরিষ্কার করতেও তাঁরা উদাসীন রয়েছেন। এ অবস্থায় ইলাকা বা শাখা জমঈয়তের শুধু সংখ্যাবৃদ্ধি করে কি লাভ হ'তে পারে? অবশ্য এরজন্য কেন্দ্রীয় জমঈয়তেরও দোষ রয়েছে। কেন্দ্রীয় জমঈয়তের প্রেসিডেন্ট পদে এমন একজন অক্ষম, চিররুগ্ন, চলৎশক্তিরহিত-অন্ধপ্রায় অযোগ্য ব্যক্তিকে সমাসীন রাখা হয়েছে আর তার স্কন্ধে এত বিপুল কর্মের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তার পক্ষে দফ্‌তর ছেড়ে বের হওয়ার উপায় নেই। ভাইসপ্রেসিডেন্ট ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবিষয়ে অগ্রণী হলেও অনেকটা কাজ নিয়মতান্ত্রিক করে-তোলা সম্ভবপর হত। ইলাকা ও শাখা জমঈয়তগুলি নিয়মানুগ না করা পর্যন্ত উপকারের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষে ক্ষতির আশংকাই রয়েছে বেশী। সুযোগ্য মুবাল্লিগগণের সাহায্যেও তন্‌যীমের শৃংখলা বহুলপরিমাণে রক্ষা পেতে পারে।

জমঈয়তের উদ্দেশ্যের প্রচার, তওহীদ ও সুন্নতের ইশাআত, তন্‌যীমের চেষ্টা, ইলাকা ও শাখাজমঈয়ত-গুলির পরিদর্শন ও অর্থ সংগ্রহের জন্য মুবাল্লিগবাহিনীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ১৯৫৮ সনের বিভিন্ন সময়ে চারজন অবৈতনিক মুবাল্লিগ ছাড়া ত্রিপুরার মওলানা আবদুস্‌সমদ, বগুড়ার মওলানা উস্‌মানগনি, বগুড়ার মওলানা আবদুল্লাহ নগরী, মোমেনশাহীর মওলানা মুস্তাকীম আর ত্রিপুরার মওলানা আলীমুল্লাহ খান স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে মুবাল্লিগের কাজ চালিয়েছেন। এঁদের জন্য ১৯৫৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত দু হাজার টাকার উপর ব্যয় হয়েছে। অথচ এঁরা সমষ্টিগত-ভাবে হাজার টাকাও সংগ্রহ করতে পারেননি। অর্থাৎ এঁরা যে টাকা সংগ্রহ করেছেন তাতে সব সময়ে জমঈয়-তের ফণ্ড থেকেই এঁদের বেতনের অধিকাংশ ভর্তি করতে হয়েছে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে মুবাল্লিগ সাহেবানের নিকট হ'তে তাঁহাদের ডাইরী ও হিসাবপত্র বুঝে নেও-য়ার ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়নি। এঁদের কর্মতৎপরতাও কেবল ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা আর বগুড়ার সামান্য কয়েকটি স্থানে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। বর্তমানে মাত্র দু'জন মুবাল্লিগ স্থায়ীভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আধুনিক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত, উচ্চশিক্ষিত, ত্যাগধর্মী ও পরিশ্রমী মুবাল্লীগদল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত তবলীগের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হওয়ার উপায় নেই। প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সুযোগ্য ওয়ায়েজ ও মুবাল্লিগের দাবী ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। এসম্বন্ধে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক। শুধু তন্‌যীম ও তবলীগ বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য এক-জন ইন্‌চার্জ থাকা উচিত।

কোন প্রকার আন্দোলনই সাহিত্য ও সাংবাদিক-তার মাধ্যম ছাড়া চলতে পারেনা। এদিক দিয়ে আমাদের দারিদ্র ভয়াবহ।

আল্লাহর বাণী কুরআনে আযীম বা রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র হাদীসের একখানাও অদলীয় ও নিরপেক্ষ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাঙলা অনুবাদ আমাদের নেই। বাঙলায় যেসব অনুবাদ প্রকাশ লাভ করেছে, সেগুলি আহ্‌লেহাদীস দৃষ্টিভংগীর সঙ্গে সুসমঞ্জস নয়, বরং কতক অনুবাদকে সহীহ বুখারীর খণ্ডন অথবা মু'তাযিলা মতবাদের প্রচারণা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। দ্বীনিয়াত, ইতিহাস, জীবনী ও ফিক্‌হুলহাদীস ইত্যাদি বিভাগের কথা উচ্চারণ করে কোন লাভ নেই! দুঃখের বিষয় পূর্ব পাকিস্তানে আরাবী শিক্ষিত আহ্‌লেহাদীস উলামার মধ্যে বাঙলা ভাষায় পারদর্শী লেখকদের সংখ্যা বিরল। পূর্বে হয়তো বাঙলার অনভিজ্ঞতা বড় মৌলবী হওয়ার আলামত ছিল, কিন্তু এতে ক'রে সমাজ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা চিন্তা করতেও শরীর শিহরিত হয়। আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে বাঙলা ভাষার নিপুণশিল্পী কিছু-সংখ্যক রয়েছেন, কিন্তু আরাবী ভাষার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ অতি সামান্য আর আহ্‌লেহাদীস দৃষ্টিভংগীর সঙ্গে তাঁরা একদম অপরিচিত। বাজারে চাপ এই শ্রেণীর বই পুস্তকগুলির সাহায্যে ঘরে আর বাইরে আহ্‌লেহাদীসদের প্রতি অশ্রদ্ধাই বেড়ে চলছে। এর আশু ও উপযুক্ত প্রতিকার ব্যবস্থা চাই। জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস সামান্য কয়েকখানা পুস্তক প্রকাশ করেছে। সুরত আলফাতিহার একটা প্রায় হাজার পৃষ্ঠার তফ্‌সীর আর আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের ইতিহাস প্রস্তুত রয়েছে কিন্তু অর্থাভাবের জন্য প্রকাশ করা হয়নি। এবৎসরে মাত্র "তিন তালাক-প্রসঙ্গ", পীরতন্ত্র আর সিয়ামে রামাযানের ৩য় সংস্করণ এই তিনখানা মাত্র পুস্তিকা নূতন মুদ্রিত হয়েছে। সমাজে যাঁরা লিখতে পারেন, তাঁরা ব্রতী না হলে এই অত্যাবশ্যক বিভাগের উন্নতিসাধন করার কোন উপায় নেই। পারিশ্রমিক দিয়ে অথবা অন্য যেকোন উপায়ে তসনীফ ও তা'লীফ বিভাগের কাজ অগ্রসর করান উচিত।

এই সংশ্রবে আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র মাসিক তর্জুমানুলহাদীস ও সাপ্তাহিক আরাফাত যে সেবা-দান করে যাচ্ছে, সেকথা কারুরই অবিদিত নেই। কিন্তু মুশ্‌কিল এই যে, বৎসরে বৎসরে হাজার হাজার টাকা ক্ষতি দিয়ে এই দু'খানা কাগজ আর কতদিন যে চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে, সেকথা ভেবে স্থির করা কর্তব্য। প্রেস বিভাগে চলতি বৎসরে সর্বশেষ আয় হয়েছে ১৪ হাজার ১ শত ৪৮ টাকা নয় আনা ৬ পয়সা মাত্র। কিন্তু তর্জুমান ও আরাফাত আর প্রেসের টাইপ ইত্যাদিতে এই আয়ের সব টাকা ব্যয় করার পরও জমঈয়ত ফণ্ড থেকে অতিরিক্ত ৫ হাজার ৮ শত পচাত্তর টাকা ৬ আনা তিন পয়সা প্রেস বিভাগে ব্যয় করতে হয়েছে। এই টাকার মধ্যে ১২ শত টাকা প্রেসকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালু করার জন্য খরচ হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৫৮ সনে আরাফাত আর তর্জুমানের জন্য মোটামুটি প্রায় ৪ হাজার টাকা ক্ষতি দিতে হয়েছে। এই দু'খানা কাগজের জন্য নিউজ প্রিণ্টের নির্দ্ধারিত কোটা না পাওয়া উল্লিখিত ক্ষতির অন্যতম কারণ। পক্ষান্তরে ব্যয়সংক্ষেপের জন্য মাত্র দুজন লোক দু'খানা কাগজের সম্পাদনা বিভাগে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রেস ম্যানেজারও অল্প বিস্তর সাহায্য করে থাকেন। কাগজ দু'খানা ঠিকভাবে চালু রাখতে গেলে সম্পাদনা বিভাগে অন্ততঃ আরও একজন সহকারী আবশ্যক, এতে করে ব্যয়ের পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে। উল্লিখিত সংকট থেকে কোই উপায় হওয়ার দুটি মাত্র উপায় রয়েছে, প্রথমতঃ গ্রাহক সংখ্যা বর্ধিত করা, দ্বিতীয়তঃ ম্যানেজিং ব্যবস্থার উন্নতি বিধান। বহু অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও জমঈয়তের সদস্যগণ এ বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করছেননা। আর বর্তমান সম্পাদনার পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করা সম্ভবপর হবেনা। বর্তমান সম্পাদক তাঁর স্থায়ী পীড়া আর অন্ধত্ব প্রায় অবস্থার জন্য যথোচিত ভাবে কাজ সম্পন্ন করতে সমর্থ নন। মোটের উপর যদি তর্জুমানুলহাদীস ও আরাফাতের আবশ্যকতা জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের সদস্যগণ স্বীকার না করেন, তাহলে কাগজে দু'খানা অন্ততঃ একখানা বন্ধ করে দেওয়াই উচিত।

বন্ধুগণ, আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের দৃষ্টিভংগী হচ্ছে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের [দঃ] নির্দেশকে উদার ও মুক্ত মনে আর দলীয় প্রভাবের বাইরে বুঝতে আর গ্রহণ করতে সচেষ্ট হওয়া। এরূপ মনোভাব আর দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি করার জন্য অনুকূল শিক্ষাব্যবস্থার আবশ্যক। ১৯৫৮

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সালের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে উল্লিখিত আদর্শের একটি শিক্ষাগার স্থাপন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। উক্ত প্রস্তাবে আরও স্থিরীকৃত হয়েছিল যে, আপাততঃ দশটি টাইটেল অথবা ফাজেল পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে বৃত্তি দিয়ে মাদ্‌রাসায় গ্রহণ করা হবে। উপযুক্ত উস্তাযগণের অনুসন্ধানে উল্লিখিত প্রস্তাব কার্যে পরিণত করতে বহু বিলম্ব ঘটে গিয়েছে। মাদ্‌রাসার ঘর ও একজন শিক্ষকের ইনতেযাম অনেক আগে থেকে করা হলেও কার্যতঃ ১৯শে ডিসেম্বরের পূর্বে মাদ্‌রাসার উদ্বোধন সম্ভবপর হয়নি। আপাততঃ রহমানীয়া দিল্লীর সর্বপুরাতনদলের ১ জন ফাযেল জনাব মওলানা শুজাউদ্দীন সাহেব আর মধ্যবর্তীকালের ১ জন ফাযেল জনাব মওলানা আবুলকাসেম সাহেব আর ১ জন হাফেযে কুরআন মৌলভী শামসুদ্দীনকে দিয়ে শিক্ষাদানের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। এপর্যন্ত তিনজন মাদ্‌রাসা ফাযেল ছাত্র ভর্তি হয়েছেন আর বালকদের জন্য কুরআন ও কিরআত শিক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। বিগত ডিসেম্বরের শেষ তারীখ পর্যন্ত মাদ্‌রাসার জন্য দেড় হাজার টাকা ব্যয় হ'য়েগেছে। কিন্তু অভিপ্রেত ছাত্র পাওয়া গেলে হয়ত আরও একজন যোগ্যতর শাইখুল হাদীসের প্রয়োজন হবে। আনুসঙ্গিক কতকগুলি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য একজন প্রোফেসারও পার্টটাইম নিযুক্ত করতে হবে। ফলকথা, জম্‌ঈয়তের আদর্শকে সম্মুখে রেখে ঈপ্সীত মাদ্‌রাসা পরিচালিত করতে হলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হবে। জম্‌ঈয়তের সদস্যগণ সকলেই জম্‌ঈয়তের পরিপুষ্টির জন্য আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বর্ধিত করার জন্য যত্নবান হ'লে এই আদর্শ দ্বীনী শিক্ষাগারটির উন্নতিবিধান ও একে দৃঢ়ভিত্তিক করা ইন্‌শাআল্লাহ কষ্টকর হবেনা।

বন্ধুগণ, জম্‌ঈয়ত কাউন্সিলের বিগত অধিবেশনের প্রস্তাব মত ঢাকা যিলার অধিবাসী মওলবী মীযানুররহমান বি, এ, বি, টিকে মাসিক ২৫০৲ টাকা বেতনে অফিস সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি বিগত সেপ্টেম্বর থেকে চার্জ গ্রহণ করেছেন। জম্‌ঈয়তের আদর্শের মর্যাদা রক্ষা করে যদি তিনি তাঁর কর্তব্য যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করে যেতে পারেন, তাহ'লে হয়ত জম্‌ঈয়ত আল্লাহর অপার অনুগ্রহে অধিকতর গৌরব ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হবে।

বেরাদরানে মিল্লত, সমুদয় কামইয়াবীর মূলধন হচ্ছে আদর্শের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় আর কর্তব্য পালনের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম। যারা এই দুই পুঁজির অধিকারী, তারা কখনও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়না, হ'তে পারেনা। শুধু এইদু'টি মূলধনের বদওলতেই শতপ্রকার বাধাবিঘ্ন ও বিরোধিতা উল্লংঘন করে জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীস আজ পূর্বপাকিস্তানে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। জামাতের তন্‌যীম, কুরআন ও হাদীসের তবলীগ, সৎসাহিত্যের প্রচার, সাময়িক প্রত্রাদির প্রকাশনা আর উচ্চ দ্বীনী শিক্ষার সম্প্রসারণ কল্পে বাৎসরিক ন্যূনাধিক ৩৬ হাজার টাকা আজ এই জম্‌ঈয়ত ব্যয় করতে সমর্থ হচ্ছে। আমি মনে করি, পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস এই প্রদেশের আহ্‌লেহাদীসের প্রাণ-প্রদীপ স্বরূপ। আপনারা সমবেতভাবে চেষ্টা করলে এই জম্‌ঈয়ত অসাধ্যসাধন করতে পারে।

وماذلك على الله بعزيز -

কিন্তু বন্ধুগণ, এক যুগের অধিককাল ধরে আমাকে যে বোঝা বহন করতে দেওয়া হয়েছে, অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমি সে দায়িত্ব প্রাণপণ শক্তিতে এযাবত পালন করে এসেছি। কিন্তু আমার শক্তি বার্ধক্যের জন্য আর প্রাণান্তকর পীড়ার বিরামহীন আক্রমণের ফলে নিঃশেষিত হয়েছে, চলাফেরার আর ক্ষমতা নেই, দৃষ্টিশক্তি কষ্টদায়ক ও ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, স্মৃতিশক্তিও দুর্বল হয়েছে। গত বৎসরই আমি আপনাদের কাছে অবসর প্রার্থনা করেছিলাম কিন্তু আপনাদের নির্দেশে আরও বছর খানিক দুঃখে কষ্টে কাজ চালিয়ে দিয়েছি। এরপর এ গুরুভার বহন করা আমার পক্ষে আর সম্ভবপর হবেনা। সুতরাং গত বৎসরের প্রতিশ্রুতি মত আশাকরি আপনারা আমাকে এবারে ছুটি দিবেন। বার বৎসরের ভিতর জম্‌ঈয়তের যেটুকু মঙ্গল সাধিত হয়েছে, তজ্জন্য আমি আল্লাহর শোক্‌র আদা করছি আর যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি, ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে, তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি একাই স্বীকার করে নিচ্ছি আর তজ্জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

এই রিপোর্ট শেষ করার আগে জম্‌ঈয়তের

www.ahlehadeethbd.org

ক্যাশিয়ার রূপে ১৯৫৮ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার কাছে যে টাকা জমা হয়েছে আর দফ্‌তরের ইনচার্জগণ আমার নিকট থেকে ব্যয়ের জন্য যে যে বাবত যে টাকা গ্রহণ করেছেন জমঈয়ত, মাদ্‌রাসা আর প্রেসের ভিন্নভিন্ন খাতে উক্ত জমা ও খরচের হিসাব নিয়ে প্রদর্শিত হল। বিস্তৃত হিসাব অফিস সেক্রেটারী মওলবী মীযানুররহমান সাহেব বি, এ-বি টি উপস্থিত করবেন।

পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস, আলহাদীস প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস ও মাদ্‌রাসাতুল হাদীসের জমা টাকা ও ব্যয়ের তালিকা। ১৯৫৮ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত

মাস	জমঈয়ত		প্রেস		মাদ্‌রাসা	
	জমা	খরচ	জমা	খরচ	জমা	খরচ
জানুয়ারী	৪৫৯৪ /১৫	২৭৭০।৶১০	১১৭৮।৵	১৩১৮৸৶১৫	×	×
ফেব্রুয়ারী	৪৫৮॥/০	১১২৬ /১০	৬৮২॥০	১১৯৮।৶০	×	×
মার্চ	১০৪৩৵০	৮১৮৸ ৫	৭৭২৵০	২৯৩৯॥৵১০	×	২৭০৲
এপ্রিল	৩০১১৲	১০৯৯॥ ১০	৭৭০।০	১১০৬ ৵১০	×	×
মে	১০৬৪৪ ৵১০	১২৫৫৸৵১০	২৩৪৯৸৵০	১৭৪০৸/ ১০	×	×
জুন	২৬৮৩৸/০	১৩৯৬৸ ৫	১০৩৪।/০	২৩৭৭॥ ১০	×	×
জুলাই	৪৭৬৫।৵০	৭৭৭। ১০	১৬৪৭৸০	১৫৯১॥৵১০	×	১৮০৲
অগাস্ট	২৭৪০৸ ১৫	১৩৩৯। ১৫	১৪৫৯৸/০	১৩৭৭ ৵১০	×	×
সেপ্টেম্বর	২০৯।৵	৩৬২৸৵ ৫	৭১১।/০	১৩৫৮॥/ ৫	×	×
অক্টোবর	৪৭৪৲	৭৫৭৸/ ৫	১০৭১॥১০	১৪৭৭॥ ১০	×	১২৫৲
নভেম্বর	১৩১৶০	১৬০৫৵০	১৩০০৸/০	১৮০৫।/১০	×	২১৩॥৵১০
ডিসেম্বর	৪৩১৸ ১০	১০৩১॥/	১১৬৯৸৶০	১৭৩২ ৵৫	১৩৪২৲	৬৬৭।/ ৫
১৯৫৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত উদ্বৃত্ত ১১৭০২৵১৫						
মোট	৪২৮৮৯।৫	১৪৩৪১॥/১৫	১৪১৪৮॥/ ১০	২০০২৩৸৫	১৩৪২৲	১৪৫৫৸৶১৫

১৯৫৮ সনের জমা ও খরচের সংক্ষিপ্ত হিসাব

জমঈয়ত খাতে ১৯৫৮ সনের ১২ মাসে সর্বশুদ্ধ জমা পাওয়া গিয়েছে: ৩১১৮৭।১০ একত্রিশ হাজার একশত সপ্তাশি টাকা চারি আনা দু'পয়সা মাত্র। ১৯৫৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত উদ্বৃত্ত তহবীল ছিল: ১১৭০২৵১৫ এগার হাজার সাতশত দু'টাকা তিন পয়সা মাত্র। কিন্তু ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সনে প্রেসের ঘাটতি পূরণ করতে ব্যয় হয়েছে: ৫৯১৩।০ পাঁচ হাজার নয়শত তের টাকা চার আনা মাত্র। সুতরাং উদ্বৃত্ত তহবীল সহ মোট জমা ৪২৮৮৯।/৫ বিয়াল্লিশ হাজার আটশত উননব্বই টাকার মধ্য হতে ঘাট্‌তি ৫৯১৩।০ পাঁচ হাজার নয়শত তের টাকা পূরণ করার পর ১৯৫৮ সনের ১২ মাসের উদ্বৃত্ত তহবীল সহ নীট জমা হয়েছে: ৩৬৯৭৬/৫ ছত্রিশ হাজার নয়শত ছিয়াত্তর টাকা এক আনা একপয়সা। আর ১৯৫৮ সনের ১২ মাসে জমঈয়ত খাতে সর্বশুদ্ধ ব্যয় হয়েছে: ১৪৩৪১॥১৫ চৌদ্দ হাজার তিনশত একচল্লিশ টাকা আটআনা তিন পয়সা মাত্র।

অতএব ১৯৫৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বরে জমঈয়তের উদ্বৃত্ত তহবীল রহিয়াছে ২২৬৩৪।/১০ বাইশ হাজার ছয়শত চৌত্রিশ টাকা পাঁচ আনা দু'পয়সা মাত্র।

প্রেস খাতে ১৯৫৮ সনের ১২ মাসে সর্বশুদ্ধ জমা পাওয়া গিয়াছে ১৪১৪৮॥/০ চৌদ্দ হাজার একশত আটচল্লিশ টাকা নয়আনা দু'পয়সা মাত্র আর ১৯৫৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আরাফাতের গ্রাহকের চাঁদা বাবত আমার কাছে জমা ছিল ৩২৩৮।০ তিন হাজার দুই-

www.ahlehadeethbd.org

শত আটত্রিশ টাকা চারিআনা। সর্বসাকুল্যে ১৯৫৮ সালে প্রেস খাতে জমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৭৩৮৬৵/১০ সতের হাজার তিনশত ছিয়াশি টাকা সাড়ে তেরআনা। কিন্তু এই সনে এই খাতে ব্যয় হইয়াছে ২০০২৩৸৫ কুড়িহাজার তেইশ টাকা সোওয়া বারআনা মাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এবারেও প্রেসখাতে ২৬৩৬৸৴/১৫ দু হাজার ছয়শত ছত্রিশ টাকা চৌদ্দআনা তিন পয়সা ঘাটতি হইয়াছে।

মাদ্রাসাতুল হাদীসের খাতে ১৯৫৮ সনে জমা পাওয়া গিয়াছে ১৩৪২৲ এক হাজার তিনশত বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র আর এই সময়ে মাদ্রাসার জন্য ব্যয় হইয়াছে ১৪৫৫৸৶/১৫ এক হাজার চারশত পঞ্চান্ন টাকা পৌনেষোল আনা মাত্র। অর্থাৎ ১৯৫৮ সনে মাদ্রাসার খাতে ১১৩৸৶/১৫ একশত তের টাকা পনের আনা তিন পয়সা ঘাটতি হইয়াছে।

এক নজরে জমা ও খরচ

	জমা	খরচ
জম্ঈয়ত :	৩৬৯৭৬/৫	১৪৩৪১৷৷১৫
প্রেস :	১৭৩৮৬৸/১০	২০০২৩৸৫
মাদরাসা :	১৩৪২৲	১৪৫৫৸৶/১৫

সর্বমোট জমা : ৫৫৭০৪৸৴/১৫ পয়সা। সর্বমোট খরচ : ৩৫৮২১৷১৫। ১৯৫৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বরে উদ্বৃত্ত ১৯৮৮৩৷৷৵০ উনিশ হাজার আট শত তিরাশি টাকা দশ আনা মাত্র।

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শী
জম্ঈয়ত কাউন্সিল সভা — প্রেসিডেন্ট-ক্যাশিয়ার
১৭।২।৫৯ — পূর্বপাক জম্ঈয়তে আহলেহাদীস।

১৮।২।৫৯ তারীখে পূর্বপাক জম্ঈয়তে আহলেহাদীসের কাউন্সিল সভায় ক্যাশিয়ারের রিপোর্ট জম্ঈয়ত-প্রেসিডেন্ট কর্তৃক পঠিত হয় এবং ১৯।২।৫৯ তারীখের কাউন্সিল সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

মুহাম্মদ হুমায়ুন (বাসুদেবপুরী)
জম্ঈয়তের ১৩শ কাউন্সিল সভার সভাপতি।
১৯।২।৫৯

ঝর্ণা রাণী

জসীমুদ্দীন

সুপা-পুকুর—বগুড়া

(তব) দেহ জিনিয়া চন্দ্রমা
বিকশিত মনোরমা
অপরূপ অনুপমা
তুমি চির যৌবনা॥

যুগে যুগে তালে তালে
পাহাড়ের কোলে কোলে
নাচ তুমি কলরোলে
তুমি চির ঝরণা॥

কোথা থেকে এলে তুমি
পাহাড়ের পদ চুমি'
যাইতেছ কোথা তুমি
সে কথা ভুলিওনা॥

যৌবনের কূলে কূলে
সুন্দরের খেলা খেলে
বিধাতারে দেলে দেলে
কখনও ভুলিও না॥

বর্তমানে অবহেলে
অতীতেরে পিছে ফেলে
ভবিষ্যৎ নিয়ে গ'লে
খোদাকে পাইবেনা॥

কর্ম পথে ধর্ম আনো
আশার পথে বাধা বোনো
শয়তানে শর হানো
আসবে তবে জয়॥

আবর্তনে বিবর্তনে
সাগরের ঊর্মি সনে
নভোলোক মেঘের স্বজনে
তুমি হবে অক্ষয়॥

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩৪০ পৃষ্ঠার পর ফুটনোটের অবশিষ্ট

যয়েদ বিনে আস্‌লম, উসমান বিনে উরওয়া বিনুয্‌যুবায়ের, ইমাম মালেক, ইব্‌নে আবি হাযিম, মোহাম্মদ বিনে মুস্‌লিমা, ইব্‌নুল মাজশুন আর বসরাস্থ আম্‌র বিনে সলমা, আবুমরইয়ম হানাফী, হাসান বিনে আবিল হাসান, জাবির বিনে যয়েদ, ইব্‌নে সিরীন, আবুকলাবা, মুস্‌লিম বিনে ইয়াসার, আবুলআলীয়া, কতাদা বিনে দআমা, আয়াস বিনে মুআবিয়া, ইব্‌রাহীম বিনে আলীঈয়াহ, ইয়াহ্‌য়া বিনে সঈদুল কাত্তান, আবদুর্‌রহমান বিনে মহ্‌দী, শোবা বিনুল হাজ্জাজ আর কুফাস্থ আল্‌কামা বিনে কয়েস, আস্‌ওয়াদ বিনে ইয়াযীদ, আবুময়সারা, মস্‌রূক, সল্‌মানী, শুরায়হ কাযী, আবদুর্‌রহমান বিনে ইয়াযীদ, আবুহুযায়ফা, যর বিনে হবায়েশ, খল্লাস বিনে আম্‌র, আমর বিনে ময়মুন, আবদুর্‌রহমান বিনে আবি লয়লা, ইব্‌রাহীম নখ্‌য়ী, আবু আমির শা'বী, সঈদ বিনে জুবায়ের, হাম্মাদ বিনে আবিসুলায়মান, মস্‌আব বিনে কুদামা, ইব্‌নে শব্‌রমা, কাযী শরীক, সুফ্‌য়ান সওরী, ইমাম আবুহানীফা, হাসান বিনে সালিহ বিনে হাই আর বাগদাদীগণের মধ্যে আবদুল্লাহ বিনুল মুবারক, নঈম বিনে হাম্মাদ, ইমাম আবুসওর বাগদাদী, ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল, ইস্‌হাক বিনে রাহ্‌ওয়ে, আবুউবায়েদ কাসেম বিনে সল্লাম, ইমাম আবু সুলায়মান দাউদ বিনে আলী, মুহাম্মদ বিনে নস্‌র মরওয়াযী, ইমাম মুহাম্মদ বিনে ইস্‌মাঈল বুখারী, ইমাম ইব্‌নে জরীর তবরী, ইব্‌নুলমন্‌যর নেশাপুরী প্রভৃতি ফকীহগণ ফত্‌ওয়ার যথার্থ ধারক ও বাহক ছিলেন এবং আহ্‌লেহাদীসের যে ব্যাপক ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে ইঁহারা সকলেই আহ্‌লেহাদীস ছিলেন।

পরবর্তী যুগে আহ্‌লেহাদীসের ব্যাখ্যা অধিকতর পূর্ণতালাভ করে। উম্মতিগণের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নেতৃত্বে যখন ফিক্‌হী দলগুলি গড়িয়া উঠে এবং নেতার ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়া উপরিউক্ত দলগুলি পরিচয়লাভ করিতে থাকে তখন আহ্‌লেহাদীসগণ ব্যক্তিত্বের এই গণ্ডী স্বীকার করিতে রাযী না হইয়া প্রাথমিক যুগত্রয়ের সনাতন পদ্ধতিতে দৃঢ় থাকিয়া যান। তাঁহারা রসূলুল্লাহর ব্যক্তিত্ব ছাড়া অপর কাহারো ব্যক্তিত্বের প্রতি সর্বতোভাবে নির্ভর করিতে এবং উম্মতি বিশেষের নামের সংযোগে নিজেদের পরিচয় প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন। রসূলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত কোন ব্যক্তি যত বড় বিদ্বান ও ধীমাণ হউননা কেন, তাঁহার সমুদয় অভিমত ও সিদ্ধান্তকে আহ্‌লেহাদীসগণ অভ্রান্ত ও অনুসরণযোগ্য বলিয়া মানিতে অস্বীকার করেন। হাদীসের গ্রহণ ও বর্জন সম্বন্ধেও তাঁহারা এ নিয়ম অস্বীকার করেন যে, যিনি যে দলের প্রধান, কেবল তাঁহার অনুমতি সূত্রেই রসূলুল্লাহর (দঃ) কোন হাদীস অনুসরণীয় হইতে পারিবে এবং তিনি যে কারণেই হউক কোন হাদীস গ্রহণ করিয়া না থাকিলে উক্ত হাদীসের প্রামাণিকতা সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও উহা প্রতিপালনযোগ্য বিবেচিত হইবেনা।

আহ্‌লেহাদীসদিগকে "আসারী" ও "আখ্‌বারী" রূপে বিভক্ত করিয়াছে কে, তাহা অজ্ঞাত হইলেও একথা সত্য যে, ইমাম আবুহানীফা ও ইমাম মালিকের সময় পর্যন্ত হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিদ্বানগণের ব্যাপক অভিযান শুরু হয়নাই। বিদ্বানগণ স্বস্ব নগরের আহ্‌লেফতাওয়াদের রেওয়ায়ত ও অভিমতকেই যথেষ্ট মনে করিতেন। রসূলুল্লাহর (দঃ) তিরোধানের পর সাহাবীগণ যখন বাগদাদ, বসরা, কুফা, মক্কা, মদীনা, শাম, আলজাযায়ের, মিসর, পারস্য ও পাকভারতের সীমান্ত সিন্ধু পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন রসূলুল্লাহর (দঃ) সমস্ত হাদীস কেবল মদীনা বা কুফা হইতে সংগ্রহ করা যে সম্ভবপর ছিলনা, সেকথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইমাম মালিক বা ইমাম আবুহানীফা শুধু স্বস্ব নগরের বিদ্বানগণের রেওয়ায়ত ও ফতাওয়ার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মযহবে সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ফত্‌ওয়ার বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। নতুবা রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসের মুকাবিলায় সাহাবা বা তাবেয়ীগণের উক্তি অগ্রগণ্য করা ইমাম মালিক বা ইমাম আবুহানীফা কাহারো মযহবের অসূল নয়।

ইমাম শা'রানীর মত আমি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করি যে, ইমাম মালিক ও ইমাম আবুহানিফার সময়ে যদি পরবর্তী যুগের মত হাদীস শাস্ত্রের বিপুলভাণ্ডার সংগৃহীত থাকিত, তাহাহইলে তাঁহাদের মযহবেও রায় ও ইজ্‌তিহাদের আধিক্য দেখা যাইতনা। ইমাম মালিকের বিবেচনায় মদীনার বিদ্বানগণের ইজ্‌মাই হইতেছে

www.ahlehadeethbd.org

হাদীস সংগ্রহের ভূমিকা

মেহরাবআলী

খৃষ্টান মিশনারীগণের অপপ্রচারণা যে, হযরত রসুলের জীবদ্দশায় তাঁহার ছাহাবাগণের নিকট তদীয় বাণীসমূহের বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিলনা। হজরত রসুলের মৃত্যুর পর যখন এমন সব "অপূর্ব ও অভিনব অবস্থার উদ্ভব হইতে থাকে যে সবের কোরানে কোন ব্যবস্থা নির্দেশিত নাই", তখনই হাদীছ সংগ্রহকার্যের সূচনা হয়।

প্রথমতঃ ইহাকে একটি নিছক অমূলক কল্পনা বলিতে হইবে। পবিত্র কোরানে বলা হইয়াছে "আমরা তোমার উপর যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহাতে সমস্ত বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে।" পুনশ্চ উহাতে আরো বলা হইয়াছে "আমরা এই গ্রন্থে (কোরান) কোন বিষয় সম্বন্ধে (বর্ণনার) ত্রুটি রাখি নাই।" সুতরাং রসুলের মৃত্যুর পর এমন সব "অপূর্ব ও অভিনব অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, কোরানে যাহার কোন ব্যবস্থা নির্দ্দেশিত নাই" এধারণা পোষণ করা নিরেট মূর্খতাব্যঞ্জক! কোরানের অন্তর্নিহিত জ্ঞানভাণ্ডার অসীম ও অন্তহীন এবং কার্যতঃ তাহা সর্বকালীন হেদায়তে পরিপূর্ণ। অবশ্য কালক্রমে কোরানের যাবতীয় বাণীর সত্যস্বরূপ উত্তরোত্তর সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইয়া পড়িতেছে। অধিকন্তু মহানবী ছিলেন কোরানের নির্দেশানুসারে পরিচালিত।

কোরানই তাঁহার চরিত্র (১)—এই উক্তি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, হাদীসশাস্ত্র বিশেষ কোন বচনমালা নয়—মূলতঃ উহা কোরানি আইনকানুনাদির ব্যাপক ভাষ্য ও আলোচনা এবং কোরানের অন্তরজাত জ্ঞান বিজ্ঞানাদির ব্যবহারিক প্রকাশনা। সুতরাং শুধু কোরানে অনুল্লিখিত সমস্যাদির সমাধান করাই হাদীস সংগ্রহের মূলীভূত কারণ, এরূপ সঙ্কীর্ণ ধারণা পোষণ করা অত্যন্ত অন্যায়।

দ্বিতীয়তঃ এইরূপ উক্তির দ্বারা হযরতের প্রিয় সহচরগণের অতুলনীয় নবীভক্তির উপর অযথা কুৎসা নিক্ষেপ করা হয়। ছাহাবাগণের নবী-প্রেম ছিল ভক্তের ইতিহাসে জগতবিখ্যাত। রসুলের মৃত্যুর কথা প্রথম অবস্থায় তাঁহাদের মধ্যে কেহই বিশ্বাস করিতে পারেননাই। "তাঁহার মত একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক—যিনি মাত্র কয়েকটি বৎসরে সমগ্র আরবভূমির আমূল পরিবর্তনসাধন করিতে সক্ষম হইলেন—অবশেষে তিনিও যে সাধারণ লোকের অবস্থাধীন হইবেন, ইহা যেন তাঁহাদের কল্পনায় ছিল অসম্ভব। কঠোরভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হইলে তিনিও সম্ভবতঃ অন্যান্য মহাপুরুষগণের মত দৈব সম্মান (*Divine honor*) প্রাপ্ত হইতেন।" এতএব নবীর

হযরত আয়েশা বলিয়াছেন—কা'না খুলকুহুল কোরআন।

---

৩৫৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ

প্রকৃত ইজ্‌মা। অনেক বিদ্বানই সাহাবাগণের ইজ্‌মাকেই প্রকৃত ইজ্‌মা বলিয়াছেন আবার কেহ কেহ আহ্‌লেবয়েতগণের ইজ্‌মাকেই প্রামাণ্য বলিয়াছেন। মদীনা ৩৫ হিজরী পর্যন্ত ইস্‌লাম খিলাফতের কেন্দ্র আর রসুলুল্লাহর (দঃ) সাহাবাগণের বাসস্থান ছিল, সুতরাং সে-সময় পর্যন্ত মদীনাবাসীগণের ইজ্‌মাকে অগ্রগণ্য বিবেচনা করার মধ্যে কোন অসঙ্গতি নাই। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইমাম শাফেয়ী স্বীয় ছাত্র ইমাম আহ্‌মদকে বলিতে বাধ্য হইলেন, দেখ, তুমি যদি কোন সহীহ হাদীস পাও, সে হাদীস শামী হউক, কুফী হউক, বসরী হউক, যেস্থানেরই বিদ্বান কর্তৃক রেওয়ায়ত হইয়া থাকুন না কেন, আমাকে জ্ঞাপন করিবে। কারণ আমাদের চাইতে তোমরা হাদীসের সন্ধান বেশী রাখ—হজ্জাতুল্লাহিলবালিগা।

প্রত্যেক বস্তুর মৌলিক বৈধতা সম্পর্কিত অসুল ব্যবহারিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ। ইবাদতের প্রত্যেকটি বিষয়, উহার পরিমাণ (মকাদীর) ও ভঙ্গিমা (হায়আৎ) সহ শরীআতে প্রমাণিত থাকা আবশ্যক। কোন কার্যকে শরীআতের অনুমতি ব্যতীত দ্বীনের পর্যায়ভুক্ত করিয়া লওয়াই বিদ্‌আত এবং ইমাম ইব্‌নেহয্‌ম ও তাঁহার গ্রন্থসমূহে ইহার কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছেন।—তজুমান সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

সহচরগণের নিকট তাঁহার বাণীর ও কার্যকলাপের কোনই গুরুত্ব ছিলনা—এরূপ হেঁয়ালীপূর্ণ মন্তব্যকে মানুষের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ বলিতে হইবে। এমন-সব ভক্তবৃন্দ যাঁহারা তাঁহার অদেশে বাস্তহারা হইয়া-ছিলেন, কঠোর পরীক্ষামুহূর্তে যাহাদিগকে তাঁহার পার্শ্বে ধীর স্থির থাকিতে দেখা গিয়াছে, মারাত্মক শর ও তরবারীর অজস্র বর্ষণের ভিতরেও যাহারা নিঃসঙ্কোচে ছুটিয়া আসিতেন তাঁহার সন্নিধানে, এবং তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে মৃত্যু ও ধ্বংসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রতিযোগীতা চালাইতেন, তাঁহাদের কাছে রসূলুল্লাহর বাণীর ও আচরণের কোন গুরুত্ব ছিলনা, এরূপ প্রলাপোক্তি কেবল সত্যজীবী খৃষ্টান মিশনারী এবং তাঁদের পদাংকানুসারীদের মুখেই শোভা পায়। দীর্ঘ চৌদ্দ শতাব্দীর পরও রসূলের প্রতি জাতির এই অচলাভক্তিতে আজ যে সামান্যমাত্রও ভাটা পড়িয়াছে, তাহা মনে হয়না। আজো ভক্তবৃন্দের অন্তরবীণার তারে নবী প্রেমের মৃদু গুঞ্জনের অনুরণন শুনিতে পাওয়া যায়:

"বা গেছু-য়ে-রসূলুল্লাহ কে হাস্তাম নেছারে রূ-এ
তাবানে মুহাম্মদ।
দারীঁইরাহ গর-কুশান্দাম্ ওয়ার বাছুজান্দ নাতাবাম্
রূ যি ইওয়্যানে মুহাম্মদ।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, মহানবীর ভক্তগণের পক্ষে নিজেদের মহিমান্বিত নেতার প্রত্যেকটী বাণী ও গতিবিধির প্রতি সতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা ছিল অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। এইখানেই হাদিস শাস্ত্রের আকৃতির মূলরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যে কোন কাল বিশেষের রাজবিধি, সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থানুরোধে সৃজিত বা সংকলিত হইয়াছিল এরূপ কোন বিরূপ সিদ্ধান্তে উপ-নীত হওয়ার কোন অর্থ দাঁড়ায় না এখানে। এমনকি মহানবীর শত্রুরা পর্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, "মহানবী তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ এবং যাহারা তাঁহাকে দৈহিক ভাবে দেখার সুযোগ লাভ করিতে পারেননাই, তাঁহাদের সকলের দ্বারা তিনি যে বিপুল শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বস্তুতঃ সেই ভক্তিপ্রবণতাই এক দিন তাঁহাদের সকলকে নবীর সর্ববিষয়ক বাণীর সংরক্ষণ ও পুনরাবৃত্তির পথে স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে পরিচালিত করিয়া-ছিল।" প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ যেসমস্ত স্বর্গীয় অবদান লাভে ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন, সেই অমূল্য অবদানের প্রধানতম বস্তু ছিল মহানবীর প্রতিটি কথা ও গতিবিধির প্রতি তাহাদের ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টির নিবিষ্টতা। তৎকালীন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাদের এই সব গুণের জলন্ত স্বাক্ষর বিদ্যমান। ইমাম মুস্‌লিম ইব্‌নে আব্বা-ছের একটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"আমরা হাদিস রক্ষা করিতাম এবং রসূলের হাদীস অবিকৃত ভাবে সং-রক্ষিত হওয়া অবশ্যই উচিত।" হযরতের কতিপয় ছাহাবা হাদীস সংরক্ষণ কার্যে এতই সমুৎসুক ছিলেন যে, তাঁহারা সর্বক্ষণ অনাহারে থাকিয়াও রসূলের সাহচর্যে কাটাইয়া দিতেন।

মহানবী নিজেই তাঁহার বাণীসমূহকে সুরক্ষিত ও হস্তান্তরিত করার আদেশ দিয়াছিলেন। একদা আবদুল-কায়েছ গোত্রের একদল দূত নবীর খেদমতে আগমন করিল এবং বৎসরে একাধিকবার তদীয় খেদমতে হাজির হওয়ার অক্ষমতা প্রকাশ করিল। নবী তাহাদিগকে ইসলামের মূলনীতিগুলি শিক্ষাদান করিলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও বলিলেন যে, "এই সমস্ত কথা স্মরণ রাখিও এবং (তোমাদের গোত্রের) অনুপস্থিত জনবৃন্দকে ইহা অবগত করাইও।" (বুখারী) মালেক বিন হুওয়ায়রিস বলিয়াছেন যে, হযরত রসূল তাঁহাকে ও তদীয় সঙ্গীগণকে বলিলেন—তোমরা স্বস্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন কর এবং আমি যাহা শিক্ষা প্রদান করিলাম তাহা তোমাদের লোকদিগকে শিক্ষা দাও।" (বুখারী)। নবদীক্ষিত মুসলমানগণকে দীনিয়াত শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য ছাহাবাগণের মধ্য হইতে এক একজনকে তাহাদের অঞ্চলে প্রেরণ করা নবী করিমের অভ্যাস ছিল। বস্তুতঃ জনগণ সমীপে প্রেরিত শিক্ষকগণের হাদীস স্মরণ রাখা এবং রসূলের আদেশাবলী ও শিক্ষণীয় বস্তুসমূহকে জনগণের নিকট যথাযথ ভাবে পৌছাইয়া দেওয়া অবশ্য করণীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। নবী করিম বলিয়াছেন বলিয়া তিরমিজী ও এব্‌নে মা'জা কেতাবে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ ঐ-সমস্ত লোকের মঙ্গল করুক, যাহারা আমার হাদীস শ্রবণ করে ও বিশ্বস্তভাবে সুরক্ষিত করিয়া রাখে এবং তাহা যথাযথভাবে অন্যের নিকট পৌছাইয়া দেয়, কারণ উহা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দের মধ্যে এমনও বিশেষ লোক থাকিতে পারে যাহারা (সরাসরি) হাদীস বর্ণনাকারীদের চাইতেও ভালভাবে হাদীস বুঝিবার ও ধারণ করিবার অধিকতর ক্ষমতা রাখে। বুখারী গ্রন্থে আমরা নিম্নোক্ত হাদীস দেখিতে পাই। "যে ব্যক্তি উপস্থিত আছে সে অনুপস্থিত জনের নিকট আমার হাদিছ প্রচার করুক, কারণ ইহাতে এমন ফল দাঁড়াইতে পারে যে, সে এমন লোকের নিকট হাদীস প্রচার করিবে, যেজন তাহার চাইতেও উহা ভালভাবে সংরক্ষণ করিতে পারিবে।" এই সকল হাদীসের মর্মদৃষ্টে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ভাবীকালের জনগণের নিকট তদীয় বাণী বিশুদ্ধভাবে প্রেরণের জন্য দস্তর মত শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

আমরা বিভিন্ন সূত্র হইতে জানিবার সুযোগ পাই যে, মহানবী তদীয় হাদীছগুলি যাহাতে উচিতভাবে বোধিত ও বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয় তজ্জন্য অহরহ উদ্বিগ্ন থাকিতেন এবং তদুদ্দেশ্যে তাঁর বিশেষ আদেশাবলী তিনবার করিয়া পুনরাবৃত্তি করিতেন। তাঁহার ছাহাবাগণও তাঁহার বচনসমূহ ভালভাবে বোধগম্য করিবার চেষ্টা করিতেন এবং উহার অর্থ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য বার বার জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। উপযুক্তভাবে হাদীছ সংরক্ষণের উপায় হিসাবে ইহাই ছিল অবলম্বিত পন্থা।

অধিকন্তু অসত্য হাদীছ বর্ণনার কার্য হইতে নিবৃত্ত করার জন্য নবী করিম এই বলিয়া কঠোরভাবে শাসন করিয়াছেন যে, তোমরা যেকথা নিশ্চিতরূপে জান এমন কথা ছাড়া অন্যকথা লোকগণের সমীপে পৌঁছাইওনা। বস্তুতঃ যাহারা ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে তাহাদের বাসস্থান নরক।" মুসলিম গ্রন্থেও আমরা অনুরূপ বাণী দেখিতে পাই। "জানিয়া শুনিয়া যে ব্যক্তি আমার উক্তি বলিয়া মিছামিছি অপরের কথা বর্ণনা করে সে মিথ্যাবাদীগণের অন্যতম।" বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করিম বলিয়াছেন, "আমার সম্বন্ধে কোন মিথ্যা বাক্য বর্ণনা করিওনা, আমার নামে যেব্যক্তি অসত্য বাক্য বর্ণনা করিবে, সে নরকবাসী।" ছাহাবাগণের পক্ষে এই সকল সাবধানবাণী বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূ হইয়াছিল।

.....মোট কথা—নবী করিমের এই সকল সাবধান বাণী শ্রবণ করার ফলে ছাহাবাগণ জাল হাদীছ বর্ণনায় বিরত থাকিতেন। হাদীছের সত্যাসত্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত ছাহাবারা সহজে কোন হাদীছ বর্ণনা করিতে প্রস্তুত হইতেননা। হযরত উমর এই জন্যই লোকদিগকে হাদীছ বর্ণনা কার্যে উৎসাহ প্রদান করিতেননা। এমন কি হযরত আবুহোরায়রার মত বিশিষ্ট ছাহাবারাও হযরত উমরকে ভয় করিয়া চলিতেন।

এই সকল ঘটনা দৃষ্টে বুঝা যায় যে, হাদীছ সংরক্ষণ কার্য রসূলের জীবদ্দশাতে ও তাঁহার চক্ষুর সামনেই আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ ছাহাবাগণ স্মৃতিপটেই হাদীস রক্ষা করিতেন। আরববাসীগণ অসাধারণ ধীশক্তির জন্য জগতবিখ্যাত। সেদেশের কবিগণ সহস্র সহস্র কবিতা কণ্ঠস্থ ও আবৃত্তি করিবার ক্ষমতা রাখিতেন।

মুইর সাহেব বলেনঃ এই ভাবে সংগ্রহবৃত্তির সমধিক উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল। উহাদের স্মৃতির সংরক্ষণশীলতা [**Tenacity of memory**] এবং যুগপৎভাবে প্রয়োগক্ষমতা [**Power of application**] এতই প্রবল ছিল যে, প্রাথমিক যুগের হাদিছ অনুযায়ী রসূলের জীবদ্দশাতেই তাঁহার কতিপয় ছাহাবা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাদেশ [**revealation**] গুলির যথার্থতা রক্ষা করিয়া পুনরাবৃত্তি করিতে পারিতেন।" নবীর মুখনিসৃত হাদিসসমূহ লিপিবদ্ধ করা হইত এবং তাঁহার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরেও সর্বদা তাঁহার ছাহাবাগণ দ্বারা হাদিছের টিপ্পনী অথবা স্মারকপত্র রাখা হইত। (১)

(১)। হাদীসের টিপ্পনি অথবা স্মারকপত্রের তাৎপর্য অস্পষ্ট। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জীবদ্দশায় সাহাবাগণকে স্বয়ং বা অপর কাহারও দ্বারা হাদীস লিখাইয়া দিতেন অথবা সাহাবাগণ রসূলুল্লাহর (দঃ) জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তাঁহার অমিয়বাণী নিজেরা লিখিয়া লইতেন। কিন্তু হাদীস লিপিবদ্ধ করা অপেক্ষা মুখস্ত করার কার্যে সাহাবীগণ অধিকতর আগ্রহশীল ছিলেন। মদীনা কুফা ও দামেশ্‌ক প্রভৃতি সহরের জামে মস্‌জিদে শ্রুতিধররা সর্বদা মুখস্ত হাদীসগুলির অনুশীলনে রত থাকিতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ হাদীসের কিতাবও রক্ষা করিতেন বটে, কিন্তু হাদীসের স্মারক লিপি তাঁহারা রাখিতেন, এরূপ কথা আমরা অবগত নই।—তর্জুমান সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মহানবীর এন্তেকালের পর হাদীসের সংকলন কাজ স্বতঃগতিতেই সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। সেই মহা-মহিমান্বিত গ্রন্থকার অবশ্য গত হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি জীবনান্ত সাধনা দ্বারা তদীয় ভক্ত অনুচরগণের হৃদয়ের জীবনপেটিকায় যে অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার অনপনেয়-ভাবে [indelibly] হৃদগত করিয়া দিয়া গিয়াছেন—কালের শত আবর্তন বিবর্তনের ধাক্কা খাইয়াও এপর্যন্ত তার কোন কাট ছাঁট বা যোগবিয়োগের প্রয়োজন পড়ে-নাই। মহানবীর প্রত্যেকটি সহচরের মনোভূমি ছিল যেমন হাদীস শাস্ত্রের জন্য একটি সজীব পত্রস্বরূপ অথবা এক একটি গানমুখর গ্রামোফোনের রেকর্ড—যাহাতে নবী-করিমের মূল বাক্যগুলি রক্ষিত হইত। তাঁহারা প্রভুর নিকট কোনপ্রকার প্রশ্নবাদ না করিয়া বরং বিনীত-ভাবে হাদিছের বিক্ষিপ্ত পত্রগুলি উল্টাইয়া প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি দেখিয়া লইতেন। হাদিছ অনুসন্ধানের কার্য নবীর জীবদ্দশাতেই আরব্ধ হইয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সেই অনুসন্ধানোত্তেজনা অবশ্য আরো প্রবলভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে বাকী হাদীসের সংগ্রহকার্য্য স্বতঃগতিতেই সমাধা হইয়া আসিয়াছিল। পরবর্তীকালে যখন মহানবীর মুখনিঃসৃত কতিপয় বাক্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে অনাবশ্যক আপত্তি উত্থিত হইতে থাকে, তখন উক্ত আপত্তি সম্বন্ধে ফয়ছালার জন্য সাক্ষীসাবুদের প্রয়োজন অনি-বার্য্য হইয়া পড়ে। ফলে এই ধরণের হাদিছগুলি সাধারণের শিক্ষাসম্পদ বা আলোচনার সম্পদরূপে পরিগণিত হয়। এই প্রকারে বহু হাদিছ ক্রমে প্রকাশিত হইয়া সমাজের শিক্ষণীয় বস্তুরূপে পরিণত হয়। মুসলিম সমাজের এইরূপ বিবিধ আকস্মিক ঘটনাপুঞ্জ ও প্রয়োজনাবলীর দ্বারা বহু হাদিছ মানু-ষের বিক্ষিপ্ত ও দূরতম স্মৃতির নিভৃততল হইতে উদ্ধারিত হইয়া ধীরে ধীরে সাধারণের বিজ্ঞাপনে নীত হইতে থাকে। আবুহোরায়রা, আনাছ, আবদুল্লাহইবনে আব্বাছ, আয়েশা প্রমুখ হাদিছের বিশ্বস্ত ভাণ্ডার (faithful repositories) তুল্য ব্যক্তিগণ শত সহস্র ব্যাপারের মীমাংসার জন্য নিজনিজ বিজ্ঞতার দ্বারা আলোচনায় নিযুক্ত হইলেন। নবীর জীবদ্দশাতে তাঁহার বাণী ও কর্ম্মসমূহকে সযত্নে তুলিয়া রাখিবার জন্য যে সমস্ত ভক্ত বৃন্দের অন্তরে পূর্ণ উদ্যম বর্তমান ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরেও তাঁহাদের হাদিস অনুসন্ধিৎসার মোহ তাঁহাদিকে অবিশ্রান্ত গতিতে তাড়িত করিয়া লইয়া চলিল সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে জ্ঞানা-লোচনার দ্বারা জ্ঞানবৃদ্ধির যত্ন ও প্রয়াসের কাজে। অধিকন্তু নবদীক্ষিত মুসলমানগণ নিজেদের জীবন প্রবা-হের অলৌকিক পরিবর্ত্তনকারী মানবের সবিশেষ জীবনকথা জানিবার জন্য স্বভাবতঃ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়া ছিলেন। ইহাতে এইরূপ ফল দাঁড়াইল যে হাদিসজ্ঞ ছাহাবাগণের প্রতি অগণিত আগ্রহীশ্রোতা আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন, ফলে মুহাদ্দেছগণের বাসভূমি-গুলি হাদিছের পীঠস্থানরূপে পরিণত হইল। ছাহাবী আবুহোরায়রার ন্যূনাধিক আটশত ছাত্র ছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। স্প্রেঙ্গার সাহেব ইহাকেই হাদিছ সংক-লনের স্কুল বা কলেজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হাদিছের অধ্যাপকরূপে প্রসিদ্ধ ছাহাবাগণ মহা-নবীর নিকট হইতে শ্রুতবিষয়গুলি লোক সমীপে পৌছাইয়া দেওয়াকে পবিত্র কার্য বলিয়া মনে করিতেন। ইহারা এই কাজ সমাধা করিতে গিয়া কোন পার্থিব বাধার পরওয়া করিতেননা। একদা আবুজার বলিয়া-ছিলেন:—যদ্যপি তোমরা আমার মস্তকের উপর এক-খানি তরবারি উত্তোলন করিয়া ধর এবং আমি যদি জানিতে পারি যে, কথা বলিবার আমার একটু সময় আছে, আর আমি যদি রসুলের নিকট হইতে মাত্র একটি কথাও শুনিয়া থাকি, তরবারি তার কাজ করিবার পূর্বেই আমি উহা বলিয়া ফেলিব।" (বুখারী-কিতাবুল ইল্‌ম) জ্ঞানবিস্তার কল্পে উদ্যমশীল সাহাবাগণ হাদিসের সঠিকভাবে পুনরাবৃত্তি করিতে কোন ভয় করিতেননা এবং জন সাধারণও হাদিছ শ্রবণকরার জন্য পবিত্র উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহাদের নিকট আসিতনা; একদা জনৈক ব্যক্তি মাত্র একটি হাদিছ অনুসন্ধানের জন্য মদিনা হইতে আবুদার্দার নিকট আগমন করিল। আবুদার্দার নিকট অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই এসম্বন্ধে নিশ্চয়তালাভ করিয়া তবেই আবু-দার্দা তাহাকে উক্ত হাদিস শিক্ষা প্রদান করিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

(তুমিজী, ইবনে মাজা, আবু দাউদ) তাহারাগণ সত্যের এক বিন্দু অধিক বা কম শিক্ষা দিতেননা। সত্য এবং জ্ঞান শিক্ষা প্রদানকরা তাঁহাদের পক্ষে একটি পবিত্র কাজ বলিয়া পরিগণিত হইত এবং একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তিরাই উক্ত কাজে নিয়োজিত হইতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় খৃষ্টান মিশনারীগণ এই সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্যকে বুঝিবার মোটেই চেষ্টা করেননাই ; বরং তাঁহারা হাদিছ বর্ণনা অথবা হাদিছ বিচারের বেলায় সর্বদা পার্থিব মতলবের প্রতি নজর করিয়াছেন এবং উহা তাঁহাদের মতলব হাছেলের সহায় না হইলে নানাস্থান হইতে সব বিশ্রী বিবরণপূর্ণ গালগল্প সংগ্রহ করিয়া উহাকে প্রামান্য হাদিস বলিয়া লোকসমিপে উপস্থিত করিয়াছেন। অপর ধর্মের অযৌক্তিকতা হাছেলের কি দুরন্ত প্রয়াস!

হাদিছের গুরুত্বকে অপভঙ্গ করিবার জন্য কুসংস্কারাবিষ্ট লেখকগণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে হাদিছ শাস্ত্রকে তৎকালীন রাজনৈতিক কোন্দলের মধ্যে জোর করিয়া টানিয়া আনিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিল। পক্ষান্তরে ইহাও সর্বজনবিদিত সত্য যে, হাদিছের সুপ্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীগণ সর্বপ্রকার রাজনৈতিক দল অথবা আন্দোলনের নাগপাশ হইতে ছিলেন স্বচ্ছভাবে নিঃসম্পৃক্ত। মহানবীর এন্তেকালের প্রথম তের-বৎসরের মধ্যেই একথা স্বীকৃত হয় যে, "মোহাম্মদ [দঃ] ও আমাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের বিকৃত বাহন হস্তক্ষেপ করিতে পারেনাই।" প্রথম শতকের হাদিছশাস্ত্র সম্বন্ধে মূইর সাহেব মোটামুটি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "তাঁহার সঙ্গী ও অনুচরগণের চরিত্র প্রাথমিক যুগের ইস্লামের সাধারণ ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে যথার্থ অনুমোদন দ্বারা রক্ষিত হইত এবং এই ভাবে এক [illegible] ঐতিহাসিক সত্যের ভিত্তিকে রক্ষা করা [illegible] কথা যে, যতদিন 'রসু-[illegible] থাকিবে তত-[illegible]

সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বমুহূর্তেই গতায়ু হয়েন। ফলে তাঁহাদের নিকট হইতে যাহারা হাদিছশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহারাই হাদিছের অধ্যাপক ও প্রচারকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু হাদিছের মূল রেকর্ড ও বিশুদ্ধ স্বরূপ যেসমস্ত তাহারা রসুলের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের তিরোধানে হাদিছশাস্ত্রে ধ্বংসাত্মক এক মহাসঙ্কটের উদ্ভব হইল। এই সুযোগেই হাদিছভ্রষ্টকারীর দল তাহাদের পাপ কার্যে নিয়োজিত হইতে শুরু করে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উমাইয়াদের শত্রুগণ গুপ্ত সমিতিসমূহ গঠন করে এবং চতুর্দ্দিকে তাহাদের গুপ্তচর প্রেরণ করে। উহারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কোরানের অপব্যাখ্যা করিত এবং হাদিছের সত্যরূপকে বিকৃত ও গল্পগুজবে ভরিয়া দিত।

হাদিছ ও কোরানের মধ্যে এই প্রকার বিপদপাতের কথা জানিতে পারিয়া খলিফা ২য় উমর ক্ষতিকারকগণের ক্ষতিসাধন করিবার পূর্বেই সতর্কতা অবলম্বনের জন্য মদিনার শাসনকর্তা আবুবকর বিন্ হাজমকে (একজন তাবেয়ী) নিম্নরূপ ফরমান জারী করেন "হজরত রসুলের হাদিছের যাহা পার সংগ্রহ কর এবং লিপিবদ্ধ কর; কারণ আমার ভয় হয়, অচিরেই জ্ঞান বিলুপ্ত হইবে এবং জ্ঞানীলোক অতীত হইয়া যাইবে। হজরতের হাদিছ ব্যতীত অন্য কিছু সংগ্রহকরা চলিবেনা। জ্ঞান বিস্তার ও তাহার উদ্দেশ্যে সভার আয়োজন করা জ্ঞানিগণের উচিত। হয়ত বা ইহাতে মূর্খ লোকেরও অন্তরে কিছু আলোদয় হইতে পারে। নিশ্চয়ই জ্ঞান গোপন না হওয়া পর্যন্ত উহা বিলুপ্ত হয় না।" [বুখারী] ইস্পাহানের ইতিহাসকার আবুনইম বলেন যে, এই ফরমান কেবল মদিনার শাসনকর্তা সমীপে প্রেরিত হয় নাই, বরং খলিফার শাসনাধীনে নিখিল প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিকটও উহা পাঠান হইয়াছিল। এই সমস্ত [illegible]দেশকে যথাশীঘ্র কার্যকরী করার জন্য জোর [illegible] হইয়াছিল।

[illegible] মাঝামাঝি হাদি-

www.ahlehadeethbd.org

জন্মনিরোধ

যুক্তি ও ধর্মের দৃষ্টিতে

(শেষ কিস্তি)

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী

সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যে মতবাদ বিঘোষিত হইয়াছে, তদনুসারে স্বয়ং আল্লাহ হইতেছেন জীবজগতের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সংহার-কর্তা। নরনারীর সংযোগে মানববংশের সংখ্যা বর্ধিত করা সৃষ্টির প্রধানতম উদ্দেশ্য। কুরআন প্রচার করিয়াছে, ওহে মানবসমাজ يا ايها الناس اتقوا ربكم তোমরা তোমাদের الذى خلقكم من نفس প্রভুকে ভয় করিয়া চল। واحدة وخلق منها زوجها তিনিই তোমাদিগকে وبث منها رجالا كثيرا একের অনধিক সত্তা ونساء. হইতে সৃজন করিয়াছেন আর সেই সত্তা হইতেই তাহার জোড়াকেও সৃষ্টি করিয়াছেন আর এতদুভয়ের সংযোগে বিপুল সংখ্যক নরনারী তিনি ধরিত্রীবক্ষে সম্প্রসারিত করিয়াছেন,—আন্‌নিসা, প্রথম আয়ত।

উল্লিখিত আয়তের সাহায্যে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, যৌনসম্ভোগের যে ক্ষুধা মানুষের প্রকৃতিতে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা উদ্দেশ্যহীন নয়, যৌনক্ষুধার একমাত্র কারণ পৃথিবীর বক্ষে মানবকুলের সংখ্যাবৃদ্ধি ও পৃথিবীর প্রতিপ্রান্ত মানবাধ্যুষিত করিয়া তোলা। জন্ম-নিরোধের ব্যবস্থা দ্বারা এই সর্ববাদীসম্মত প্রাকৃতিক বিধানের সহিত বিদ্রোহ সূচিত হয়। বিদ্রোহী আর পৃথিবীর বুকে উপদ্রব সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে কুরআনে রসূলুল্লাহ [দঃ] কে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, দেখুন, এরূপ الناس من يعجبك

ছের 'নিয়মিত পুস্তক' সংকলিত হইতে আরম্ভ হয়। § এই সমস্ত পুস্তক সম্বলিত হস্তলিপিকরদের দ্বারা লিখিত হইত। তাহাতে মৌলিক সাক্ষ্যকারদের এবং যাহাদের নিকট হইতে হাদিছ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এমন রাবীদের (*Reporters*) নাম ধাম ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকিত। ইব্‌নেসিরীন বলেন যে, তখনকার দিনে ইছনাদ জিজ্ঞাসা করার প্রথা ছিলনা, তবে পরবর্তী কালে যখন হাদিছ বিষয়ক নানা ত্রুটির উদ্ভব দেখা যায় তখনই হাদিছের ইছনাদ অনুসন্ধান করার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। "ইছনাদের সমালোচনাপূর্ণ অনুসন্ধান মুসলিম মনীষিগণকে ব্যাপক গবেষণা কার্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। তাঁহাদের প্রচেষ্টা শুধু হাদিছের রাবীগণ কে কখন কোথায় বাস করিতেন বা কে কাহার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ছিলেন—এইটুকু পরিধির মধ্যে নিবদ্ধ ছিলনা, বরঞ্চ তাহাদের যথাযথ হাদিছ স্থানান্তরকরণের বিশ্বস্ততা ও সত্যপ্রিয়তা এবং তাঁহাদের মধ্যে কে কে বিশ্বাসযোগ্য তাহা সুনিশ্চিত করাও ছিল উহাদের প্রচেষ্টার ফল।" *Encyclopaedia of Islam*।

সর্বপ্রকার জাল জুয়াচুরী ও প্রক্ষেপণার অনিষ্ট হইতে হাদিছশাস্ত্রকে রক্ষা করার জন্য প্রতি পদে বাচনিক প্রমাণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়। আধুনিক যুগেও কোন লিখিত বিষয়ের বাচনিক প্রমাণ অত্যাবশ্যক। সেই যুগে কোন গ্রন্থকারের লিখিত বিষয় বিশুদ্ধরূপে স্বীকৃতি লাভ করিতে হইলে উহা বিশ্বস্ত সাক্ষীর দ্বারা মৌলিক ভাবে অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত গ্রহণীয় হইতে পারিতনা। সুতরাং যে পর্যন্ত কোন হাদিছ বাচনিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হইত, সে পর্যন্ত হাদিছের সত্যান্বেষী সংগ্রহকারী সুধিগণকে যেকোন ব্যক্তির সংকলিত হাদিছের নকলী স্মারকলিপি নিশ্চেষ্ট করিতে পারিতনা।

---

§ হাদীসের নিয়মিত পুস্তক স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং বিদ্বান সাহাবাগণের যুগে হইতেই লিখিত আর তাবেয়ী বিদ্বগণের আমলে সংকলিত হইতেছিল,—তর্জুমান সম্পাদক।

"The Hadith" নামক ইংরাজি গ্রন্থ অনুসরণে লিখিত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধরণের লোকও রহিয়াছে যাহার [সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কিত] পার্থিবজীবন সমস্যার সমাধানের কথাগুলি শ্রবণ করিতে আপনার ভাল লাগিবে আর সে তাহার আন্তরিকতা সম্পর্কে আল্লাহকে সাক্ষ্যও মান্য করিবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে কিন্তু সে একান্ত দুর্মুখ কলহপরায়ণ ব্যক্তি। জনগণের শাসনকর্তৃত্বের ভার প্রাপ্ত হইলে সে পৃথিবীর বুকে উপদ্রব সৃষ্টির চেষ্টায় লাগিয়া যায় আর শস্যক্ষেত্র ও মানববংশ নির্মূল করার তদ্বীরে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। দেখুন, অশান্তি আর উপদ্রব কোনক্রমেই আল্লাহর মনঃপুত নয়,—আলবাকারা, ২০৪ ও ২০৫ আয়ত। মানববংশের বিস্তারপথ নিরুদ্ধ করা ইস্‌লামিদৃষ্টিভংগীতে মহাপাপ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। পায়ুকাম বা পুংমৈথুনে লিপ্ত হইবার মহাপাপে কোনকোন জাতি প্রাকৃতিক প্রতিহিংসার কোপে পতিত হইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। উল্লিখিত মহাপাতকের পটভূমিকায় যে দার্শনিকতা বিরাজ করিতেছে, কুরআনের ভাষায় তাহা নিম্নলিখিত ভাবে নিনাদিত হইয়াছে, তোমরা পুরুষদের প্রতি রত হও আর বংশবৃদ্ধির পথ কর্তন করিয়া থাক? নারীসংগমে জন্মনিরোধের ব্যবস্থা আর পুংমৈথুনের রীতি উভয়ের মধ্যে আচরণের দিক দিয়া পার্থক্য থাকিলেও উদ্দেশ্য আর পরিণাম উভয়েরই অভিন্ন। সুতরাং জন্মনিরোধের বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক উভয় রীতিই ইস্‌লামি স্পিরিট অনুসারে নিন্দনীয় হইবে। তফাৎ এই যে, পুংমৈথুন ঘৃণ্যকার্য আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জন্মনিরোধ উদ্দেশ্যগত ভাবে নিন্দনীয়। আর অনিষ্টকারিতার দিক দিয়া উভয়ের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অভিন্ন। কিন্তু নিবন্ধের এ অংশে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের অভিপ্রেত নয়।

قوله فى الحيوة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد !

انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل -

যে কোন জাতির পক্ষে সংখ্যার বহুলতা গৌরবের কারণ। মুসলিমজাতির জনক হযরত মুহাম্মদ [দঃ]ও এ গৌরব কামনা করিয়াছেন। আবুদাউদ ও নাসায়ী তাঁহাদের সুনানে মা'কিল বিনে ইয়াসারের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ [দঃ] আদেশ করিয়াছেন, দেখ, তোমরা প্রেমিকা ও বহুসন্তানপ্রসবিনী নারী বিবাহ করিও। تزوجوا الودود الولود فانى مكاثر بكم الامم কারণ সমস্ত উম্মতের ? সমকক্ষতায় আমি আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্যের জন্য গৌরববোধ করিব [১]। রসূলুল্লাহ [দঃ] আরও আদেশ করিয়াছেন, বিবাহ কর, تناكحوا تناسلوا تكثروا বংশ বাড়াও, সংখ্যাবহুল হও! হযরত [দঃ] আরও বলিয়াছেন, বহু-সন্তান- سوداء ولود خير من حسناء عقيم ! প্রসবিনী কৃষ্ণাঙ্গী আঁটকুড়ি সুন্দরী অপেক্ষা উত্তম [২]।

রসূলুল্লাহর (দঃ) উপরিউক্ত নির্দেশগুলি পাঠ করার পর কোন মুসলমানের পক্ষে জন্মনিরোধের কল্পনা করা কি সম্ভবপর? বংশবৃদ্ধি করাই যে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য আর এই জন্যই যে তিনি পরমাসুন্দরীর পরিবর্তে বহুপ্রসবিনী অসুন্দরীর পানিপীড়নের জন্য তাঁহার উম্মতকে উৎসাহ দান করিয়া গিয়াছেন, একথা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে-নাকি? যাঁহারা জাতির সংখ্যা দুর্বল করার জন্য জন্মনিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চান, তাঁহারা আর যাহাই হউননা কেন, ইস্‌লামি সোশিয়োলজীর আলোকে এ বিষয়টি যে পর্যালোচনা করিয়া দেখেননাই, তাহা অস্বীকার করার উপায়নাই।

জীবিকার সংস্থান আর খাদ্যভাণ্ডারের অপর্যাপ্ততা জন্মনিরোধের স্বপক্ষে ইস্‌লামি দৃষ্টিভংগীতে একান্ত অবান্তর ও থোঁড়া ওজুহাত-মাত্র। খাদ্য আর জীবিকার সংকটের জন্য মানব সমাজের সংখ্যাবৃদ্ধি দায়ী নয়। ইহার জন্য দায়ী ইস্‌লামবিরোধী সমাজ ও অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন। জন্মনিরোধকে জীবিকাসংকটের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিশোধ বলা চলে, কিন্তু উহাকে এই সংকটের প্রতিকার মনে করা "মারে ঘুটনা-ফুটে আঁখ" প্রবাদবাক্যেরই শামিল।

১] মিশকাতুল মাসাবীহ ২৬৭ পৃঃ।

২] মুগ্‌নী (৮) ১২৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ইস্‌লামি মতবাদসূত্রে খাদ্য ও জীবিকার ব্যাপার সৃষ্টিকর্তার সহিত সম্পর্কিত। ইস্‌লামের আল্লাহ শুধু স্রষ্টাই নন, তিনি জীবজগতের প্রতিপালক ও অন্নদাতাও বটেন। কুরআনেপাকে উপার্জনের অধিকার সকল মানবসন্তানকে তুল্য ও অভিন্ন ভাবে প্রদান করা হইয়াছে এবং সাম্যের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করার কাহাকেও অনুমতি দেওয়া হয়নাই। ইলাহী-বিধানের সহিত বিদ্রোহ করার ফলে খাদ্যসমস্যা যদি ভয়াবহ মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, তজ্জন্য মানব জাতির সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের পথ রুদ্ধ করার পরিবর্তে সেই ইলাহীবিধানের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে অগ্রসর হওয়াই কি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়?

ইস্‌লামি জীবনব্যবস্থায় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে যে, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রত্যেক জীবের আহার্যের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করিয়াছেন,—সূরত-হুদ, ৬ আয়ত।

وما من دابــة فى الارض الا على الله رزقها

কুরআনে বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ একমাত্র আল্লাহ তোমাদের অন্নদাতা, তিনি ক্ষমতাপ্রবণ ও পরম শক্তিমান,—আয্‌যারিয়াত, ৫৮।

ان الله هو الــرزاق ذو القــوة المــتــين

তিনি আরও বলিয়াছেন, আমরাই ভূপৃষ্ঠে তোমাদের জন্য জীবনযাত্রার উপকরণ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি আর এ উপকরণগুলি তাহাদের জন্যও যাহাদের তোমরা আহার্য প্রদান করনা,—আলহিজ্‌র, ২০ আয়ত।

وجعلنا لكم فيها معائش' ومن لستم لها برا زقين -

তাই ইস্‌লামি জীবনবিধানে এ আইনও স্থানলাভ করিয়াছে যে, দেখ, দারিদ্রের আশংকায় তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করিওনা,

ولا تقــتــلــوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقكم واياهــم' ان قتــلهم كان خطا كبيرا -

আমরাই তোমাদের অন্নদান করি আর তাহাদেরও! দেখ, খাদ্যাভাবের ভয়ে সন্তানহত্যা গুরুতর পাপ,—বনিইস্‌রাঈল, ৩১। সন্তানহত্যা করা আর সন্তানের জন্মনিরুদ্ধ করা এক কথা না হইলেও উভয় পাপের উদ্দেশ্য আর পরিণতি অভিন্ন নয় কি? যাহারা সন্তান হত্যা করিত, তাহারা যেমন খাদ্যাভাবের ভয়ে এই পাপে লিপ্ত হইত, যাহারা জন্মনিরোধের অগ্রদূত, তাহারাও এই খাদ্যাভাবের সংকট এড়াইবার উদ্দেশ্যেই এই অসৎকার্যে ব্রতী হইয়া থাকে আর উভয়বিধ আচরণের পরিণতি সন্তানসংখ্যার হ্রাস, মানববংশের অবলুপ্তি আর আল্লাহর শাশ্বত গুণ এবং তাঁহার বিধানের অস্বীকৃতি অদ্য রাত্রি কি বিগত রাত্রির মতই তমসাচ্ছন্ন নয়?

ফলকথা শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গী আর ইস্‌লামের মূল স্পিরিটের সহিত জন্মনিরোধের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অসমঞ্জস এবং পরস্পর-বিরোধী। শাসক ও শাসিত উভয় দলের পক্ষে বিষয়টি নাস্তিক্যবাদ দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তে ইস্‌লামি মনোভাব লইয়া কুরআনি দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা কর্তব্য।

فستذكرون ما اقول لكم وافوض امرى الى الله' ان الله بصيــر بالعباد -

* * *

সৃষ্টিকর্তা ও ধরণীর অধিপতি আল্লাহ জীবজগতের অন্নদাতা"—একথার তাৎপর্য ইহা নয় যে, তিনি ধরিত্রী-বক্ষে নামিয়া আসিয়া স্বয়ং অথবা ফিরিশ্‌তাদের হস্তে প্রত্যেক জীবের আবাসে তাহার অন্নবস্ত্রের কোটা পরিবেশন করিয়া বেড়াইবেন। সৃষ্টির কার্য যেমন কতকগুলি বাঁধাধরা বিধান অনুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে, অন্নদানের ব্যবস্থাও তেমনি কতকগুলি নির্ধারিত নিয়মে সুসম্পন্ন হয়। নরনারীর শুক্ররস নারীর জরায়ুতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আল্লাহর সৃষ্টিবিধান প্রজননের সহায়ক হয়না এবং সন্তান উৎপাদনের নিয়ম অমান্য করিয়া সন্তানলাভের আশা যেমন সুদূরপরাহত, ঠিক তেমনি অন্নবস্ত্র লাভ করার ঐশীবিধান অনুসরণ না করিয়া অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধান করার প্রত্যাশা দুরাশা মাত্র। এই বিষয়টি ইস্‌লামি অর্থনীতির সহিত সম্পর্কিত। ইহার বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বক্ষ্যমান বিষয়টির আলোচনা স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি স্থূল ইংগিত প্রদান করা আবশ্যক।

পৃথিবীর যাবতীয় পশু, পক্ষী, জলচর, স্থলচর ও খেচর জীবের খাদ্যের উপাদান এই বিপুলা ধরণীতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। এই উপাদানগুলির সন্ধান করা আর সেগুলিকে স্বীয় আয়ত্তাধীনে আনিয়া ন্যায়সঙ্গত ভাবে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বণ্টন করার ভার ধরণীর অধিবাসীদের স্কন্ধেই আরোপিত হইয়াছে। এই উপাদানগুলির সন্ধানেই মানবগোষ্ঠি পৃথিবীর দিকে দিকে সম্প্রসারিত হইয়াছে, ভূগর্ভে অবতরণ ও সমুদ্র মন্থন করিয়াছে আর এখন আকাশচারীও হইতে বসিয়াছে। সত্যকথা এই যে, খাদ্যের যে ভাণ্ডার সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টলোকের জন্য প্রকাশ্যে আর গোপণে মওজুদ রাখিয়াছেন, তাহা অফুরন্ত আর সীমাহীন। মানুষের সংখ্যা আর প্রয়োজন যতই বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান ও শ্রমের ফলস্বরূপ খাদ্যসম্ভারের পরিমাণ আর সম্পদও বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং খাদ্যভাণ্ডার আহরণ করার জন্য মানুষকে তাহার অনুসন্ধান আর শ্রমের গতি আরও বর্ধিত করিতে হইবে।

খাদ্যসমস্যার সমাধানপথে অনুসন্ধিৎসা ও সাধ্যসাধনা ছাড়াও কতকগুলি গুরুতর প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। এই সকল প্রতিবন্ধকতা বিদূরিত না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যসম্ভারের নবনব ভাণ্ডার মানুষ অধিকার করিলেও তাহাদের অভাবের নিরসন কোনক্রমেই ঘটিবেনা। এই বাধাবিঘ্নগুলিকে কুরআনের ভাষায় মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে একটি হইল ইস্‌রাফ (اسراف) অপরটির নাম হইল তব্‌যীর (تبذير)। ইস্‌রাফ সম্বন্ধে কুরআনি-বিধানে বলা হইয়াছে, "যেসকল ব্যক্তি তাহাদের সন্তানকে বিনা জ্ঞানে নির্বুদ্ধিতার বশবর্তী হইয়া হত্যা করে আর আল্লাহ তাহাদিগকে যেসম্পদ দান করিয়াছেন, আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করিয়া তাহারা উক্ত সম্পদকে নিষিদ্ধ করিয়া লয়, প্রকৃতপক্ষে তাহারা সঠিকপথ হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহারা কদাচ হিদায়তের অনুসারী নয়। আল্লাহ সেই প্রভু, যিনি লতায়িত ও অলতায়িত উদ্যানমালা সৃষ্টি করিয়াছেন। খেজুরের উদ্যান, শস্যক্ষেত্র, যাহাতে বিবিধ প্রকার খাদ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, জলপাই আর ডালিম অনুরূপ আর ভিন্নভিন্ন ধরণের। হে মানবগোষ্ঠি, ফলগুলি পরিপক্ক হইলে তোমরা উহা ভক্ষণ কর আর শস্যফলাদিতে আল্লাহর যে দাবী রহিয়াছে, কর্তনের ঋতুতে তাহা মিটাটইয়া দাও। দেখ সাবধান, ব্যয়বাহুল্য করিওনা,—অমিতব্যয়ীদিগকে আল্লাহ কিছুতেই ভালবাসেননা,—আল্‌আন্‌আম, ১৪১ ও ১৪২ আয়াত।

قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين - وهو الذى انشاء جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لايحب المسرفين

উল্লিখিত আয়তের প্রণিধানযোগ্য বিষয়গুলি নিম্নরূপ: (ক) সন্তান হননের কার্য মূর্খতাব্যঞ্জক। (খ) খাদ্যসংকটের অভিযোগে যাহারা সন্তান হনন করে তাহারা পথভ্রষ্ট। (ঘ) পৃথিবীর বুক প্রচুর খাদ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। (ঙ) খাদ্যশস্য আহরণের সময়ে দীনদুঃখীদের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত অংশ অবশ্যপরিশোধ্য। (চ) খাদ্যসম্পদের অমিতব্যয় পাপকার্য।

অমিতব্যয় বা সরফের (سرف) তাৎপর্য হইতেছে,—মানুষ যেসকল কার্য করিয়া থাকে, তাহার যে কোন একটিতে সীমালংঘণ করিয়া যাওয়া।

السرف تجاوز الحد فى كل فعل يفعله الانسان' وان كان ذلك فى الانفاق اشهر -

ব্যয়বাহুল্যে সীমাঅতিক্রম করার কার্যেই সরফের প্রয়োগ অধিকতর প্রসিদ্ধ[১]। মিতব্যয়ী হওয়ার তাৎপর্য সরল ও আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রা নির্বাহ কর এবং আহার্য ও বসনভূষণে সকলের অভাব আর প্রয়োজনকে স্মরণ রাখা। বিনাপ্রয়োজনের ব্যয় দ্বারা যাহার প্রয়োজন রহিয়াছে তাহার ন্যায্য অংশ গ্রাস করা হয়। এই ভাবে খাদ্যসংকট মাথা চাড়া দিয়া উঠে। অপব্যয়ের প্রত্যেকটি খাদ্যশস্য ক্ষুধার্তের হাঁড়ি হইতেই কাড়িয়া লওয়া হয়। বসনভূষণের অপব্যয় অভাবগ্রস্তদের নগ্নতা ও দারিদ্রের কারণ। বিলাসিতার উপকরণ যোগাইবার জন্য খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রগুলি ব্যবহৃত হয়, কৃষকের পরিবর্তে অনাবশ্যক শিল্পী ও শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য ঘটে।

তব্‌যীর (تبذير) সম্বন্ধে কুরআনের নির্দেশ যে, তোমরা নিকটবর্তী দিগকে আর দীন দরিদ্র ও পথিকদের পাওনা

وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل' ولا تبذر تبذيرا' ان

(১) রাগিব, ২২৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

মিটাইয়া দাও ! দেখ, ان المبذرين كانوا اخوان ধনের অপচয় করিওনা। الشياطين و كان الشيطان অপচয়কারীরা শয়তান- لربه كفورا - দের ভাই আর শয়তান তাহার প্রভুর সহিত কুফ্রকারী, —বনিইস্রায়ীল, ২৬—২৭।

"ইস্রাফ" আর "তব্যীর" অর্থাৎ 'অমিতব্যয়' আর 'অপচয়' এতদুভয়ের অর্থে ঘনিষ্ঠ সৌসাদৃশ্য থাকিলেও সূক্ষ্ম পার্থক্যও রহিয়াছে। "মুস্রিফ"কে মিথ্যুক আর আল্লাহর অপ্রীতিভাজন বলা হইয়াছে আর মুবায্যির-কে শয়তানের ভাই। ফলতঃ সর্বপ্রকার "তব্যীর" বা অপচয় "ইস্রাফের" অন্তরভুক্ত হইলেও সকল প্রকার "ইস্রাফ" "তব্যীর" নয়। যে কার্যে অর্থব্যয় করা উচিত সেই কার্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অপব্যয়ের নাম ইস্রাফ আর যে কার্যে ধন বা পুঁজি ব্যয় করা নিষিদ্ধ ও বিগর্হিত,সেই কার্যে صرف الشئ فيما لا ينبغى ধনের অপচয় করাকে বলা হয় "তব্যীর"। ক্ষুধার্ত আত্মীয়স্বজন ও সমাজের দীনদরিদ্র, অর্থাৎ ধনিকগণের সম্পদে যাহাদের ভাগ রহিয়াছে, জনকল্যাণ ও ধর্মপ্রচার প্রভৃতি যেসকল কার্যের বিত্তশীলদের ধনে অংশ রহিয়াছে, সেইসকল দাবীকে পদদলিত করিয়া যাহারা শরাব, জুয়া, ব্যভিচার, সিনেমা, থিয়েটার, ক্লাব, নাচগান ইত্যাদিতে ধনের অপচয় করে, তাহারা সকলেই মুবায্যির—শয়তানের ভাই ! ইহাদের আচরণে দারিদ্রের বিস্তার ও অন্নাভাব ঘটা অনিবার্য। ইহারা কুকুরের জন্য, নট, নটী ও নটিনীর জন্য যে ধনসম্পদের অপচয় করে, তাহার সাহায্যে দেশের খাদ্যসংকটের বহুলাংশের যথার্থ সমাধান হইতে পারে।

মোটকথা, অমিতব্যয় ও অপচয়ের প্রতিরোধ না-করিয়া জন্মনিরোধের সাহায্যে দেশের খাদ্যসমস্যার সমাধানের চেষ্টা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং ইস্লামি স্পিরীটের পরিপন্থী। ইহার ফলে পাপ ও ব্যভিচারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় দৌর্বল্য আর দারিদ্রেরই প্রসারলাভ হইবে।

উপসংহার

ইস্লামি দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে নারীত্বের মহিমা ও মর্যাদা তাহার মাতৃত্বের ان الجنة تحت اقدام امهاتكم দরুণেই। বেহেশ্‌তকে মায়ের পদতলে স্থান দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু যেসকল নারী মাতৃত্বের দায়িত্ব আর লাঞ্ছনা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়, কুরআনে তাহাদের কোন মর্যাদাই স্বীকৃত হয়নাই। যেসকল নরনারী জন্মনিরোধের ধ্বজা বহন করিয়া বেড়ায়, তাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে নারীত্বের মহিমা ও মর্যাদাকেই ক্ষুণ্ণকরার অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে। কারণ প্রকারান্তরে তাহারা প্রাকৃতিক বিধানের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেহতত্ত্বের গবেষণাকারীদের সাক্ষ্য অনুসারে নারীদেহ সন্তানপ্রসব ও প্রতিপালনের জন্যই গঠিত। মাতৃত্বের নির্ধারিত কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইলে প্রজনক অঙ্গ দ্বারা শাসিত সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া বিকল ও বিশৃংখল হইয়া যায়। জন্মনিরোধ সম্পর্কে মিঃ ওয়ান্টার হীপের উপরিউক্ত মন্তব্য বিশেষ তথ্যপূর্ণ। তিনি আরও বলিয়াছেন, যৌনসম্পর্ক সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত করিতে পারিলে নারীরা উপকৃত হইতে পারিবেন বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা উল্লিখিত অনুমানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ না হইয়া পারেননা—২০৪ ও ৩২৪ পৃঃ। জরায়ুতে নরনারীর শুক্রের সমাবেশ কেবল সন্তানধারণেরই সহায়ক নয়, নারীর দেহ ও মনকে পরিতৃপ্ত ও পরিপুষ্ট করার জন্যও উহার প্রয়োজন রহিয়াছে। পুরুষ নারীর সহিত শুধু যৌনসম্ভোগেই হয়তো তৃপ্ত হইতে পারে কিন্তু নারীর জন্য শুধু যৌন সম্পর্কটাই যথেষ্ট হয়না, যৌন-মিলনের সার্থকতা ঘটে জরায়ুর পিপাসা নিবৃত্তির পর। নারীর দেহ ও মনকে উত্তেজিত করার পর তাহার বিদগ্ধ দেহকে যেপুরুষ সুশীতল করিতে পারেনা সে পুরুষের স্বার্থপরতা আর নারীনিগ্রহ ক্ষমার অযোগ্য। জন্মনিরোধ রূপী বলাৎকারের ফলে নারীর পক্ষে নানারূপ দৈহিক ও মানসিক জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। জরায়ুর ডিপথেরিয়া আর হিস্টিরিয়া এই অস্বাভাবিক যৌনবিহারের পরিণাম হইতে পারে বলিয়া শরীরতত্ত্ববিদ চিকিৎসকগণ ধারণা করিয়া থাকেন।

ইস্লাম "দ্বীনে-ফিত্রত" বা স্বভাবধর্মের নাম। ইহার তশরীয়ী সংবিধানগুলি তক্বিনী (জাগতিক) বিধানের সহিত অঙ্গাঙ্গি ভাবে সম্পর্কিত, ইহার দার্শনিকতা বাস্তবভিত্তিক। জন্মনিরোধের ব্যবস্থা উল্লিখিত স্বভাব-

www.ahlehadeethbd.org

ধর্ম ও বাস্তবভিত্তিক বিধান ও দার্শনিকতার সহিত কোন দিক দিয়াই সুসমঞ্জস নয়। একটা অলীক আর ভিত্তিহীন দুঃস্বপ্নের বশবর্তী হইয়া যাঁহারা প্রকৃতি, ধর্ম, ইতিহাস ও দর্শনের মুকাবিলায় শুধু অন্ধগতানুগতিকতার মোহে আর বাহুবলের দর্পে রণসজ্জা করিবেন, তাঁহারা জাতির উন্নতিবিধানের পরিবর্তে তাহার সর্বনাশসাধনেই ব্রতী হইবেন। আধুনিক ইশ্বরদ্রোহী সমাজব্যবস্থার অনুসারীরাও ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া সনাতনপথে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। পাকিস্তানের শাসক ও নাগরিকগণ সময় থাকিতে হুশিয়ার হইলেই আমাদের এই ক্ষুদ্র শ্রম সার্থক হইবে।

وان اريد الا الاصلاح مااستطعت،

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب .

সমাপ্ত

ত্রুটিস্বীকার

তর্জুমানুলহাদীসের বর্তমান অষ্টম সংখ্যা প্রকাশ করিতে অচিন্তনীয় ভাবে বিলম্ব ঘটিয়া গেল। তর্জুমানের লেখকগণের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বাহির হইতে দু'একটা লেখা যাহা পাওয়া যায়, তাহাও সংশোধনসাপেক্ষ হইয়া থাকে আবার তর্জুমানের আদর্শের সহিত সমুদয় রচনার সুসমঞ্জস হওয়াও আবশ্যক বিবেচিত হয়। ইহার ফলে সম্পাদককে ফুটনোটের আশ্রয় লইতে হয়। অনেক অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও ভাল-লেখকদের সহযোগিতা হইতে তর্জুমানসম্পাদক দুর্ভাগ্যবশতঃ আজও বঞ্চিত রহিয়াছে। নির্ভরযোগ্য লেখকগণের ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও সাহিত্য সম্পর্কিত ভাল প্রবন্ধের জন্য আমরা সাধ্যমত পারিশ্রমিক দিতেও রাযী আছি, ওয়া'য নসীহতমূলক লেখার জন্য নয়। তাও আবার প্রবন্ধগুলি যদি মনোনীত হয় তবেই। নির্জলা সাংবাদিকতা তর্জুমানের লক্ষ্য নয়, ইহা যে একটি আদর্শভিত্তিক সাময়িক পত্র, সেকথা কাহারও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়।

চিরাচরিত রোগভোগ ছাড়া নিতান্ত দায়ে-ঠেকিয়া তর্জুমান-সম্পাদককে বিগত মার্চ ও এপ্রিলে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের প্রেসিডেণ্ট রূপে ময়মনসিংহ, সরিষাবাড়ী, পাবনা ও কুষ্টিয়ার সফরে গমন করিতে হইয়াছিল। এই সকল কারণে এবারকার তর্জুমান অনেকটা বিলম্বে পাঠকদের হস্তগত হইতেছে। আশা করি গ্রাহক ও পাঠকগণ সম্পাদকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমাদেরর ত্রুটিস্বীকার কবুল করিবেন—

ওয়াস্সালাম।

আহ্কর

মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী

আলকুরায়শী

www.ahlehadeethbd.org

সাময়িকপত্রসমূহের আদর্শ ও তাহাদের ভবিষ্যৎ

বিগত ৮ই মার্চ ১৯৫৯ ময়মনসিংহ টাউনের ছায়াবাণী হলে পূর্ব্বপাকিস্তান সাময়িকীসম্পাদক সম্মেলনে তর্জুমান ও আরাফাত-সম্পাদক মওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকুরায়শী সাহেব সভাপতিরূপে যে ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন; তাহা নিম্নে সংকলিত হইল :

পূর্বপাকিস্তানের মুহ্তরম গভর্ণর বাহাদুর, সাংবাদিক সম্মেলনের আহ্বায়ক সাহেবান, সহযোগীবন্ধুগণ এবং সমাগত ভাইসব,

আজকের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে আপনারা আমাকে সভাপতির আসন দিয়ে যে সম্মান দান করেছেন, তজ্জন্য আমি গৌরব বোধ করলেও আমার বর্তমান দৈহিক পতনোন্মুখ অবস্থায় আমি যে আপনাদের প্রদত্ত মর্যাদা যথাযথ ভাবে রক্ষা করতে পারব, সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। জীবনের বৃহত্তম অংশ যবানে কলমে গণসংযোগের কাজে অতিবাহিত হয়েছে বলেই হয়তো আপনারা আমাকে এই বিপুল সম্মানের অধিকার দিতে চেয়েছেন, কিন্তু *Christian science Monitor* এর সম্পাদকের ভাষায় বলা যেতে পারে, *Never were independent, Courecoous and Skilful Newspapers and Periodicals needed more urgently than in these times*—আজকের দিনে বন্ধনমুক্ত, সৎসাহসী আর সুদক্ষ সংবাদ ও সাময়িক পত্রের আবশ্যকতা যেমন তীব্র হয়ে উঠেছে, এমনধারা প্রয়োজন ইতিপূর্বে আর কখনও দেখাদেয়নি। বন্ধুগণ, সাংবাদিকতার এই অপরিহার্য যোগ্যতাগুলি কালক্রমে আর অবস্থাবিপাকে আমি হারিয়ে ফেলার উপক্রম করেছি। অথচ এই একই অভিন্ন কারণে শেষপর্যন্ত আমাকে আপনাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হয়েছে। আমার ইচ্ছা, পঙ্গুর পর্বতলংঘনের দুরাশা লক্ষ্য করে আমার নবীন, উদ্যমশীল ও মুক্তমন সহযোগীরা সত্যসত্যই মেরুপর্বত প্রদক্ষিণ করুন। কিন্তু তাই বলে বিকলচরণের পর্বতলংঘনের ঔৎসুক্য আপনাদের কাছে উপহসিত যে হবেনা, সেসৌজন্যও আমি আপনাদের কাছে অবশ্যই প্রত্যাশা করব। ভূমিকা না বাড়িয়ে এবারে আমি আমার বক্তব্যপথে দ্রুত অগ্রসর হতে চাই!

বন্ধুগণ, সাংবাদিকতাবলতে কি বুঝায়? *Frank Luther mott* সে সম্বন্ধে তাঁর নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে,

Wherever the ultimate decisions depend upon the will of the people, it is obviously necessary that, if those decisions are to be made intelligently, they must be based upon adequate knowledge possessed by the people concerning events and conditions. This knowledge must reach them by way of the media of mass Communication—the printed media of newspapers. magazines and books and the electronic media of the radio and television,.....Daily and Weekly papers have therefore been looked upon as necessary to democratic government.

যে রাষ্ট্রে চরম মতামত নির্ভর করে জনসাধারণের ইচ্ছার উপর, সেস্থানে বুদ্ধিমত্তাসহকারে কোন মীমাংসা গ্রহণ করতে হলে যেব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, সেব্যাপারের সমুদয় খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জনগণের ওয়াকিফহাল থাকা আবশ্যক। জনগণের পক্ষে এ অভিজ্ঞতা অর্জন করার মাধ্যম হচ্ছে ব্যাপক যোগাযোগ ব্যবস্থা—ছাপাখানার মাধ্যমে সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন আর বই পুস্তক। তড়িৎ মাধ্যমে রেডিও আর টেলেভিশন। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে দৈনিক আর সাপ্তাহিক পত্রগুলির প্রয়োজন চিরকাল স্বীকৃত হয়ে এসেছে।

সঠিক সংবাদ পরিবেশন করে জনগণের অভিজ্ঞতাপরিধি সম্প্রসারিত আর বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কল্পে সহায়তা করাই সাংবাদিকতার চরম ও পরম লক্ষ্য নয়। আদর্শবাদী রাষ্ট্রের নাগরিকদের সঠিক আদর্শে সুগঠিত করে তোলাও সাংবাদিকতার মহত্তম লক্ষ্য। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে দৈনিক সংবাদপত্রগুলির চাইতে সাময়িকপত্রগুলির দায়িত্ব ও গুরুত্ব অধিকতর। দৈনিক সংবাদপত্রের অপরিহার্যতা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যেমন কোন সুসভ্য ব্যক্তি আর রাষ্ট্র অস্বীকার করতে পারেনা, তেমনি সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল জাতি আর সভ্য রাষ্ট্রের কাছে সাময়িক পত্রগুলির প্রয়োজন আর মর্যাদাও অনস্বীকার্য।

একদিক দিয়ে সাময়িকপত্রগুলিকে প্রাথমিক আর দৈনিকগুলিকে উচ্চ শিক্ষাগারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সুদূর পল্লীর নিস্তব্ধ প্রান্তগুলিতে দৈনিকপত্রগুলির প্রবেশাধিকার নেই। কারণ হচ্ছে যোগাযোগব্যবস্থা আর অর্থের অপর্যাপ্ততা। এসব জায়গায় জনগণের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে আলোচনামুখর করার হস্তে খড়ি যোগায় সাময়িকপত্রগুলি।

কিন্তু এটা ছবির একদিক মাত্র! উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক ও মাসিক এমন কি ষান্মাসিকগুলিকে আর একদিক দিয়ে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যম কেবল সাময়িক পত্রগুলিই হতে পারে। তাই দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নতিশীল রাজ্যে ১৯৫০ সন পর্যন্ত শুধু সাপ্তাহিক আর অর্ধসাপ্তাহিক পত্রপত্রিকাগুলির সংখ্যা ছিল নয়-হাজার। স্বভাবতঃ দৈনিকের তুলনায় এগুলির সংখ্যা কম হলেও **These papers are thoroughly read and often very influential. Concerned largely with community affairs, nevertheless fully aware of state, national and world problems, and many of them discuss such matters freely and effectively.** এ কাগজগুলি যত্নসহকারে আগাগোড়া পঠিত হ'য়ে থাকে। এদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ প্রভাবশালী বেশীরভাগ কাগজে সামাজিক ব্যাপার আলোচিত হলেও রাষ্ট্র ও জাতীয় প্রশ্ন আর বিশ্বজনীন সম সম্বন্ধেও এসব কাগজ উদাসীন থাকেনা। এই শ্রেণীর অনেকগুলি কাগজ এসব বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনাও করে থাকে আর সেসব আলোচনা ব্যর্থ হয়না। যুক্তরাষ্ট্রে শুধু ধর্মসংক্রান্ত সাময়িক পত্রগুলির সংখ্যা হচ্ছে ১৩ শত, কৃষিসম্পর্কিত ৭শত পঞ্চাশ, বৈদেশিক ভাষার সাময়িক পত্রগুলির সংখ্যা ৬শত পঞ্চাশ

প্রশ্ন হ'তে পারে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের নির্বাসন ঘটেছে, সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অবস্থার সঙ্গে আমাদের তুলনা করে লাভ কি? আমি মনে করি, এ-ধারণা ভিত্তিহীন। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে এই রাষ্ট্রে যে স্বৈরাচার ও যুলুম দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করেছিল, তার ফলে উপরিউক্ত জালগণতন্ত্রের বহ্নোৎসব একান্ত আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়নাই কি? পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বিরতি ঘট্‌লেও এর গতিমুখ পরিবর্তিত হয়নি বলেই বিশ্বাস করা যেতে পারে আর তার জন্য আমাদের সামরিক শাসনকর্তাদের কাছে কৃতজ্ঞই হওয়া উচিত। অবশ্য সঠিক আর সত্যকার ইস্‌লামি গণতন্ত্র যাতে করে পাকিস্তানে যতশীঘ্র প্রতিষ্ঠালাভ করার সুযোগ পায়, তজ্জন্য ক্ষেত্র-প্রস্তুতির দায়িত্ব সাংবাদিকদেরই সবচাইতে বেশী গ্রহণ করতে হবে।

একশত বৎসর পূর্বে লর্ড মেকলে সংবাদপত্রকে ব্রিটিশ রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে স্বীকার করেছিলেন, বর্তমানেও সেকথার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সংশোধনসাপেক্ষ বিষয়বস্তু হচ্ছে হাউস অফ্ লর্ডস, হাউস অফ্ ক্লার্জি, হাউস অফ্ কমন্স, আর প্রেসের পরিবর্তে শাসন বিভাগ, আইন পরিষদ, বিচার বিভাগ আর প্রেসকে স্থান দান করা। কিন্তু আমাদের দেশে প্রেস বা সাংবাদিকতার পক্ষে এ-দুর্বার শক্তি অর্জন করা কি সম্ভবপর হবে? আমি অকুণ্ঠ ভাষায় বলতে চাই, যদি এশক্তি অর্জিত না হয়, তাহ'লে পাকিস্তানের স্বাধীনতারও কোন অর্থ হবেনা আর তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সব কল্পনাজল্পনা শূন্যে অট্টালিকানির্মাণের মতই হবে। সুতরাং এই অসাধ্যসাধনের জন্য সাংবাদিকদের জাগ্রত ও সংঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। শুধু খেয়ালের বশবর্তী হয়ে নয়, কঠোর সাধনার ব্রত অবলম্বন করে, সংকল্পের হিমাদ্রিদৃঢ় দৃঢ়তা নিয়ে যাত্রা শুরু করতে হবে।

বন্ধুগণ, সাংবাদিকতা দ্রুতবেগে বৈজ্ঞানিকতায় রূপান্তরিত হ'তে চলেছে। আমরা যে ধারণা নিয়ে বসে-আছি বাস্তব কিন্তু সেরূপ নয়। ভূমণ্ডলের প্রতি প্রান্তের ঘটনাবলি অন্যপ্রান্তকে প্রভাবান্বিত করে তুলছে। শুধু তাই নয়, মানুষের কর্মসাধনা পৃথিবীর পরিধিকে ছাড়িয়ে আকাশ খী হতে চলেছে। নিত্য নিত্য নতুন নতুন অভিমত, মতবাদ ও দৃষ্টিভংগী মানুষের মানসলোককে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিভ্রান্ত করে তুলছে। আজ সাংবাদিকতার পরিসর সুদূরপ্রসারী আর এর জন্য যুগান্তকারী প্রতিভা, প্রজ্ঞা ও সাধনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

কিন্তু এই দুস্তর পথে সাংবাদিকদের সবচাইতে বড় প্রয়োজন স্বাধীনতার। মনের স্বাধীনতা আর ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা, এ দুই স্বাধীনতাই যুগপৎভাবে অত্যাবশ্যক। মনের স্বাধীনতা বলতে আমি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বুঝি। অর্থসংকটের ভাবনা নিয়ে সর্বদা বিব্রত যারা, তাদের কাছে মানসিক স্বাধীনতার প্রত্যাশা করা অনুচিত। প্রেসের উন্নয়ন, সাংবাদিকতার উৎকর্ষসাধন কোনটাই অভাবক্লিষ্টদের পক্ষে সম্ভাব্য নয়। অতএব সাময়িকপত্রগুলির জন্যও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ব্যবস্থা হওয়া চাই। সরকারের পক্ষে দৈনিক ও সাময়িক পত্রগুলির সমুদয় অভাব বিদূরিত করা হয়তো সম্ভবপর নয়। কিন্তু জনপ্রিয় সরকারের পক্ষে এ বিষয়ে উদাসীনতা বা পক্ষপাতনীতিও প্রশংসনীয় বলে গণ্য হতে পারেনা। প্রেস কমিশন এ প্রদেশের সাময়িকপত্রগুলিকে যেভাবে উপেক্ষা করেছে, তদন্ত আর তার ফলাফল সম্পর্কে সরকারী-নীতিতে যে একদেশদর্শিতার ভাব ফুটে উঠেছে, তার কোন সঙ্গত কারণ নির্ণয়করা দুঃসাধ্য। আমার মনে হয়, এই দোরোখা চালের জন্য পূর্বপাকিস্তানের পাবলিসিটি বিভাগ দায়ী। এঁরা জানতে চাননা যে, সাময়িকপত্রগুলিরও কোন ভূমিকা জাতিগঠনের কাজে রয়েছে, নিজস্ব দলের পরিপুষ্টি আর পোষণই এঁদের কাম্য। এ আচরণে পূর্বপাকিস্তানের গৌরব যে ক্ষুণ্ন হয়েছে, সেকথা আমি অসংকোচেই বলতে পারি। পূর্বপাকিস্তানের সাংবাদিকদের কেন্দ্রীয় তদন্ত কমিটির সঙ্গে পরিচয় লাভ করার সুযোগ দেওয়ার ভার এই বিভাগের উপরই ছিল।

বন্ধুগণ, প্রদেশের কয়েকখানা দৈনিক পত্র সরকারের যৎকিঞ্চিৎ কৃপালাভ করায় আমরা আনন্দিত। সাময়িকপত্রগুলির সম্পাদকদের এ সম্মেলনকে ভুল বুঝা কারুরই উচিত নয়। আমরা চাই বেঁচে থাকতে, পাকরাষ্ট্রে আমাদের যে ন্যায্য স্থান আর সঙ্গত দাবী রয়েছে, আমরা সেই স্থান রক্ষা করতে চাই, সেই দাবীর স্বীকৃতি আমরা কামনা করি।

সাময়িকপত্রগুলির আর্থিক দুরবস্থার কথা না বল্লেও চলে। যে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে এই কাগজগুলি টিকে আছে, ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যের পক্ষে সে অবস্থা ধারণা করা সহজ নয়। সরকারী সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা দূরে থাক, বৈধ আর আইনসঙ্গত প্রাপ্য থেকেও এদের বঞ্চিত থাকতে হয়। এই কাগজগুলি সরকারি বিজ্ঞাপন লাভ করেনা। অধিকাংশ সাময়িক পত্রের নিউজপ্রিন্টের নির্ধারিত কোটা নেই। এরফলে যে নিদারুণ অসুবিধা আর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, তার প্রতিকার নাহলে অধিকাংশ সাময়িক পত্র ও পত্রিকার অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এ সম্পর্কে আমার নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত কাহিনী হচ্ছে এই যে, আমার সম্পাদনায় দু'খানা সাময়িক পত্র ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। তর্জুমানুলহাদীস প্রায় ৯ বৎসরের পুরাতন সাহিত্যিক ও ধর্মীয় মাসিক। ১৯৫৬ সনের অক্টোবর পর্যন্ত পাবনা থেকে প্রকাশ হত। আর সাপ্তাহিক আরাফাত দেড় বৎসর থেকে যথারীতি ঢাকা থেকেই বেরুচ্ছে। অথচ এই দু'খানা কাগজের জন্য নিউজপ্রিন্টের মাসিক বা ষান্মাসিক নির্দিষ্ট কোটা লাভ করা আমাদের পক্ষে আজও সম্ভবপর হয়নি। বহু আবেদন নিবেদনের ফলে মাঝে মাঝে এককালীন কিছু কাগজ পাওয়া গিয়েছে মাত্র। পূর্বপাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ আমাদের পরামর্শ দেন স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রের অনুমতি সংগ্রহ করতে, আর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দেন প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের আশ্রয় অবলম্বন করতে। এই হাস্যকর নীতির ফলে শুধু বিগত ১৯৫৮ সনের ৯মাসে আমাদের খোলা বাজার থেকে ৬ হাজার টাকার কাগজ কিনতে হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের সত্যকার দাবী খোশখেয়াল বশে উড়িয়ে দেওয়া না হলে গত বৎসর তর্জুমান আর আরাফাতের উন্নতিকল্পে অন্যূন তিন হাজার টাকা ব্যয় করা সম্ভবপর হত।

এছাড়া টাইপ, কালি ইত্যাদি বিষয়ে যেসমস্ত অসুবিধা রয়েছে, সেসব সকলেই জানেন। সাংবাদিকতা ও মুদ্রণের মান উন্নত করার পক্ষে সরকারি সহায়তা ও সহানুভূতি আবশ্যক, এ পথের বাধাবিঘ্ন ও পক্ষপাতিত্ব বিদূরিত করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

www.ahlehadeethbd.org

Dr. Mott স্বীকার করেছেন, **Financial Independence is the basic necessity of a free Press** আর একথা অনস্বীকার্য যে, আর্থিক নিশ্চয়তালাভ ব্যতীত মুক্তমন লইয়া স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রের সেবা আর উন্নতিবিধানের কোন সম্ভাবনা প্রত্যাশা করা যেতে পারেনা।

কিন্তু বন্ধুগণ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই সংবাদ ও সাময়িকপত্র পত্রিকার একমাত্র জীবনকাঠি নয়। স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত ও সঠিক সংবাদ পরিবেশন করার অধিকার লাভ করা সাংবাদিকজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য হওয়া উচিত। সত্যের প্রতিষ্ঠাই সাংবাদিক জীবনের মূল লক্ষ্য। এদিক দিয়ে সাংবাদিকদের স্থান সমাজসংস্কারকদের পর্যায়ভুক্ত। জাতীয় স্বার্থের বিরোধী রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শের পরিপন্থী ও সর্বসম্মত নীতিনৈতিকতাবিগর্হিত সাহিত্য সৃষ্টিকরার যদৃচ্ছ স্বাধীনতা আমাদের বাঞ্ছিত স্বাধীনতার তাৎপর্য নয়। আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ স্বাধীনতা আত্মহত্যার নামান্তর। পক্ষান্তরে গঠনমূলক নিরপেক্ষ ও সজীব সমালোচনার অধিকার লাভ করাই সাংবাদিকদের চরম ও পরম কাম্য। সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলিকে সরকারি বুলেটিনে পরিণত করা আর সমাজ ও সাহিত্যকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ফেলা একই কথা। প্রেসিডেন্ট জেফারসন, যিনি দু'দু'বার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার গৌরবলাভ করেছিলেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে মন্তব্য করে গেছেন, *Where the press is free and every man able to read, all is safe,* যে দেশের প্রেস স্বাধীন আর জনমণ্ডলী পড়তে সক্ষম, সে দেশের সমস্তই নিরাপদ। বস্তুতঃ কোন বুদ্ধিমান সরকারই সুষ্ঠু ও সজীব গঠনমূলক সমালোচনাকে যবরদস্তিভাবে অথবা আইনের সাহায্যে দমন করার কাজ পসন্দ করতে পারেননা। পাকিস্তানের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চরপতিগণও সাংবাদিক স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের এ অভিমত সমর্থন করেছেন।

বন্ধুগণ, আমার অভিভাষণ অতিভাষণে পরিণত হ'তে চলেছে। সাংবাদিক আদর্শ আর বর্তমান সাংবাদিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পুঁথি বেড়ে যাওয়ার ভয়ে এসব আলোচনা স্থগিত রাখাই সমীচীন বলে মনে হচ্ছে। কেবল দুটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি এখন বিদায় গ্রহণ করব।

বন্ধুগণ, দেশশাসনের কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে নতুন সুযোগ ও সুবিধার ভবিষ্যৎ সামায়িকপত্রের সেবকদের সম্মুখে সম্ভাবিত হয়ে উঠেছে বলে আমি ধারণা করি। রাজনৈতিক দলাদলির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মিলিত উদ্যমে জাতিগঠনের কার্যে অগ্রসর হওয়ার আমরা অধিকতর সুযোগ লাভ করেছি। দলনিরপেক্ষ ও পক্ষপাতবিহীন পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য লাভ করার একটা আশা আমাদের মনে উদিত হয়েছে। সাময়িকপত্রের সম্পাদকগণের এই মহতী সম্মেলন উদ্বোধন করে পূর্বপাকিস্তানের গভর্ণর জনাব যাকির হুসায়েন শুধু সংবাদপত্রসেবীদের গৌরববর্ধিত করেননি, আমাদের মনে আশা ও উৎসাহেরও সুপ্রভাত সূচনা করেছেন। কিন্তু বন্ধুগণ, একথা আপনাদের কারুরই অবিদিত নাই যে, মিলিত ও সংঘবদ্ধ উদ্যম ব্যতিরেকে আপনাদের জয়যাত্রা আর মনযিলেমকসুদে পৌঁছা কোনটাই সম্ভবপর নয়। আসুন, উপেক্ষিত আর অবহেলিত সাময়িকপত্রের সেবকগণ, আমরা সকলে ভেদ ও স্বার্থবুদ্ধি পরিহার করে একমাত্র সাংবাদিকতার পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এক সারিতে দাঁড়াই। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন"—এই মহাবাণী উচ্চারণ করে আদর্শভিত্তিক ইস্‌লামি রাষ্ট্র পাকিস্তানের পুনর্গঠন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার কার্যে আমাদের সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করি। আজকের সম্মেলন এক সুনিশ্চিত মঙ্গলময় সুবহেসাদিকের দিকদিশারী হোক।

নাসরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন করীব।

www.ahlehadeethbd.org

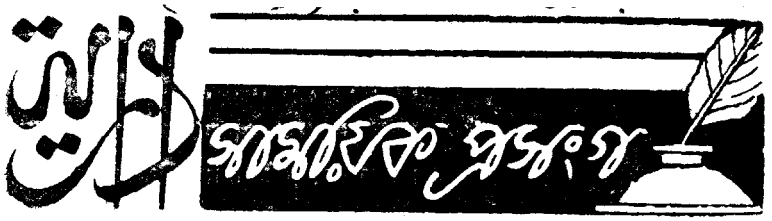

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

প্রত্যেক জাতিরই উৎসবের দিন নির্ধারিত রহিয়াছে, আর এই ঈদুল-ফিত্‌র আমাদের মুসলিম জাতির উৎসবের দিন।.....হযরত মুহাম্মদ মুস্‌তফা (দঃ)।

ব্যক্তিগত জীবনের মত জাতীয় জীবনেও কতকগুলি পরম মুহূর্তের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। এই মুহূর্তগুলি জাতির হৃদয়ফলকে এত গভীরভাবে রেখাপাত করে যে, ওগুলি জাতীয়জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং অমূল্য সম্পদে পরিণত হইয়া যায়। জাতির আশা ভরসা, রুচি ও কৃষ্টি এই স্মৃতিরেখাকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিতে থাকে। মহামুহূর্তের স্মৃতিরেখা যতদিন থাকে সুস্পষ্ট, ততদিন পর্যন্ত জাতির দৃষ্টিভংগীও স্পষ্ট, তাহার কামনা ও বাসনা সুবিন্যস্ত, তাহার তহযীব ও তমদ্দুন বলিষ্ঠ থাকিয়া যায়, কিন্তু স্মৃতিরেখা অস্পষ্ট ও ম্লান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবন ছন্নছাড়া, আদর্শ লক্ষশূন্য আর সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরকীয় প্রভাবের কাষ্ঠপুত্তলিকায় পরিণত হইয়া পড়ে। তখন জাতীয় উৎসব প্রাণহীন অন্ধসংস্কারের দৈত্য রূপে জাতির ঘাড়ে চাপিয়া বসে। প্রাণবন্ত ও শক্তিমান করিয়া তোলার পরিবর্তে জাতিকে এই সংস্কারগুলি তখন ভারাক্রান্ত ও দুর্বল বানাইয়া দেয়।

অতীতের কোন এক মহামুহূর্তের স্মৃতি জাগ্রত করিয়া তাহার প্রতি সমাজের মনকে শ্রদ্ধানত করিয়া তোলাই ইস্‌লামি উৎসবের উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেকটি উৎসববাসরে অতীত স্মৃতিকে হাতেকলমে রূপায়িত করিয়া তোলা ইস্‌লামি উৎসবের যথার্থ সার্থকতা। যে উৎসবের পটভূমিকায় অতীত স্মৃতির ব্যঞ্জনা আর তার স্থূল প্রকাশনা নাই, তাহা ইস্‌লামি উৎসবের পর্যায়ভুক্ত নয়। কোন মহাপুরুষের জন্ম ও মৃত্যু তিথিকে ইস্‌লামের সমাজব্যবস্থায় গুরুত্ব দেওয়া হয়নাই কেন? জন্ম বা মৃত্যুকে উপলক্ষ করিয়া উৎসব উদ্‌যাপন করার নির্দেশ ইস্‌লামে নাই কেন? ইসলামি উৎসবের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলেই তাহার কারণ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

বস্তুতঃ জন্ম আর মৃত্যু একটা অতিসাধারণ আপেক্ষিক ব্যাপার, কোন জন্ম বা মৃত্যুর সাহায্যে পৃথিবীতে যে মঙ্গল অথবা অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে তাহাই প্রকৃত বিচার্য। আর দিনক্ষণ, সময় আর মুহূর্ত নদীর স্রোতের অথবা অগ্নিশিখার মত চির প্রবাহমান। যেস্রোত চলিয়া যায়, যেঅগ্নিশিখা দিগন্তে মিলাইয়া যায়, তাহার পুনরাবৃত্তি যেরূপ অসম্ভব, তেমনি যেসময় আর মুহূর্ত একবার অতীত হইয়া যায়, ঠিক সেই মুহূর্তের পুনরাবির্ভাব কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং পাঁজিপুঁথি ধরিয়া অতীতকালের কোন নিঃশেষিত মুহূর্তকে যথার্থ সেই মুহূর্ত বলিয়া সুখ দুঃখ অনুভব করা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। তাই আদর্শ ও আচরণ বিহীন উৎসবের কোন মূল্য ইস্‌লামে স্বীকৃত হয়নাই।

ঈদুলফিত্‌রের পটভূমিকায় রহিয়াছে এক বিরাট নবীন জাতির আবির্ভাব আর অতি প্রাচীন জাতিসমূহের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তিরোভাবের রোমাঞ্চকর কাহিনী। এ কাহিনী যেমন আনন্দময়, তেমনি মর্মন্তুদ! প্রাকৃতিক বিধানের অলংঘনীয় রূপায়ন! যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে সভ্যতা সমুদয় বিশ্বকে প্রভাবান্বিত ও চঞ্চল মুখর করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আকস্মিক পতন আর পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে আদর্শভিত্তিক নূতন এক সভ্যতার উত্থান!

ষষ্ঠ শতকের শেষার্ধ মানব জাতির করুণ ক্রন্দনরোলে পরিপূর্ণ। জড়বাদী শক্তির অহমিকতা নীতিনৈতিকতার সমুদয় বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। দয়া, দাক্ষিণ্য ক্ষমা ও তিতিক্ষার সমস্ত ঐশী বিধানকে বস্তুবাদী সভ্যতাগর্বে স্ফীতবক্ষ জাতিরা পদদলিত করিয়া এই সুন্দর বসুন্ধরাকে নরককুণ্ডে পরিণত করিয়াছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহ, শোষণ পীড়ণ ও লুণ্ঠনের ঘূর্ণিবাত্যা মানব সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মিস্‌মার করিয়া ফেলিতেছে। সন্তানহত্যা, ব্যভিচার গৌরব আরস্পর্ধার বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। নরনারীর ঘনিষ্ঠতা ও অবাধ মিলন পারিবারিক মর্যাদার মস্তকে কুঠারাঘাত হানিয়াছে। পারস্যের সম্রাট স্বীয় কণ্যার আর সিন্ধুর রাজা স্বীয় ভগ্নির পানিপীড়ন করিয়াছে। শাশ্বত ঐশীবিধানগুলি সাম্রাজ্যবাদী দৈত্য দানবগণের বুভুক্ষা ও কামাগ্নির ইন্ধন রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির সমুদয় সম্পর্ক নিঃশেষিত হইয়াগিয়াছে।

আতপতাপদগ্ধ ধরণী মানুষের সৃষ্টি দুর্যোগ ও অশান্তির দাবানলে যখন এই ভাবে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছিল, সেই ভয়াবহ মুহূর্তে পৃথিবীর গতি পরিবর্তিত করিয়া তাহার অধিবাসীদের সম্বিৎ ফিরাইয়া আনার জন্য গ্রীস, রোম, পারস্য, মিসর ও ভারতের মৃত্যুমুখী সভ্যতার আওতা হইতে বহুদূরে অবস্থিত আরবের মরুপ্রান্তরের অধিবাসী প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত পালিত জনৈক মেষপালকের অনাথ পুত্রকে বিশ্বপতি আল্লাহ নির্বাচিত করিয়াছিলেন।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিসদৃশ বলিয়া অনুমিত হইলেও এই নির্বাচন যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত ছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। নির্বাচনের অভ্রান্ততা সম্পর্কে পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী রহিয়াছে! সামান্য কুড়ি বৎসরের মধ্যে এই নির্বাচিত মহাপুরুষ যেভাবে পৃথিবীর গতি পরিবর্তিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, মানবজাতির হারানো সম্বিৎ আবার ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, অরাজকতাপূর্ণ, নীতিনৈতিকতাবিবর্জিত পৃথিবীতে আইন, শৃংখলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইশ্বরদ্রোহী নররাক্ষসদিগকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মপরায়ণ মানবপ্রেমিক মনুষ্যরূপী দেবতায় পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেসমস্ত কথা ইতিহাসের বিষয়বস্তু-হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু এই নির্বাচনের পিছনে যে প্রাকৃতিক নিয়ম বলবৎ ছিল, তাহাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পৃথিবীর সভ্যতা, সমাজব্যবস্থা এবং জীবনবিধি তখন যেরূপ বীভৎসভাবে কলুষিত হইয়া উঠিয়াছিল, তৎকালীন সভ্যজগতের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন মানুষের পক্ষেই তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকা সম্ভবপর ছিলনা। সৎলোক যে তখন আদৌ ছিলনা, এ কথা নয়, কিন্তু নিরঙ্কুশ আর অবিমিশ্র সাধুতা ও সততার জীবন যাপন করার তখন সত্যই কোন উপায় ছিলনা। বিকৃত সমাজব্যবস্থার মধ্যে ছাঁটাইয়ের কাজ নূতন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করা অপেক্ষা ঢের বেশী দুঃসাধ্য। তাই বিধাতার বিধান এরূপ এক নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে অগ্রসর হইল, যাহারা পুরাতনের সমুদয় পাপ ও মলিনতা হইতে বিশুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া মানবজাতির জীবনদিশারীর আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

রামাযানের কঠোর সংযম সাধনার সাহায্যে শুদ্ধিলাভ করার পর ইহারই এক সমৃদ্ধ রজনীতে মহামানব হযরত মুহাম্মদ মুস্‌তফা (দঃ) তমসাচ্ছন্ন ধরিত্রীকে আলোকোজ্জ্বল করিয়া তোলার জন্য যে জ্যোতির্ময় বর্তিকা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই আল্-কুরআন নামে প্রসিদ্ধ। ইহার অবতরণ দ্বারা মুসলিম জাতি পৃথিবীতে নেতৃত্ব ও ইমামতের যে নূতন গৌরবে ধন্য হইয়াছিল, রামাযানের বাৎসরিক কৃচ্ছ্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর তাহারা ঈদুলফিত্‌রের সমারোহে তাহারই আনন্দ উপভোগ করার অনুমতি লাভ করিয়াছে।

কিন্তু যে গৌরবের এই মহোৎসব, পৃথিবীর মুসলিমসমাজ আজ সে গৌরবের অধিকারী আছে কি? না অন্যান্য জাতির ন্যায় ঈদুলফিত্‌রও মুসলমানদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একটি প্রাণহীন সংস্কারে পরিণত হইতে চলিয়াছে ?

ষষ্ঠ শতকে ইউরোপ ও এশিয়ায় প্রচলিত আঁধার যুগের যেসকল জাহেলী মতবাদ, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভংগী, সভ্যতা ও সংস্কারের প্রতীক ইস্‌লাম স্রষ্টা ও সৃষ্টির অদ্বিতীয়তার শাণিত তরবারি দ্বারা মিস্‌মার করিয়া ফেলিয়াছিল, সৃষ্টিতত্ত্ব ও মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত সাম্যের গান গাহিয়া ইস্‌লাম পৃথিবীর সমুদয় দুর্ভাগা ও পরপদানতদের উদ্ধারসাধন করিয়া স্বীয় হিরন্ময় বক্ষে টানিয়া আনিয়াছিল, একই পরম পিতার সন্তান-বর্গের হাজার বৎসরের মানাভিমানের পালা ভঞ্জণ করিয়া দিয়া সমুদয় হাবশী, হাশেমী, আরাবী ও ঈরানীকে তাঁহারই সম্মুখে এক সারিতে টানিয়া আনিয়া দাঁড় করাইয়াছিল, মানবত্বের অধিকারে আর গৌরবে লঘু-গুরুর তেদরেখাকে নেস্তনাবুদ করিয়া দুনিয়ার পিঠেই স্বর্গরাজ্যের পত্তন করিয়াছিল, মুস্‌লিম জাতির সেই যুগান্তকারী সভ্যতা পুনরায় অন্ধকার যুগের জাহেলী কুসংস্কার, বেহায়া তমদ্দুন ও রুচিবিকারের সম্মুখে নতমস্তক হইতেছে কেন ?

ইস্‌লামি তহ্‌যীবের জয়যাত্রাকে জাহেলী সভ্যতার ধারকরা কোনদিনই বরদাশ্‌ত করিতে পারেনাই। ইউরোপের সম্মিলিত তরবারি ইস্‌লামি আদর্শ ও সংস্কৃতিকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পুনঃপুনঃ নিষ্কাশিত হইয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছে। শুধু ব্যর্থই হয়নাই, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের প্রতিক্ষেত্রে জাহেলী সভ্যতার ভারবাহীরা যতই ইস্‌লামের নিকটবর্তী হইয়াছে, ততই তাহাদের বাহু শিথিল হইয়া গিয়াছে এবং মুখে স্বীকার না করিলেও ইস্‌লামের পুণ্যপরশে তাহারা উহার প্রতি দৈনন্দিন আকৃষ্টই হইয়াছে। শত্রুরূপে ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োগ দ্বারা ইস্‌লামকে নির্মূল করার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হওয়ার পর বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া জাহেলী সভ্যতার পতাকাবাহীরা পঁয়তারা বদল করিয়াছে এবং বর্তমানে বন্ধুরূপে তাহারা মুস্‌লিমজাতিকে তাহাদের লাদীনী বস্তুতান্ত্রিক কৃষ্টির ফাঁদে ফেলিবার কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

ইস্‌লামকে রক্ষা করিতে আর মুস্‌লিম জাতিকে রক্ষা পাইতে হইলে ইস্‌লামের ধারকগণকে আবার প্রাথমিক যুগের প্রবর্তিত রামাযানের শুদ্ধিসাধনায় সাফল্য লাভ করিয়া ঈদের নববাসরে সম্মিলিত হইতে হইবে।

দয়াময় প্রভু পাকিস্তানের আত্মবিস্মৃত মুস্‌লিম জাতিকে ঈদের সত্যকার গৌরব মুবারক করুন !

শিক্ষার আদর্শ

আষাদ পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিঘোষিত হওয়ার পর হইতে বিগত একযুগ ধরিয়া প্রত্যেক সরকারের মুখ হইতে আমরা শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কারের কথা শুনিয়া আসিতেছি। সামরিক সরকারের কর্তৃপক্ষগণও এই বাঁধাধরা নিয়মের আওতার বাহিরে পড়েননাই। শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে মরহুম স্যর সৈয়েদ আহ্‌মদের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত এত কথা বলা আর লিখা হইয়াছে যে, সেগুলি পুস্তকাকারে সজ্জিত করিলে স্বচ্ছন্দে একটা মাঝারি লাইব্রেরী স্থাপন করা যাইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, স্বর্গীয় ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে আমাদের দেশে শিক্ষার মূল্যমান ও আদর্শ সম্পর্কে অভিভাবকগণ যাহা নির্ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বরপুত্র ও ওসীগণ সেগুলির দোষত্রুটি সম্বন্ধে ফেনাইয়া ফেনাইয়া যত কথাই আলোচনা করুন না কেন, শতাব্দীকালের ভিতর কার্যক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রমই তাহাতে সংঘটিত হয়নাই আর আযাদীর গৌরব লাভ করার পরও এবিষয়ে চুল পরিমাণ সংস্কারও সাধিত হয়নাই।

শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কর্তৃপক্ষদের অনিশ্চিত নীতিই এই বিফলতার জন্য দায়ী। তাঁহারা কি করিতে চান, সেকথা তাঁহারা নিজেরাই জানেননা অথবা যাহা জানেন তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেননা কিংবা যাহা বলেন, তাহা এতই খাপছাড়া যে, জাতির হৃদয়তন্ত্রী দূরে থাক, নিজের মনের বীণার সুরও তাঁহারা তাঁহাদের মুখের সঙ্গীতের সহিত বাঁধিতে পারেননা। ফ্যাশনের অনুসরণে অথবা গতানুগতিকতার খাতিরে সংস্কারের বুলি আওড়াইতে থাকিলে হাজার বৎসরেও জাতির অদৃষ্ট যে "তিমিরে সেই তিমিরে"ই পড়িয়া থাকিবে, বিজাতীয় দাসত্বের কবল হইতে পাকিস্তানীদের আত্মা কোনদিনই মুক্তিলাভ করিতে পারিবেনা। শিক্ষার সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে সংস্কার সাপেক্ষ বিষয়বস্তু কি, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। কোন প্রকার শিক্ষাকেই মৌলিক ভাবে দোষণীয় স্থির করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এক একটি জাতির আদর্শ, রুচি ও দৃষ্টিভংগী অনুসারে শিক্ষার ভাল মন্দ ও মান স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। যেশিক্ষাব্যবস্থাকে সংস্কারসাপেক্ষ বলা হইতেছে, ভিন্ন পরিবেশ ও পৃথক স্থানে হয়ত উহার দোষ খুঁজিয়াও বাহির করা যাইবেনা। জাতীয় শিক্ষা ও তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধবাচক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিষয়বস্তু হইলেও প্রকৃতপক্ষে জাতীয়জীবনের আদর্শ ও তাহার পটভূমিকা *Relative* বিষয় নয়। আদর্শ আর তাহার পটভূমিকা কাহারো খাতিরে স্থানচ্যুত হয়না, আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতেই এক একটি জাতি দুনিয়ার বুকে টিকিয়া থাকার অধিকার লাভ করে। যেজাতি জীবনাদর্শকে পরিবর্তন করিতে অগ্রসর হয় তাহার অবস্থা মাথা ঠুঁকিয়া হিমাচলকে স্থানচ্যুত করার বাসনার মতই। কোন জাতিকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিতে হইলে তাহার আদর্শের ভিত্তিটা কৌশলক্রমে বদলাইয়া ফেলাই যথেষ্ট। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া পাকভারতের অধিবাসীগণকে যে বিষবড়ি শ্বেতদ্বীপের বিজেতারা খাইতে দিয়াছিল তাহাই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা নামে পরিচিত।

গ্রীক সেনানীরা দীর্ঘকাল ধরিয়া ট্রয় নগরী অবরোধ করা সত্ত্বেও ট্রোজেন্সের দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের ফলে গ্রীকদিগকে পুনঃপুনঃ পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া গ্রীক সেনাপতিরা তখন এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। প্রকাশ্যে তাহারা অবরোধের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছিল, সমরাঙ্গনকে খালি করিয়া দিয়া তাহারা সেনাবাহিনীকে গোপনে চতুর্দিককার পাহাড় ও অরণ্যে ছড়াইয়া দিয়াছিল আর যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল এক বিরাট কাঠের ঘোড়া! ঘোড়ার পেটে লুক্কায়িত ছিল নিষ্কাশিত তরবারি হস্তে দুর্ধর্ষ যোদ্ধার দল। প্রভাতে গ্রীক বাহিনীকে অবরোধ পরিহার করিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া ট্রয়বাসীরা উল্লসিত হইয়া উঠিল আর যুদ্ধক্ষেত্রে যে কাঠের ঘোড়াটা পড়িয়াছিল, তাহাকে যুদ্ধের লুঠ মনে করিয়া তাহারা পরমযত্নে দুর্গাভ্যন্তরে লইয়াগেল। দীর্ঘকালের চেষ্টা ও সংগ্রাম দ্বারা যাহা সম্ভবপর হয়নাই, অর্থাৎ দুর্গ অবরোধ করিয়া বহুদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া গিয়াও গ্রীক বাহিনীর পক্ষে তরবারি বলে ট্রয় দুর্গে প্রবেশ করা সম্ভবপর হয়নাই কিন্তু বুদ্ধির কৌশলে ট্রয়বাসীরা কাঁধে করিয়া গ্রীকসৈন্যদের স্বীয় দুর্গে লইয়া যাইতে বাধ্য হইল আর ইহার পর ঘোড়ার পেট হইতে তরবারি হস্তে গ্রীক সেনানীদল নিষ্ক্রান্ত হইয়া দুর্গরক্ষীদের উপর পতিত হইল আর দুর্গের সিংহদ্বার মুক্ত করিয়া দিল। পাহাড়ে জঙ্গলে লুক্কায়িত গ্রীক বাহিনী তখন পঙ্গপালের মত ট্রয়দুর্গে প্রবেশ করিয়া ট্রোজেন্সের সমুদয় শৌর্যবীর্য আর আশাভরসার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া দিল।

গ্রীক ইতিহাসের এই কাহিনীতে পাক-ভারতের অন্ততঃ পাকিস্তানের শাসক ও নাগরিকদের জন্য ভাবিয়া দেখার বিষয়বস্তু রহিয়াছে। সেসকল জাতির সভ্যতা, ধর্ম, চিন্তাধারা অর্থাৎ জাতীয়তার মৌলিক উপাদানগুলি আমাদের ধর্মীয় আদর্শ ও জাতীয়তার উপাদান হইতে ভিন্ন তাহাদের আর আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কোনক্রমেই অভিন্ন হইতে পারেনা। বিজাতীয়দের নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করা হইবেনা, আমরা এরূপ কথা বলিনা, কিন্তু পরীক্ষা না করিয়া আর ভালভাবে মাজিয়া ঘষিয়া না লইয়া বিজাতীয়দের সমুদয় বস্তু অবলীলাক্রমে গ্রহণ করা গ্রীকদের কাঠের ঘোড়া দুর্গে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ারই শামিল!

ইস্‌লামি শিক্ষার নাম শুনিলেই একদল লোক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রথমতঃ স্মরণ রাখা উচিত যে, ইস্‌লামের নামেই পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে। সুতরাং যে নামে আর যে জন্য এই রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, তাহার নাম শুনিয়া নাসিকা বা ভ্রূ কুঞ্চিত করা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক। দ্বিতীয় কথা, ইস্‌লামিশিক্ষার এমন কোন শিং বা লেজ নাই, যার জন্য কোন দলের পক্ষে আতংকগ্রস্ত হওয়ার কারণ থাকিতে পারে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, রসায়ন, ভূগোল, কলা, শ্রম ও শিল্প সমস্ত বিদ্যাকেই ইস্‌লামি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিতে কিছুই বেগ পাইতে হয় না, যদি ইস্‌লামি অকিদার অন্তর্ভুক্ত তওহীদ ও রিসালত আর ইস্‌লামি আচার ও অনুষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলার শিক্ষা সংস্কারব্যবস্থায় স্থানলাভ করিতে পারে। শিক্ষাবিভাগের যেসকল অধ্যাপক ও কর্মচারী স্বয়ং রুগ্ন ও পীড়িত, অর্থাৎ যাঁহারা সাহেব সাজা আর "গাড়ীঘোড়ায় চড়া"কেই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, যাহারা ইস্‌লামি নীতিনৈতিকতা, আখলাক ও চরিত্রের ধার ধারেননা, বরং ইস্‌লামের বিরুদ্ধে নানারূপ অর্বাচীন ও বেহায়া বকুনীকে নিজেদের বিদ্যাবত্তার বড় ডিপ্লোমা মনে করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই সর্বপ্রথম ব্যবস্থা-অবলম্বন করা আবশ্যক।

ইস্‌লাম অর্থাৎ আল্লাহ ও তদীয় রসূলকে বাদ দিয়া পাকিস্তানের কোন শিক্ষানীতিই সার্থক হইবেনা। তুর্কীর নেতারা যে মোহের বশবর্তী হইয়া তাহাদের দেশ হইতে আল্লাহ, রসূল আর ইস্‌লামি তহজীবকে নির্বাসিত করিতে চাহিয়াছিল, তাহার দণ্ড পুরাপুরিভাবে নামিয়া আসিয়াছে আজ! তাহারা তাহাদের পাপের কাফ্‌ফারা দিতেও অগ্রসর হইয়াছে। এ কাফ্‌ফারা শোধ করিতে না পারিলে শত বৎসরের আলেউস্‌মানের সুদৃঢ় হুকুমতের ন্যায় আতাতুর্কের নামও আগামী অর্ধশতাব্দীর ভিতরেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

পাকিস্তান সরকার ও রাষ্ট্রের শিক্ষাবিদরা পাকিস্তানীদিগকে কি বানাইতে চান, সর্বাগ্রে তাঁহারা সেই কথার মীমাংসা করুন, অতঃপর তদনুসারে তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হউন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইছলামী গ্রন্থরাজির অপূর্ব সমাবেশ

আকায়েদ অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ে

হযরত আল্লামা ইছমাঈল শহীদ (রহঃ) কৃত
উর্দু তক্‌বিয়াতুল ঈমানের বাঙলা অনুবাদ — মূল্য ১৷৹

হযরত আল্লামা ফাখির ইলাহাবাদী (রহঃ) কৃত
ফাছী রিছালার নাজাতিয়ার উর্দু অনুবাদ " ১৲

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী কৃত
কলেমায় তৈয়্যেবা অর্থাৎ পাক কলেমার কোরআনী ব্যাখ্যা " ১৷৹
নবুওতে মোহাম্মদী রছুলুল্লাহর (দঃ) বৈশিষ্ট্য " ২৷৹

হযরত আল্লামা মোঃ আবদুল্লাহেল বাকী (রহঃ) কৃত
পীরের ধ্যান অর্থাৎ তাছাউয়ারে-শাইখের অবৈধতা " ৷৴৹

মওলানা আহমদ আলী কৃত
আকীদায় মোহাম্মদী " ৷৴৹

মওলানা আবুছঈদ মোহাম্মদ কৃত
কলেমায় তৈয়্যেবার ব্যাখ্যা " ৵৹

অর্থনীতি ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী কৃত
পাক শাসন সংবিধান (নিঃশেষ প্রায়) — মূল্য ২৷৹
ধন বন্টনের রকমারী ফর্মুলা " ৷৵৹
ইছলামী অর্থনীতির ক খ " ১৲
ইছলামী ফ্রন্ট কনফারেন্সের আষণভিভ " ৵৹
যুক্ত নির্বাচন " ৵৹

অবসর প্রাপ্ত সেশন্স জজ সৈয়েদ রশীদুল হাছান কৃত
ইছলামী শাসনতন্ত্রের গুরুত্ব " ৷৴৹
The Ideal of Islamic States — মূল্য ১৲

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে

আহলেহাদীছ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ " ৵৹
জামাতে ইছলামী বনাম আহলেহাদীছ আন্দোলন " ৵৹

ফিক্‌হুল হাদীছ

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী কৃত
যওউল্লামে (উর্দু) জুম্‌আ মছজিদ সম্পর্কিত মছআলা সম্বলিত " ১৲
তারাবীহ উহার ছুন্নত হওয়ার প্রমাণ এবং রাক্‌আতের সংখ্যা " ১৷৹
ঈদে কুর্বান (২য় সংস্করণ) " ৷৹
ছিয়ামে রামাযান " ৷৹
আহলে কিবলার পিছনে নামায (আহলেহাদীছ ও হানাফীর পরস্পরের পিছনে নামায) " ৵৹
মুছাফাহা (এক হস্তে না দুই হস্তে না তিন হস্তে ?) " ৷৵৹

ফিক্‌হ ও মাছায়েল

আদর্শ দীনিয়াত প্রথম খণ্ড — মূল্য ১৷৹
নমায শিক্ষা (উর্দু রিছালার অনুবাদ) " ৷৷৵৹
কওছরে রহমানী (নমায সংক্রান্ত মছায়েল) মওঃ আহমদুল্লাহ রহমানী কৃত " ১৲
রামাযানের সাধনা মওলানা মুন্তাছির রহমানী কৃত — মূল্য ১৷৹
আমালে হজ " ১৲
যাকাত দর্পন " ৷৵৹
ফাতেহা সমস্যা মওলানা আহমদ আলী (বুলারআটি খুলনা) কৃত " ৷৷৹
নিয়ত ও দরূদ " ৷৵৹
তাহারত " ৷৷৹
বাঙলা খুৎবা " ১৷৵৹

ইতিহাস ও জীবনী

শহীদে-আ'যম মওলানা ছিরাজুল ইছলাম কৃত " ১৷৷৹

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ— পাঁচ টাকা মূল্যের পুস্তকের অর্ডারের জন্য অগ্রিম দুই টাকা ও দশ টাকা মূল্যের অর্ডারের জন্য অগ্রিম পাঁচ টাকা মনিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করিতে হইবে। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান

ম্যানেজার, আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস ৮৬নং কাযী আলাউদ্দিন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা।

www.ahlehadeethbd.org

নবুওতে-মোহাম্মদী

(১ম খণ্ড)

নবী মুছ্‌তফার (দঃ) নবুওতের বিভিন্নরূপী বৈশিষ্ট্য, তাঁহার নবুওতের সার্বভৌমত্ব ও চরমত্বের কোরআনী, হাদীছী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক মূল্য এবং অন্যান্য বহুতথ্য সম্বলিত।

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের দীর্ঘদিনের সাধনার ফল।

সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র

অর্থনীতি শাস্ত্রের অপূর্ব অবদান ঃ—

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী ছাহেব কর্তৃক সংকলিত—

১। ইছ্‌লামী অর্থনীতির ক খ মূল্য এক টাকা মাত্র

২। ধন বণ্টনের রকমারী ফর্মূলা মূল্য ছয় আনা মাত্র।

ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—আল্‌হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা।

মওলবী মোহাম্মদ সাদেক বি-এ প্রণীত

আলাপ-প্রলাপ (১ম খণ্ড)

অপূর্ব কাব্য গ্রন্থ! ভাবধারা—ইছলামিক! ভাষা—ঝঙ্কারময়! তথ্য—যুক্তিপুর্ণ। সামান্য হইতে অসামান্যের, পরিচিত হইতে অপরিচিতের সন্ধান। কষ্টকল্পনা বিমুক্ত! দৈনন্দিন জীবন ও পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থার ভিতর দিয়া ইছলামকে অনুসরণ করার অপূর্ব ব্যবস্থা! সাহিত্য জগতে অনুপম কিন্তু চিরন্তন! তিনশত ত্রিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। উত্তম বাঁধাই। মূল্য ৩৲ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—১। শেখ মনিরুদ্দিন এণ্ড কোঃ বাঙ্গলা বাজার ঢাকা। ২। পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ঢাকা চট্টগ্রাম। ৩। আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।

Printed & Published by M. A. Kafee Al-Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of East Pakistan Jamiate Ahle-Hadeeth, 86 Qazi Alauddin Road, DACCA. (East Pakistan)

www.ahlehadeethbd.org